



শাক্ত মদ্যাবলী

[চয়ন]

[চতুর্থ সংস্করণ]



শ্রী অমরেন্দ্রনাথ রায়

সম্পাদিত



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত

১৯৫৩



প্রথম সংস্করণ—১৯৪২

দ্বিতীয় সংস্করণ—১৯৪৫

তৃতীয় সংস্করণ—১৯৫৩

164 574

TSCU 3081

PRINTED IN INDIA

PRINTED AND PUBLISHED BY SIBENDRANATH KANJILAL,
SUPERINTENDENT, CALCUTTA UNIVERSITY PRESS,
48, HAZRA ROAD, BALLYGUNGE, CALCUTTA.

1811 B.T.—January, 1953—E.

উৎসর্গ

ভারত-মাতার

মুখোজ্জলকারী সন্তান

পরম শ্রদ্ধেয়

ডাঃ শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ের করকমলে

প্রীতি ও শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ

এই

‘শান্ত পদাবলী’

সমর্পিত

হইল।

বিষয়-সূচী

গানের সূচী	১৭০—১৭০
ভূমিকা	১৭০—২১
বাল্যলীলা	১—৩
আগমনী	৪—৬০
বিজয়া	৬১—৭৫
জগজ্জননীর রূপ	৭৬—৯৭
মা কি ও কেমন	৯৮—১০৮
ভক্তের আকৃতি	১০৯—১৫৬
মনোদীক্ষা	১৫৭—১৮০
ইচ্ছাময়ী মা	১৮১—১৮৩
করুণাময়ী মা	১৮৪—১৮৭
কালভরহারিণী মা	১৮৮—১৯২
লীলাময়ী মা	১৯৩—১৯৭
ব্রহ্মময়ী মা	১৯৮—২০১
মাতৃপূজা	২০২—২০৬
সাধন-শক্তি	২০৭—২১১
নাম-মহিমা	২১২—২১৯
চরণ-তীর্থ	২২০—২২৩
গীত-রচয়িতাদিগের নাম-তালিকা	২২৫—২৩২
গ্রন্থ-পঞ্জী	২৩৩—২৩৫
অঙ্কি-সংশোধন	২৩৫

গানের সূচী

(বর্ণানুক্রমিক)

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অ		
অকারণে বৃথা ভ্রমে	নন্দকুমার রায় (মহারাজ)	১১৫
অতি দুঃস্বারাধ্যা তারা	কৃষ্ণচন্দ্র রায় (মহারাজ)	১৪৭
অনুদার দ্বারে আজি	আশুতোষ দেব	১২৯
অপরূপ কামিনী	মহাতাব্চাঁদ (মহারাজ)	৯১
অপরূপা কে ললনা	ঐ	৮৭
অবেলায় হাট ভাঙুলি শ্যামা	অমৃতলাল বসু	১৫৪
অভয় পদ সব লুটালে	রামপুসাদ সেন	১৩৪
অভয়ে বুদ্ধময়ী	ব্রজকিশোর রায় (দেওয়ান)	১২৮
অভেদে ভাব রে মন	রামলাল দাস দত্ত	১০২
আ		
আজ শুভনিশি পোহাইল	রামপুসাদ সেন	৩৫
আদর ক'রে হৃদে রাখ	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	১৭৮
আন তারা স্বরায় গিরি	চণ্ডী (অন্ধ)	১৬
আনন্দে মগনা শিখরী-অঙ্গনা	গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৪
আপনারে আপনি দেখ	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	১৭৭
আমায় কি ধন দিবি	রামপুসাদ সেন	১৩৩
আমায় ছুঁয়োনা রে শমন	নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১৮৯
আমায় দেও মা তবিলদারী	রামপুসাদ সেন	১৩৪
আমায় দে মা পাগল ক'রে	ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল	১৪৪
আমার উমা এলো	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	৩৭

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আমার উমা সামান্য মেয়ে নয়	রামপুসাদ সেন	১
আমার ঐ ভয় মনে	দুর্গাপ্রসন্ন চৌধুরী	৬৩
আমার গৌরীয়ে ল'য়ে বায়	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	৭১
আমার মনে আছে এই বাসনা	অজ্ঞাত	৪
(আমার) মা নয় সামান্য মেয়ে	রামলাল দাস দত্ত	১০৩
আমি অই খেদে খেদ করি	রামপুসাদ সেন	১১১
আমি ঐ ভয়ে মুদিনে আঁখি	কালিদাস চট্টোপাধ্যায়	
	(কালী মির্জা)	১০৬
আমি কি আটাশে ছেলে	রামপুসাদ সেন	২০৮
আমি কি দুখেতে ডরাই	ঐ	১২৪
আমি কি হেরিলাম	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	৬
আমি ক্ষেমার খাস্ তালুকের	রামপুসাদ সেন	১৯০
আমি তাই অভিমান করি	ঐ	১১০
আমি নই তোর ও-রূপ ছেলে	গুরুদাস চক্রবর্তী	২০৯
আয় মন, বেড়াতে যাবি	রামপুসাদ সেন	১৭২
আয় মা সাধন-সমরে	রসিকচন্দ্র রায়	২১০
আর অভিমান করিস্ নে মা	মদন মাষ্টার	৪০
আর কত কাল ভুগবো কালী	প্যারীমোহন কবিরত্ন	১১৬
আর কতদিন ভবে	রজনীকান্ত সেন	১১৬
আর কাজ কি আমার কাশী	রামপুসাদ সেন	২২১
আর কি তারা ভয় বিপদে	ঈশ্বরচন্দ্র দাস	৩১৫
আর কেন কাঁদ রাণি	অজ্ঞাত	২২
আর জাগাস্ নে মা	রাধিকাপ্রসন্ন	২
আর তুলালে তুলবো না	রামপুসাদ সেন	২০৮
ই		
ইচ্ছাময়ী তারা গো	রসিকচন্দ্র রায়	১৮১

বিষয়

লেখক

পৃষ্ঠা

উ

উঠ মা সর্বমঙ্গলে	অজ্ঞাত	৫৮
উপায় তাঁর নাম	অজ্ঞাত	২১৫
উমা গো যদি দয়া কোরে	উদয়চাঁদ বৈরাগী	৪১
উমার কারণে পুণে	মনোমোহন বসু	১৮
উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৭৮

উ

উর্ক জটাজুট	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	৮৬
-------------	-----------------	----

এ

এই বেলা মন নে রে ডেকে	প্যারীমোহন কবিরত্ন	১৬৯
একি রূপ অপরূপ	মহাতাব্ চাঁদ (মহারাজ)	৯০
একি রূপ নয়নে	ঐ	৮৮
একি রূপ হেরি	ঐ	৯১
এ কেমন করুণা কালী	শম্ভুচন্দ্র রায় (কুমার)	১২২
এখনো কি বৃক্ষময়ি	রানকৃষ্ণ রায় (মহারাজ)	১১২
এবার আমি বুঝ্ হরে	রামপুসাদ সেন	২০৭
এবার আমি ভাল ভেবেছি	ঐ	২০০
এবার কালী কুলাইবো	ঐ	১৭৮
এবার কালী তোমায় খাব	ঐ	২১১
এবার যাব গো পাগল হ'য়ে	বীরেশ্বর চক্রবর্তী	১৪৪
এমন করে আর কতদিন	রসিকচন্দ্র রায়	১৬৪
এমন দিন কি হবে তারা	রামপুসাদ সেন	১৪৫
এলি গো কৈলাসেশ্বরী	রসিকচন্দ্র রায়	৫৬

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
এলোকেশী এলো কে রণে	শিবচন্দ্র রায় (মহারাজ)	৯৪
এলো গিরি নন্দিনী ল'য়ে	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	৩৬
এ' সব কেপা মায়ের	রামপুসাদ সেন	১৯৬
এস মা, এস মা উমা	জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ	৭৩
এসেছি' মা—থাক্ না উমা	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	৫৯
ঐ		
ঐ দ্বারে বাজে ডবুর	অজ্ঞাত	৬৮
ও		
ও কে রে মনোমোহিনী	রামপুসাদ সেন	৯২
ওগো উমা, আর গো	মহেন্দ্রলাল খান (রাজা)	৪২
ওগো রাণি, নগরে কোলাহল	রামপুসাদ সেন	৩৪
ওঙ্কার মুরতি রে মন	গোবিন্দ চৌধুরী	৭৯
ও জননি, অপরা জনু-জরা-হরা	রামপুসাদ সেন	১০৩
ও মন, তোর ভ্রম	ঐ	১৫৯
ও মা কালী চিরকালই	মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (প্রেমিক)	১৯৬
ও মা কালী মুণ্ডমালী	ঐ	২১৬
ও মা, কেমন ক'রে পরের ঘরে	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	৪৯
ও মা, কেমন মা কে জানে	ঐ	১২২
ও মা, হর গো তারা মনের দুঃখ	রামপুসাদ সেন	১২৪
ওরে নবমী-নিশি	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	৬৪
ওহে গিরি, কেমন	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	১৩
ওহে গিরিরাজ, গৌরী অভিমান	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	১২
ওহে নগরাজ হে	রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১৭
ওহে প্রাণনাথ গিরিবর	রামপুসাদ সেন	৭১

বিষয়

লেখক

পৃষ্ঠা

ওহে মহারাজ

বনোয়ারীলাল রায়

৩১

ওহে হর গঙ্গাধর

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

২৫

ক

কপালে যা আছে কালী

নরচন্দ্র রায় (কুমার)

১২৫

কবে যাবে বল গিরিরাজ

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

১৩

কবে সমাধি হবে শ্যামা-চরণে

নন্দকুমার রায় (দেওয়ান)

১৪৬

কর্মদোষে জন্মভূমে এসে

পার্ব্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩৫

কর কর নৃত্য নৃত্যকালী

দাশরথি রায়

১৫১

কর গো দক্ষিণে কালী

নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী

১৫১

করুণা, কুরু মে করুণা

কিশোরীমোহন শর্মা

১৩৭

কাজ কি রে মন যেয়ে কাশী

রামপুসাদ সেন

২২৩

কালকে ভোলা এলে

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

৬২

কাল এসে, আজ উমা

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়

৬১

কাল-ভয়ে কি ভয় আছে

পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯১

কাল স্বপনে শঙ্করী-মুখ

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

৭

কালী এই ক'রো কাল এলে

অজ্ঞাত

১৫৫

কালী কালী বল রসনা

রামপুসাদ সেন

২১৪

কালী-পদ-আকাশেতে

নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

১

কালী হলি মা রাসবিহারী

রামপুসাদ সেন

১০০

কি ক'রে পূণ ধ'রে

প্যারীমোহন কবিরঙ্গ

২০

কিঙ্করে করুণাময়ী

নরচন্দ্র রায় (কুমার)

১৩৪

কি খেলা খেলাও মা

গোবিন্দ চৌধুরী

৯৮

কি দিয়ে করিব পূজা

ত্রৈলোক্যনাথ কবিভূষণ

১৪৩

কি শুনাতে গিরিবর

অজ্ঞাত

২৮

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কি হলো নবমী নিশি	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	৬৭
কুপুত্র কই আমার মত	পুসনুকুমার চট্টোপাধ্যায়	১৮৫
কুস্বপন দেখেছি গিরি	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	৯
কৃষ্ণবর্ণ। চতুর্ভুজা	মহাতাব্ চাঁদ (মহারাজ)	৯২
কে ও একাকিনী	ঐ	৮৫
কে ও বিবসনা	ঐ	৮৯
কে ও বিহরে	কালিদাস চট্টোপাধ্যায় (কালী মির্জা)	৭৭
কে জানিবে তারা-নাম-মহিমা	ভারতচন্দ্র রায়	২১২
কে জানে গো কালী কেমন	রামপুসাদ সেন	১৯৮
কে জানে মা তব তত্ত্ব	রসিকচন্দ্র রায়	১৯৮
কে তুমি শিয়রে ব'সে	পুণ্ডরীকানন্দ মুখোপাধ্যায়	১৮৬
কেঁদেছি আপন দোষে	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১৮৭
কেবল আসার আশা	রামপুসাদ সেন	১০৯
কে বলে আ মরি	হরিনাথ মজুমদার	৮২
	(কাদ্রাল ফিকিরচাঁদ)	
কে বলে কালী কাল	মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (প্রেমিক)	৮৩
কেমনে মা ভুলেছিলি	রাজকৃষ্ণ রায়	৪৮
কে রণ-রঙ্গিণী	বুজমোহন রায়	৩১
কে রে বামা নিবিড়-নীরদবরণী	নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী	৮৩
কে রে বামা, বারিদবরণী	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	৯৫
কৈলাস-সংবাদ শুনে	ঐ	১২
কৈ হে গিরি	দাশরথি রায়	২৮
কোথা আছ ও মা তারা	চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়	১৩১
কোথা গো দক্ষিণে কালী	কেন্দারনাথ চক্রবর্তী	১৩১
কোথায় গো মা ভবদারা	তিনকড়ি বিশুাস	১২৬

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোলে আর মা ভবদারা	গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ (দেওয়ান)	৪১
কোলে তুলে নে মা কালী	অতুলকৃষ্ণ মিত্র	১৫৪
গ		
গঙ্গাধর হে শিব-শঙ্কর	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	২৪
গত নিশ্চয়োগে	রাম বসু	৫২
গয়া গঙ্গা পুভাসাদি	মদন মাষ্টার	২১৮
গা তোল, গা তোল উমা	নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়	৫৮
গা তোল, গা তোল গিরি	অজ্ঞাত	৫৩
গা তোল, গা তোল, বাঁধ মা	দাশরথি রায়	৩৩
গিরি, আমার গৌরী এসে	রামচন্দ্র মালী	৫৪
গিরি, উমা-পুসঙ্গে সঙ্গে	রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৩০
গিরি, এবার আমার উমা	রামপুসাদ সেন	৫
গিরি, কার কণ্ঠহার আনিলে	রসিকচন্দ্র রায়	২৯
গিরি, কারে আনিলে	ঠাকুরদাস দত্ত	২৯
গিরি, কি অচল হলে	রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু)	১৬
গিরি, কি সুধাও হে সমাচার	হরিশচন্দ্র মিত্র	৮
গিরি, গণেশ আমার	অজ্ঞাত	৪
গিরি, গৌরী আমার এল কৈ	গোবিন্দ চৌধুরী	৫
গিরি, গৌরী আমার এসেছিল	দাশরথি রায়	৭
গিরি, পূর্ণগৌরী আমার	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	১৬
গিরিবর, আর আমি পারিনে	রামপুসাদ সেন	১
গিরি, যায় হে ল'য়ে	দাশরথি রায়	৭২
গিরিরাজকে ডেকে দে	শ্রীধর কথক	৫২
গিরিরাজ গমন করিল	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	২২

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
গিরিরাজ হে, জামায়ে এনো	অক্ষয়চন্দ্র সরকার	১
গিরিরামি, এই নাও তোমার	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	২৭
গিরিরামী যন্ত্র-সাধন মন্ত্র	ঐ	৩২
গিরি হে, তোমায় বিনয়	রাম বসু	৯
গৌরী কোলে ক'রে	ঐ	৪৬

চ

চঞ্চল চরণে চলে	কালিদাস চট্টোপাধ্যায় (কালী মির্জা)	৩
চরণ ধ'রে আছি প'ড়ে	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	১২৭
চল মা, চল মা গৌরী	কালীনাথ রায়	২৩
চাই মা আমি বড় হ'তে	অজ্ঞাত	১২৬
চিন্তাময়ী তারা তুমি	শম্ভুচন্দ্র রায় (কুমার)	১১৭

ছ

ছিন্নাম ভাল জননী গো	অধিকাচরণ গুপ্ত	৫১
---------------------	----------------	----

জ

জগত তোমাতে, তোমারি মায়াতে	অজ্ঞাত	১৮২
জনক-ভবনে যাবে	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	২৬
জননি, জগৎমোহিনী	কৃষ্ণপুস্প সেন (পরিব্রাজক)	১০৭
জননি, পদপঙ্কজ দেহি	রামপুস্পাদ সেন	১৪২
'জয় কালী' 'জয় কালী' ব'লে	রামকৃষ্ণ রায় (মহারাজ)	২১৯
জয় নীলবসনা পদ্মাসনা	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	৮৪
জয়া, বল গো পাঠানো হবে না	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	৬৯
জয়া, যোগেন্দ্র-জয়া	এণ্টনী সাহেব	১৩৮

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
জাগায়ো না হর-জায়ায়	হরিনাথ মজুমদার (কান্দাল ফিকিরচাঁদ)	৬৮
জান না রে মন, পরম কারণ	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	১০১
জানি, জানি গো জননী	ঐ	১১১
জানি না কি ব'লে ডাকি তোরে	অজ্ঞাত	২১৪
জেনেছি জেনেছি তারা	রামদুলাল নন্দী (দেওয়ান)	২০৬
জেনেছি তোমারে তারা	বীরেশ্বর চক্রবর্তী	১০৬
ড		
ডুব দে মন কালী ব'লে	রামপ্ৰসাদ সেন	১৭৬
ঢ		
ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে	রামপ্ৰসাদ সেন	৯৩
ত		
তনয়ে তার তারিণি	রামলাল দাস দত্ত	১২৯
তবে নাকি উমার তত্ত্ব	রাম বসু	৩৯
তাই বলি মন	রামপ্ৰসাদ সেন	১৯১
তারা, এবার আমারে	কালিদাস ভট্টাচার্য্য	১২৯
তারা, কোন্ অপরাধে	নীলাধর মুখোপাধ্যায়	১১৩
তারা, তুমি কত রূপ	রঘুনাথ রায় (দেওয়ান)	৯৮
তারিণি, ভবরোগে ব্যথিত	রামচন্দ্র রায়	১৩০
তীর্থবাসী হওয়া মিছে	শম্ভুচন্দ্র রায় (কুমার)	২২১
তীর্থে কি হইবে ফল	ঈশ্বরচন্দ্র দাস	২২২
তুই যা রে, কি করিবি শমন	রামপ্ৰসাদ সেন	১৮৮
তুমি কখন কি রঞ্জে	অজ্ঞাত	১৯৪
তুমি কার কথায় ভুলেছ	রামপ্ৰসাদ সেন	১৬৭

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
তুমি তো মা ছিলে ভুলে	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	৪৯
তুমার ধবল হুদে	যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (মহারাজ)	৭৬
তোমার কি মা দুহুতে	প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়	১৮৬
তোমারি অনন্ত মায়া	শ্রীশচন্দ্র রায় (মহারাজ)	১৪৭
ত্বং নমামি পরাৎপরা	দর্পনারায়ণ কবিরাজ	১৪০
থ		
থাক, থাক, থাক—নয়ন-ধারা	হরিশচন্দ্র মিত্র	৩৭
দ		
দিও না আজ উমায় যেতে	রসিকচন্দ্র রায়	৭০
দিবা-নিশি ভাব রে মন	রামপ্রসাদ সেন	১৭৭
দুর্গা তোমার দুর্গা-দাসে	শম্ভুচন্দ্র রায় (কুমার)	১৩৭
দুর্গা-নামে রয় না জীবের	কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (পরিব্রাজক)	২১২
দেখে আয় তোরা	নবীনচন্দ্র সেন	৩৩
দেখে যা গো নগরবাগী	চণ্ডী (অন্ধ)	৫৭
দে মা তারা	রসিকচন্দ্র রায়	২০৬
দোষ কারো নয় গো মা	দাশরথি রায়	১৩২
ধ		
ধিয়া তাধিয়া নরমালী	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	৯৫
ন		
নন্দি, গিরি-নন্দিনী	দাশরথি রায়	৬১
নব জলধরকায়	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	৯৭
নবমী নিশি পোহাল	রূপচাঁদ পক্ষী	৬৬

বিষয়

লেখক

পৃষ্ঠা

নাচ গো আনন্দময়ী	যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (মহারাজ)	১৫২
নাচ কে রে দিগম্বরী	গৌরমোহন রায়	৭৮
নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে	অজ্ঞাত	৮১
নীলবরণী কে কামিনী	শ্যামাচরণ ব্রহ্মচারী	৮৪
নীলবরণী, নবীনা রমণী	শিবচন্দ্র রায় (মহারাজ)	৮৬

প

পড়িয়ে ভব-সাগরে	রঘুনাথ রায় (দেওয়ান)	১২৬
পারি না ক্ষ্যাপা মায়েরে	মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (প্রেমিক)	১৭৪
পুরবাগী বলে—‘উমার মা,	গদাধর মুখোপাধ্যায়	৩৮

ফ

ফাঁকি দিবে কি আমারে	রামপ্ৰসাদ সেন	২০৯
ফিরিয়ে নে তোর বেদের ঝুলি	মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (প্রেমিক)	১১৯
ফিরে এলে গিরি	রাম বসু	৫৫
ফিরে চাও গো উমা	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য	৭৩

ব

বদন তোল মদন-রিপু	অজ্ঞাত	২৩
বল গিরি, এ দেহে কি পুণ	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	১১
বল্ মা আমি দাঁড়াই	রামপ্ৰসাদ সেন	১১৭
বল মা তোমায়	রামকুমার নন্দী মজুমদার	২০২
বসিলেন মা হেমবরণী	দাশরথি রায়	৪৮
বাজ্বে গো মহেশের হৃদে	রামপ্ৰসাদ সেন	১৪৯
বাঁহা-ফলদাত্রী	নীলু ঠাকুর	১৪১
বার বার যে দুঃখ দিয়েছ	রামলাল দাস দত্ত	১৮৫

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বারে বারে কহ রাণি	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	২
বাসনাতে দাও আগুন ছেলে	নীলাদ্রর মুখোপাধ্যায়	১৬৩
বিঘণা এ কার নারী	মহাতাব্চাঁদ (মহারাজ)	৯০
বিঘমোজ্জ্বল জ্বালা বিভাসিত	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	৮০
বিহরে রণে কে রে বামা	নন্দকুমার রায় (মহারাজ)	৯৬
বুঝ না মন বুঝাইলে	রঘুনাথ রায় (দেওয়ান)	১৫৯
বোঝাব মায়ের ব্যথা	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	৬০
ব্যভারেতে জানা গেল	মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (প্রেমিক)	১১৮

ড

ভক্তি-ভাবে ডাকলে মায়ে	পুলিনবিহারী লাল	২০৫
ভবনে ভবানী পাইয়া	জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৫
ভবের আসা খেলব পাশা	রামপ্রসাদ সেন	১০৯
ভবে সেই সে পরমানন্দ	রামকৃষ্ণ রায় (মহারাজ)	২২০
ভয় কি শমন তোরে	নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী	১৮৯
ভাব না কালী	রামপ্রসাদ সেন	১৬৩
ভুবন ভুলাইলি মা	নন্দকুমার রায় (মহারাজ)	১৯৯
ভুবন ভুলালে রে কার কামিনী	হরেন্দ্রনারায়ণ রায় (মহারাজ)	৯৬
ভুবনেশুরী মার রূপে	শিবচন্দ্র সরকার	৮৮

ম

মজিল মন-ভ্রমরা	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	১০৫
মদ-মত্ত মাতঙ্গিনী	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	৭৯
মন, কবে সেবিবে কালী	রোহিণীকুমার বিদ্যাভষণ	১৬৫
মন, কি কর তত্ত্ব তারে	রামপ্রসাদ সেন	১৬০
মন, ক'রো না হেমাঙ্ঘরী	ঐ	১৭৫

বিষয়

লেখক

পৃষ্ঠা

কালে কালে কাল

কালিদাস (দ্বিজ)

১৫৮

কি ভুলে

রামদুলাল নন্দী (দেওয়ান)

১৫৮

ন, কেন রে ভাবিস্ এত

রামপুসাদ সেন

১৬৯

গরীবের কি দোষ আছে

ঐ

১৭৯

গরীবের কি দোষ আছে

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

১৭৯

ন, তুমি এ কালো মেয়ে

শম্ভুচন্দ্র রায় (কুমার)

১০৫

ন, তুমি কি পাগল হ'লে

শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়

১৯৩

ন, তোমার এই ভ্রম

রামপুসাদ সেন

১৬১

ন, তোর এত ভাবনা

ঐ

১৬২

ন, থাক তুমি চুপ্টি ক'রে

কৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায়

১৭১

ন পবনের নৌকা বটে

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

১৭২

ন, ভেব' নারে

রামকুমার নন্দী মজুমদার

১৬১

ন, ভেবেছ কপট ভক্তি

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

১৭১

ন যদি মোর ভুলে

রামকৃষ্ণ রায় (মহারাজ)

১৫৬

ন, যেতে চাও কেন

মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (প্রেমিক)

২২৩

ন রে কৃষিকাজ জান না

রামপুসাদ সেন

১৬৮

ন রে তোরে বলি

রামকুমার নন্দী মজুমদার

১৬৮

ন-সেতারে বাজা রে তার

গোবর্দ্ধন চৌধুরী

১৭০

ন, হারালে কাজের গোড়া

রামপুসাদ সেন

১৬৪

নরি বাসনা শ্যামা

দাশরথি রায়

১৫৫

নম ভূতের বেগার খেটে

রামপুসাদ সেন

১১৫

ঘমদ্বিনী-রূপে

রঘুনাথ রায় (দেওয়ান)

৮৫

আমায় ঘুরাবে কত

রামপুসাদ সেন

১১৪

আমার আনন্দময়ী

কেন্দারনাথ রায়

১৯২

আমার ভক্ত বই

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

১৮৭

ন, কি শুধুই শিবের সতী

রামপুসাদ সেন

১৯৫

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
মাগো তারা ও শঙ্করি	রামপুসাদ সেন	১১৩
মাগো, রজনী পুভাত	হরিনাথ মজুমদার	৭৪
	(কাদাল ফিকিরচাঁদ)	
মা তোমা নিদয়া ব'লে	পঞ্চানন তর্করত্ন	১৮৪
মা, তোমার নাইকো মায়া	দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার	১২১
মা ব'লে কাঁদিলে ছেলে	বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়	১২১
মা ব'লে ডাকিস্ না রে	নরচন্দ্র রায় (কুমার)	১২৩
মা বসন পর	রামপুসাদ সেন	৯৯
মায়ের মূর্ত্তি গড়াতে চাই	ঐ	৭৬
মা হরারাদ্যা তারা	নীলমণি পাটনী	২১৬
মিছা কাল আর	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	১৯১
য		
যশোদা নাচাতো গো মা	রামপুসাদ সেন	১৫০
যাও গিরিবর হে	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	১৫
যায় যায় দিন	রামকুমার নন্দী মজুমদার	১৬৬
যারে শমন এবার ফিরি	মৃজা হসেন আলী	১৮৮
যেও না, যেও না	নবীনচন্দ্র সেন	৬৫
যেও না রজনী,	মধুসূদন দত্ত	৬৪
যে ভাবে তারা-পদ	দাশরথি রায়	২২০
যে ভাল করেছ কালী	নরচন্দ্র রায় (কুমার)	১২০
যে হয় পাষাণের মেয়ে	ঐ	১২৩
র		
রঙ্গে নাচে রণ-মাঝে	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	৯৪
রজনী জননী, তুমি পোহায়ো না	অজ্ঞাত	৬৩

বিষয়

লেখক

পৃষ্ঠা

রাধা কমল রাধা করে
রাজার মেয়ে রাজনন্দিনী
রাণি গো, সুধু তোমারি

গিরিশচন্দ্র ঘোষ
তারিণীপুসাদ জ্যোতিষী
রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়

৮১
১০৪
২০*

শ

শক্তিমান মহামন্ত্র
শঙ্করি, কুরুণা কর
শরত কমলমুখে
শিব যদি মা
শিহরি মা মনে হ'লে
শুকনা তরু মুগুরে না
শুন গো রজনী

শ্যামাচরণ ব্রহ্মচারী
জগন্নাথপুসাদ বসু মল্লিক
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য
গিরিশচন্দ্র ঘোষ
ঐ
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য
হরিনাথ মজুমদার
(কাদ্দাল ফিকিরচাঁদ)

২০৪
১৩৬
৫০
১৯৪
৬২
১১০
৬৬

শুন রে মন-জমিদার
শুভ সপ্তমীতে শুভ যোগেতে
শোন্ রে মন
শ্যুশান তো ভালবাসিস্
শ্যুশান ভালবাসিস্ ব'লে
শ্যামাপূজা, কালীপূজা

অজ্ঞাত
হরু ঠাকুর
রামপুসাদ সেন
অশ্বিনীকুমার দত্ত
রামলাল দাস দত্ত
হরিনাথ মজুমদার
(কাদ্দাল ফিকিরচাঁদ)

১৭৩
৪৩
১৭৩
১৫৩
১৫২
২০২

শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি
শ্যামা মা কি এক কল

রামপুসাদ সেন
অজ্ঞাত*

১৮১
১৯৫

স

সকলি তোমারি ইচ্ছা
সজল নয়নে ভাসি

রামদুলাল নন্দী (দেওয়ান)
নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী

১৮২
১২৫

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সদানন্দময়ী কালী	কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	১০৪
সাধন-রূপ গ্রাবু খেলা	রসিকচন্দ্র রায়	১৬৭
সাধের ঘুমে ঘুম ভাঙ্গে না	রামপ্রসাদ সেন	১৫৭
সাবাস্ মা দক্ষিণা কালী	ঐ	১৯৩
সারাদিন করেছি মাগো	চন্দ্রনাথ দাস	১২৭
হ		
হবে কবে সেদিন ভবে	নৃসিংহদাস ভট্টাচার্য্য	১৪৭
হয়ে মা তুমি গিরীন্দ্র-বালিকা	হরিমোহন রায়	১৪৮
হর, কর অনুমতি	জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক	২৫
হৃদয়-রাস-মন্দিরে	নবাই ময়রা	১৪৯
হৃৎ-কমল-মঞ্চাসনে	রামকুমার পত্রনবিশ	২০৪
হৃৎ-কমল-মঞ্চে দোলে	রামপ্রসাদ সেন	২০০
হৃৎ-কমলে চিন্তা কর	জগদ্বন্ধু তর্কবাগীশ	১৭৫
হের হর-মনোমোহিনী	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	৭৭
হেলায় আমি যাব ত'রে	কালীপ্রসন্ন ঘোষ	২০৭

ভূমিকা

মন ও ইন্দ্রিয় নির্গুণ ব্রহ্মের ধারণা করিতে পারে না। তাই নির্গুণ ব্রহ্ম উপাসনার বিষয়ীভূত নহেন। সগুণ ব্রহ্মেরই উপাসনা হইয়া থাকে। বেদান্তসারে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে, সগুণ ব্রহ্ম-বিষয়ক যে মানস-ব্যাপার, তাহারই নাম উপাসনা। বাঙ্গালীর এই মানস-ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য করিলে বলিতে হয়, কালী ও কৃষ্ণ সেখানে প্রায় সর্বব্যাপক হইয়া বিরাজ করিতেছেন। “কলৌ কালী কলৌ কৃষ্ণঃ কলৌ গোপালকালিকা।”—তন্ত্রের এই নির্দেশ বাঙ্গালার হিন্দু যেমন নিবিষ্ট মনে মানিয়া লইয়াছে, ভারতের আর কোন প্রদেশের হিন্দু তেমন পারে নাই।

কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলি। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর কৃষ্ণ-প্রীতি বা কৃষ্ণ-ভক্তির পরিচয় প্রদান-প্রসঙ্গে তাঁহার ‘কৃষ্ণ-চরিত্র’ পুস্তকের একস্থানে লিখিয়া গিয়াছেন—“সকল মুখে কৃষ্ণনাম। কাহারও গায়ে দিবার বস্ত্রে কৃষ্ণনামাবলি, কাহারও গায়ে কৃষ্ণনামের ছাপ। কেহ কৃষ্ণনাম না করিয়া কোথাও যাত্রা করেন না ; কেহ কৃষ্ণনাম না লিখিয়া কোন পত্র বা কোন লেখাপড়া করেন না। বনের পাখী পুষিলে তাহাকে ‘রাধে কৃষ্ণ’ শিখাই। কৃষ্ণ এদেশে সর্বব্যাপক।”—বঙ্কিমবাবুর এ বিবৃতি অবশ্য অসত্য নহে, কিন্তু এই সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহার ঐ উক্তির মধ্যে যে-সব স্থানে ‘কৃষ্ণ’ শব্দ আছে, সেই সকল স্থানে যদি ‘দুর্গা’ বা ‘কালী’ শব্দ প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলেও কিছুমাত্র অসঙ্গত হয় না। কৃষ্ণ-পূজার প্রচার ও প্রভাব বাঙ্গালা দেশে যেমন, বাঙ্গালার বাহিরে অন্য কোথাও যে তেমন

নাই, তাহা নহে। মথুরা ও বৃন্দাবনকে অনেকে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-নিকেতন বলিয়া মনে করে। উড়িষ্যা ও মাদ্রাজ অঞ্চলের নানা স্থানেও বঙ্গদেশের অনুরূপ কৃষ্ণোপাসনার ব্যাপ্তি দেখা যায়। এদেশের মতন ঘটী করিয়া জন্ম্যষ্টমী, ঝুলন, রাস ও দোলযাত্রা অন্য অনেক দেশেও হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ষে বর্ষে অপরূপ সমারোহে দুগোৎসব করিয়া বাঙ্গালার হিন্দুর মতন জীবন সার্থক করিতে আর কোনও প্রদেশের হিন্দুকে দেখা যায় না। শ্যামা ও জগদ্ধাত্রীর মূর্তি গড়িয়া যে-পূজা আমরা প্রতি বৎসর করিয়া থাকি, তাহার প্রবর্তকও বাঙ্গালী সাধক। মহাশক্তির এ-ভাবে আরাধনার আয়োজন ও অনুষ্ঠান অপর কোনও জাতি করিতে জানে না। কাজেই বলিতে হয়, শ্রীভগবানকে মাতৃভাবে সাজাইয়া মাতৃভাবাসক্তির পরম পরিতৃপ্তি বাঙ্গালী যেমন লাভ করিয়াছে, তেমন তৃপ্তি-লাভ ভারতবর্ষের আর কোনও প্রদেশের কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। বাঙ্গালীর মতন ‘মা’ বলিয়া ডাকিতে পৃথিবীর আর কোনও জাতি পারে নাই—বুঝি বা পারিবেও না। মাকে মেয়ে সাজাইয়া যে-সব খেলা এদেশের ভক্ত ও সাধকেরা খেলিয়াছে, তাহার নিদর্শনও অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় না। তাই আগমনী ও বিজয়ার গান কেবল বাঙ্গালীই রচনা করিতে পারিয়াছে; আর কোনও জাতি পারে নাই। বাঙ্গালা ভাষা-ভাণ্ডারের ইহা এক অমূল্য সম্পদ। শুধু আগমনী ও বিজয়া কেন?—রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতির রচিত অন্য প্রকার শক্তি-বিষয়ক সঙ্গীতও ভাবের গোরবে ও গঠনের সৌন্দর্য্যে বাঙ্গালা ভাষার এক অপূর্ব এবং অনুপম সামগ্রী। বৈষ্ণব সঙ্গীতের ন্যায় ইহাও বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা অংশ সমুজ্জ্বল

করিয়া রাখিয়াছে। রামেন্দ্রসুন্দর একবার বলিয়াছিলেন—
“আধুনিক সাধু শব্দবহুল সাহিত্যের পোনের আনা লুপ্ত হইলে
আমরা সবিশেষ দুঃখিত হইব না ; কিন্তু চণ্ডীদাসের অথবা
রামপ্রসাদের গানের যদি কেহ সাহিত্য হইতে নিব্বাসন ব্যবস্থা
করিতে চাহেন, আমরা ক্ষমতা পাইলে তাঁহাকে তুম্বানলে
পোড়াইয়া মারিব।”

বৈষ্ণব সঙ্গীত-সাহিত্যে চণ্ডীদাসের যে আসন, শাক্ত-সঙ্গীত-
সাহিত্যে রামপ্রসাদেরও ঠিক সেই আসন। শাক্ত-সঙ্গীতের
সূত্রপাত এদেশে কবে হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারণ
করা অবশ্য কঠিন। তবে রামপ্রসাদই যে এ ক্ষেত্রে সর্বগ্রাণ্য,
সে বিষয়ে সংশয় নাই। চণ্ডীদাস শক্তিসেবক ছিলেন, কিন্তু
তাঁহার রচিত কোনও শক্তি-বিষয়ক গান দেখিতে পাওয়া যায় না।
বিদ্যাপতিও ছিলেন শাক্ত। তাঁহার সম্বন্ধে ঠাকুরদাস মুখো-
পাধ্যায় মহাশয়ের রচিত “শারদীয় সাহিত্য” নামক পুস্তকের
একস্থানে আছে—“তাঁহার রচিত শিব ও শক্তি-বিষয়ক কয়েকটি
পদ আছে, মিথিলায় তাহা সচরাচর গীত হইয়া থাকে ; সে
পদের নাম ‘নাচাড়ী’। কিন্তু বিদ্যাপতি রচিত রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক
পদাবলীর তুলনায় তাঁহার ‘নাচাড়ী’ গীত সংখ্যায় অতীব অল্প
এবং কবিত্বেও নিকৃষ্ট।”—যদিও বাঙ্গালা দেশের অনেক স্থলেই
বিদ্যাপতি-প্রণীত ‘দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিনী’র মতানুযায়ী দুর্গোৎসব
এখনও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাঁহার ঐ সকল গান আমরা
দেখি নাই এবং বঙ্গদেশে তাহার প্রচলনও নাই। কবিকঙ্কণ-
চণ্ডীর অনেক স্থলে চণ্ডী-স্তব আছে, কিন্তু সেগুলিকে কোনক্রমে
গান বলা চলে না। এ বিষয়ে প্রথম বাঙ্গালা গান কে রচনা

করিয়াছিলেন, তাহা বলিতে না পারিলেও, এ কথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে, শ্যামা মাকে ডাকিবার ভাব, ভাষা ও সুরের জন্য রামপ্রসাদের নিকট আমরা যতটা ঋণী, তত আর কাহারও নিকট নহে। ‘প্রসাদী সুর’ রামপ্রসাদের এক অপূর্ব সৃষ্টি। মাতৃভাবাসক্তি-প্রকাশের এমন মন-মাতানো শক্তি আর কোনও সঙ্গীতে আছে কিনা, জানি না। কথিত আছে, নবাব সিরাজদ্দৌল্লা এক সময় দূর হইতে তাঁহার সঙ্গীত শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিকটে আনাইয়া গান করিতে বলেন। নবাবের প্রীতিকর হইবে ভাবিয়া রামপ্রসাদ তখন হিন্দী খেয়াল গাহিতে আরম্ভ করিলে নবাব তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বলিয়াছিলেন—“না, না, ও গান নয়; পূর্বের ‘কালী কালী’ শব্দে যেমন গাহিতেছিলে, তেমনি গান গাও।” বাস্তবিক বাঙ্গালীর রস-কীৰ্ত্তনের ন্যায় ইহাতেও এক বৈশিষ্ট্য আছে। যেন বাঙ্গালীর কণ্ঠ ও ভাবাদ্রুতা ভিনু ইহা গান করা সম্ভবপর নহে।

রামপ্রসাদই বোধ হয় বাঙ্গালায় প্রথম ও প্রধান কবি ও সাধক, যিনি বঙ্গসাহিত্যে শ্যাম ও শ্যামার সমন্বয় ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ পুস্তকের একস্থানে লিখিয়াছেন—“রামপ্রসাদ বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ছিলেন।” কিন্তু “কালী হলি মা রাসবিহারী—নটবর বেশে বৃন্দাবনে,” “ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম—সকল আমার এলোকেশী” প্রভৃতি স্মধুর সমন্বয়ের গান যিনি রচিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে ‘বৈষ্ণব-বিদ্বেষী’ বলিলে অন্যায় ও অসঙ্গত হয়। কোনও কিছুই বহিরঙ্গের ব্যাপার লইয়া রঙ্গ-ব্যঙ্গ করিলে তাহাকে বিদ্বেষের পরিচায়ক মনে করা ভুল।

যাহা হউক, পরে ঐ ভাব-সমন্বয়ের দ্বারা ধরিয়া সাধক কমলাকান্ত গান করিয়া গিয়াছেন—

“জান না রে মন, পরম কারণ,
কালী কেবল মেয়ে নয়।
সে যে মেঘেরই বরণ করিয়ে ধারণ,
কখন কখন পুরুষ হয়।”

এই পরম কারণটা যে কি ও কেমন, তাহা বুঝিতে না পারিলে শ্যাম-শ্যামার রূপ-বর্ণনা, ভেদ ও সাম্যভাব ঠিক-মত উপলব্ধি হওয়া সম্ভবপর নহে। সংক্ষেপে বুঝাইতে গেলে বলিতে হয় যে, জগন্মাতৃত্ব এবং জগৎপিতৃত্ব এই উভয় শক্তি-সমন্বিত স্বপ্রকাশ চৈতন্য-সমুদ্রের নামই পরম কারণ। যখন পিতৃত্ব-শক্তির মধ্য দিয়া সেই স্বপ্রকাশ পদার্থ লক্ষিত হন, তখন তাঁহাকে জগৎ-পিতা পরমেশ্বর এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। আর কেবল মাতৃত্বের আশ্রয় লইয়া যখন সেই চিন্ময় সমুদ্রের দিকে লক্ষ্য করা হয়, তখন তাঁহাকে জগন্মাতা বা পরমেশ্বরী বলা হয়,—কালী, দুর্গা, তারা প্রভৃতিও তাঁহারই নাম। ইহা আমাদের মন-গড়া কথা নহে। আর্য্যশাস্ত্রের সর্বত্রই এই তত্ত্ব-নির্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা বলেন, তন্ত্রশাস্ত্র বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিরোধী, তাঁহারা অজ্ঞতাবশতঃই উহা বলিয়া থাকেন। স্মরণ রাখিতে হইবে,—‘সর্বেষাং কৃষ্ণমন্ত্রণাং দুর্গাধিষ্ঠাত্রী দেবতা’—এই তন্ত্র-নির্দেশই প্রত্যেক বৈষ্ণব আচার্য্য-কর্তৃক দীক্ষাদান-কালে উপদিষ্ট হইয়া থাকে। তন্ত্রশাস্ত্রে ভেদ-জ্ঞানের খুবই নিন্দা আছে। রূপভেদ, নামভেদ, মন্ত্রভেদ প্রভৃতির সৃষ্টি

কেবল উপাসকগণেরই সুবিধার জন্য। “সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা”—ইহা তত্ত্বেরই কথা।

ভগবান্ বাক্য-মনের অগোচর (‘অবাঙ্মনসগোচরম্’); অথচ তিনি রসস্বরূপ—“রসো বৈ সঃ”। এই রসস্বরূপ আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বর কেবলমাত্র আত্ম-অনুভূতির যোগ্য। তাঁহার এই আনন্দ-স্বরূপকে উপাসনার বিষয়ীভূত করিলে তবে ঐ আনন্দ আমাদের বাক্যমনোবুদ্ধির গোচর হইয়া থাকে। এই উপাসনার মূল ভিত্তি সাধকের হৃদ্যগত ভাব। অর্থাৎ সাধকের ভাব-রসের দ্বারা, ভক্তি ও আসক্তির প্রলেপের দ্বারা তিনি আকারিত হন। তিনি রসের মূর্তি—ভাবের ঠাকুর। সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—“সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে!” এখানে এই ভাব জিনিষটা কি?—যাহার সাহায্যে ভগবানের সহিত মমত্বের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তাহাই ভাব। ভাব বলে, তুমি বিশ্বের হইলেও আমার একান্ত আপনার জন—আমার নিজস্ব নিধি। পরমহংসদেবও বলিতেন—“ভাব কি জান? তাঁর (ঈশ্বরের) সঙ্গে একটা সম্বন্ধ রাখা—এর নাম।”—এই সম্বন্ধ-আরোপই আবার ভক্তি-সাধনের প্রথম কথা। যে নাম ও রূপ লইয়া ভক্তিশাস্ত্রের উন্মেষ, সেই নাম ও রূপ ঐ ভাবের বেদীর উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই সব কথা বুঝিতে না পারিলে হিন্দুর দেবদেবীর উপাসনা-তত্ত্ব বুঝা যাইবে না, হিন্দুর পূজা-পার্বণের মর্ম্ম ও বুঝা যাইবে না, আর আমাদের বৈষ্ণব পদাবলী ও অধিকাংশ শাক্ত সঙ্গীতের রস-উপলব্ধিও সম্ভবপর হইবে না। মনে রাখিতে হইবে, ভাব ও ভক্তিই উপরি-উক্ত পদার্থ কয়টির প্রাণ, এবং উহাদেরই প্রভাবে আমাদের জাতীয় চরিত্র গঠিত হইয়াছে।

ব্রহ্মকে মাতৃরূপে উপাসনার ভিতর যে ভাব আছে, তাহা যাঁহারা জানেন না, বাঙ্গালীর সাধন-কাণ্ডের কোনও সংবাদ না রাখিয়া যাঁহারা খ্রীষ্টান পণ্ডিতগণের গবেষণানুসারে দুর্গা-কালী-শিব-পূজা প্রভৃতিকে অসত্য বর্বর অনার্য্য জাতিদিগের ভূত-পূজার আকারান্তর মাত্র মনে করেন, শক্তি-বিষয়ক সঙ্গীতে তাঁহারা কোনও রস বা কবিত্ব দেখিতে পাইবেন কিনা সন্দেহের বিষয়। তবে ভরসার কথা এই যে, পুরুষানুক্রমে আমরা মা বলিয়া আসিতেছি, সে পৈতামহ সংস্কার (Heredity) আমাদের প্রকৃতির সহিত গাঁথা আছে,—তাহা তো ছাড়িবার নহে। মনে পড়ে, বঙ্কিমচন্দ্র একবার লিখিয়াছিলেন—“একদিন বর্ষাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে বসিয়াছিলাম। প্রদোষকাল—প্রস্ফুটিত চন্দ্রালোকে বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগীরথী লক্ষ বীচিবিক্ষেপশালিনী—মৃদু পবন-হিল্লোলে তরঙ্গ-ভঙ্গ-চঞ্চল চন্দ্রকরমালা লক্ষ তারকার মত ফুটিতেছিল ও নিবিতেছিল। যে বারাণ্ডায় বসিয়াছিলাম, তাহার নীচে দিয়া বর্ষার তীব্রগামী বারিরাশি মৃদু রব করিয়া ছুটিতেছিল। আকাশে নক্ষত্র, নদী-বক্ষে নৌকায় আলো, তরঙ্গে চন্দ্ররশ্মি। কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হইল। মনে করিলাম, কবিতা পড়িয়া মনের তৃপ্তি সাধন করি। ইংরেজি কবিতায় তাহা হইল না। ইংরেজির সঙ্গে এ ভাগীরথীর ত কিছুই মিলে না। কালিদাস, ভবভূতিও অনেক দূরে। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র—তাহাতেও তৃপ্তি হইল না। চুপ করিয়া রহিলাম। এমন সময়ে গঙ্গা-বক্ষ হইতে সঙ্গীত-ধ্বনি শুনা গেল। জেলে জাল বাহিতে বাহিতে গাহিতেছে

“সাধো আছে মা মনে,
দুর্গা ব'লে প্রাণ ত্যজিব
জাহ্নবী-জীবনে।”

তখন প্রাণ জুড়াইল—মনের সুর মিলিল—বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালীর মনের আশা শুনিতে পাইলাম—এ জাহ্নবী-জীবনে দুর্গ। বলিয়া প্রাণ ত্যজিবারই বটে, তাহা বুঝিলাম। তখন সেই শোভাময়ী জাহ্নবী, সেই সৌন্দর্য্যময় জগৎ, সকলই আপনার বলিয়া বোধ হইল—এতক্ষণ পরের বলিয়া বোধ হইতেছিল।”

—বাস্তবিক বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালীর প্রাণের সুর, মনের আশা, হৃদয়ের ভাব শুনিতে হইলে শান্ত সঙ্গীতের মত আর কিছু আছে কিনা, জানি না। মা-গঙ্গার পলিমাটি স্তরে স্তরে সাজাইয়া বাঙ্গালাদেশ হইয়াছে; যেন মাতৃস্নেহ স্তর-বিন্যস্ত হইয়া এই দেশকে জাগাইয়া তুলিয়াছে। সেই মায়ের গড়া দেশে মায়ের ছেলেরা যুগে যুগে সাধনার প্রভাবে মাতৃনাম কত রকমে উচ্চারণ করিয়াছে, মায়ের লীলা কেমন অনন্ত মাধুরী মাখাইয়া প্রচার করিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বাঙ্গালার পাঠক-বর্গকে সেই অনির্বচনীয় মাধুরী-মাখা গানের কথঞ্চিৎ পরিচয়-প্রদান-উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইল।

বৈষ্ণব সঙ্গীতের সঙ্কলন- বা সঙ্কয়ন-গ্রন্থ এদেশে অনেক কাল হইতে অনেকেই রচনা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু শান্ত সঙ্গীতকে ভাব-হিসাবে শ্রেণী-বিভাগে সাজাইয়া কোনও গ্রন্থ-প্রকাশের চেষ্টা এ পর্য্যন্ত কেহ করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। এ গ্রন্থখানি সেই রূপ চেষ্টারই ফল। ইহার আগমনী ও বিজয়ার গানগুলি ঘটনার পারস্পর্য্য-অনুসারে সাজানো হইয়াছে। পর্য্যায়ক্রমে সে সব গান পড়িয়া গেলে পাঠক তাহাতে কতকটা নাটকীয় রস উপভোগ করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

শান্তি-বিষয়ক সঙ্গীত আমাদের ভাষা-ভাণ্ডারে যে কত আছে,

তাহা ঠিক করিয়া বলা অসাধ্য ব্যাপার। আমি যাহা পাইয়াছি, তাহার সংখ্যা সাড়ে তিন হাজারেরও কিছু বেশী হইবে। এ সমস্ত গান যাঁহারা রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের নাম জানিতে না পারিলেও অধিকাংশেরই জানিয়াছি। সে নামের সংখ্যাও দেড় শতাধিক হইবে। ইঁহারা সকলেই পরলোকগত। কোনও জীবিত ব্যক্তির গান এ গ্রন্থে নাই। বাছিয়া বাছিয়া সর্বশুদ্ধ ২৯৮টি গান ইহাতে দিয়াছি। তন্মধ্যে ১৩টি গানের রচয়িতা কে, জানিতে পারি নাই। অবশিষ্ট সঙ্গীতগুলি ১০৮ জনের রচনা। তাঁহাদের নাম এই গ্রন্থের গানের সূচীপত্রে, সঙ্গীতের সঙ্গে এবং পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে। এই সঙ্গীত-নির্ব্বাচনে দোষ-ত্রুটি থাকিতে পারে; এ নির্ব্বাচন যে সকলের ভাল লাগিবে, এমনও আশা করি না। তবে নির্ব্বাচন যাহাতে ভাল হয়, সে পক্ষে যত্ন ও পরিশ্রমের ত্রুটি করি নাই।

এই গ্রন্থ সম্পাদন-কালে আমার সৌদরপ্রতিম সুহৃদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রী মহাশয় নানারূপ সুপারামর্শ দিয়া আমার উপকার করিয়াছেন। কিন্তু এজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম না। কারণ, তাঁহার সহিত আমার যে প্রীতির সম্বন্ধ, তাহাতে ধন্যবাদ দেওয়া বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা শোভন হইবে বলিয়া মনে করি না। ইতি—

দশহরা।

৮ই আষাঢ়, ১৩৪৯

কলিকাতা

শ্রীঅগরেন্দ্রনাথ রায়

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

প্রথম সংস্করণের সাতটি গান বর্জন করিয়া তৎ-পরিবর্তে
আঠারটি নূতন সঙ্গীত এই সংস্করণে সংযোজিত হইল।

মহালয়া
১৮ই আশ্বিন, ১৩৫২
কলিকাতা

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়

চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপন

পরলোকগত বিভিন্ন ভক্ত কবির রচিত ছাব্বিশটি শ্যামা-
সঙ্গীত এই সংস্করণে নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে।

মহালয়া
২রা আশ্বিন, ১৩৫৯
কলিকাতা

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়

শাক্ত পদাবলী

বাল্যলীলা

১

আমার উমা সামান্য মেয়ে নয় ।

গিরি, তোমারি কুমারী—তা নয়, তা নয় ॥

স্বপ্নে হা দেখিছি গিরি, কহিতে মনে বাসি ভয় ।

ওহে কার চতুর্ভুজ, কার পঞ্চমুখ, উমা তাঁদের মস্তকে রয় ॥

রাজ-রাজেশ্বরী হয়ে হাস্য বদনে কথা কয় ।

ও কে গরুড়-বাহন কালো বরণ, যোড় হাতেতে করে বিনয় ॥

প্রসাদ ভণে, মুনিগণে যোগ ধ্যানে যাঁরে না পায় ।

তুমি গিরি ধন্য ! হেন কন্যা পেয়েছ কি পুণ্য উদয় ॥

রামপ্রসাদ সেন

২

গিরিবর, আর আমি পারিনে হে, প্রবোধ দিতে উমারে ।

উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন্যপান,

নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে ॥

অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী,

বলে উমা, ধরে দে উহারে ।

কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি,

মায়ে ইহা সহিতে কি পারে ?

* যা দেখেছি ।

১

শান্ত পদাবলী

আর আর মা মা বলি, ধরিয়ে কর-অঙ্গুলি,
 যেতে চায় না জানি কোথারে ।
 আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কি রে ধরা যায়,
 ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে ॥
 উঠে বসে গিরিবর, করি বহু সমাদর
 গৌরীয়ে লইয়া কোলে করে ।
 সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা, এই লও শশী,
 মুকুর লইয়া দিল করে ॥
 মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ,
 বিনিদ্রিত কোটি শশধরে ।
 শ্রীরামপ্রসাদে কয়, কত পুণ্য পুঞ্জচয়,
 জগত-জননী যার ঘরে ।
 কহিতে কহিতে কথা, স্নানদ্রিতা জগন্নাথ,
 শোয়াইল পালঙ্ক-উপরে ॥

রামপ্রসাদ সেন

৩

আর জাগাস্ নে মা জয়া, অবোধ অভয়া,
 কত করে' উমা এই ঘুমাল ।
 মা জাগিলে একবার, ঘুমপাড়ানো ভার—
 মায়ের চঞ্চল স্বভাব আছে চিরকাল ।
 কাল উমা আমার এল সন্ধ্যাকালে,
 কি জানি কি রূপে ছিল বিলম্বমূলে,

বিল্বমূলে স্থিতি করিয়ে পার্বতী
জাগিয়ে যামিনী পোহাল ।

উপরোধ উমা এড়াতে না পেরে,
সারাদিন বেড়ায় প্রতি ঘরে ঘরে ;
সন্ধ্যা বেলা অবশ হল ঘুমের ঘোরে—
মায়ের মুখের পান মুখে রহিল ।

• উমার সঙ্গে জয়া যদি কর্বি খেলা
খেল্বি গো জয়া জাগিলে মঙ্গলা,
দ্বিজ রাধিকা বলে, উমা না জাগিলে,
জগতে কে জাগিবে বল !

রাধিকাপুস্তু

8

চঞ্চল চরণে চলে অচলনন্দিনী,
তরুণ অরুণ যেন চরণ দু'খানি ।
জননীর হাত-ধরা, হাঁটিছে সুধা-অধরা,
আনন্দে অধীর ধরা, ধন্য ধন্য গণি ॥
অচিন্ত্যাব্যক্তরূপিণী, ভজ মন অনুমানি,
হিমালয়েরি আলয়ে পরব্রহ্মসনাতনী ।
সব সখী সঙ্গে খেলে, কালী কালী বলে,
কালিকে গিরি-বালিকে হয়েছেন আপনি ॥

কালিদাস চট্টোপাধ্যায় (কালী মিজা)

আগমনী

প্রথম স্তবক

৫

গিরি, গণেশ আমার শুভকারী ।
 নিলে তার নাম, পূর্ণ মনস্কাম,
 সে আইলে—গৃহে আসেন শঙ্করী ।
 বিল্ববৃক্ষ-মূলে করিব বোধন,
 গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন ;
 ঘরে এলে চণ্ডী, শুন্বো আমরা চণ্ডী,
 আস্বে কত দণ্ডী, যোগী, জটধারী ॥

অষ্টাত

৬

আমার মনে আছে এই বাসনা—
 জামাতা সহিতে আনিবে দুহিতে,
 গিরিপুরে কর্বে শিব-স্থাপনা ।
 ঘর-জামাতা করে রাখ্বে কৃতিবাস,
 গিরিপুরে কর্বে দ্বিতীয় কৈলাস ।
 হর-গৌরী চক্ষে হের্বে বার মাস,
 বৎসরান্তে আনুতে যেতে হবে না ।
 সপ্তমী, অষ্টমী, পরে নবমীতে মা যদি আসে,
 হর আস্বে দশমীতে ।
 বিল্বপত্র দিয়ে পূজ্বে ভোলানাথে,
 ভুলে রবে ভোলা, যেতে চাইবে না ॥

অষ্টাত

গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না ।
 বলে বল্বে লোকে মন্দ, কারো কথা শুন্বো না ॥
 যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়—
 এবার মায়-ঝিয়ে কর্বে বাগড়া, জামাই বলে মান্বে না ॥
 দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,
 শিব মশানে মশানে ফিরে, ঘরের ভাবনা ভাবে না ॥

রামপ্রসাদ সেন

গিরি, গৌরী আমার এল কৈ ?
 ঐ যে সবাই এসে, দাঁড়ায়েছে হেসে,
 (শুধু) সুরামুখী আমার প্রাণের উমা নেই !
 সুনীল আকাশে ঐ শশী দেখি,
 কৈ গিরি, আমার কৈ শশিমুখী ?
 শেফালিকা এল উমার বর্ণ মাখি',
 বল বল, আমার কোথা বর্ণময়ী ?
 নির্ঝরিতীর জল, হ'ল নিরমল,
 ঐ এল হেসে শান্ত শতদল,
 শতদলবাসিনী কোথায় আমার বল ?
 (ওরা) তেমনি চেয়ে আছে—
 কেবল তারা নেই ।

শান্ত পদাবলী

শরতের বায়ু যখন লাগে গায়,
উমার স্পর্শ পাই, প্রাণ রাখা দায়,
যাও যাও গিরি, আনগে উমায়,
উমা ছেড়ে আমি কেমন ক'রে রই !

গোবিন্দ চৌধুরী

৯

আমি কি হেরিলাম নিশি-স্বপনে !
গিরিরাজ, অচেতনে কত না ঘুমাও হে ।
এই এখনি শিয়রে ছিল, গৌরী আমার কোথা গেল হে,
আধ আধ না বলিয়ে বিধু-বদনে !
মনের তিমির নাশি, উদয় হইল আসি,
বিতরে অমৃতরাশি স্নললিত বচনে ।
অচেতনে পেয়ে নিধি, চেতনে হারিলাম গিরি হে !
ধৈর্য না ধরে মম জীবনে ॥
আর শুন অসম্ভব---চারিদিকে শিবা-রব হে !
তার মাঝে আমার উমা একাকিনী শ্মশানে ।
বল কি করিব আর, কে আনিবে সমাচার হে !
না জানি মোর গৌরী আছে কেমনে !
কমলাকান্তের বাণী, পণ্যবতী গিরিরাণি গো,
যে রূপ হেরিলে তুমি অনায়াসে শয়নে ।
ও পদ-পঙ্কজ লাগি, শঙ্কর হৈয়েছে যোগী গো ।
হর হৃদি-মাঝে রাখে অতি যতনে ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

কাল স্বপনে শঙ্করী-মুখ হেরি কি আনন্দ আমার
 হিমগিরি হে, জিনি অকলঙ্ক বিধু, বদন উমার ॥
 বসিয়ে আমার কোলে, দশনে চপলা খেলে ;
 আধ আধ মা বলে বচন সুধাধার ;
 জাগিয়ে না হেরি তারে, প্রাণ রাখা ভার ।
 গিরিরাজ, ভিখারী সে শূলপাণি, তাঁরে দিয়ে নন্দিনী,
 আর না কখন মনে কর একবার ।
 কেমন কঠিন বল হৃদয় তোমার ॥
 কমলাকান্তের বাণী, শুন হে শিখরমণি,
 বিলম্ব না কর আর হে, গৌরী আনিবার ।
 দূরে যাবে সব দুঃখ, মনেরি আন্ধার, গিরিরাজ ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

গিরি, গৌরী আমার এসেছিল ।
 স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে,
 চৈতন্যরূপিণী কোথা লুকালো ॥
 কহিছে শিখরী, কি করি অচল,
 নাহি চলাচল, হ'লাম হে অচল,
 চঞ্চলার মত জীবন চঞ্চল,—
 অঞ্চলের নিধি পেয়ে হারালো ॥

শাস্ত্র পদাবলী

শিব-নিন্দা শুনে, সেই অভিমানে,

প্রাণ ত্যজিলেন দক্ষালয়ে ।

আমি সেইটে করি ভয়, বি-জামাই আনতে হয়,

এসো কৈলাসবাসীদের সব নিমন্ত্রণ কোরে ।

নিশি সুপ্রভাতে, শুভ ঘটীতে শুভক্ষণ সময়—

কোরে সঙ্কল্প, ঘটীর করুনা, কোল্লেন হিমালয় ॥

বলে পাষণকে রাণী, সবিনয় বাণী,

আনতে যাও ঈশানী, মেয়ে দুঃখিনীর মেয়ে ।

আমি দেখেছি স্বপন, যেন উমাধন

আশাপথ রয়েছেন চেয়ে ॥

আছে কন্যা-সন্তান যার, দেখতে হয়, আনতে হয়,

সদাই দয়ামায়া ভাবতে হয় হে অন্তরে ।

কোরবো চণ্ডীর বোধন বিন্দুমূলে ।

দণ্ডিগণ পড়বে চণ্ডী, পাব চণ্ডী চণ্ডীর ফলে ।

ঘটে চণ্ডী, পটে চণ্ডী, স্থানে স্থানে মঙ্গলচণ্ডী,

চণ্ডীর কল্যাণে ।

পাব চণ্ডীর ফলাফল, হবে না বিফল ,

আসবেন মঙ্গলচণ্ডী সুমঙ্গলে ॥

কন্যার মায়াছলে, ত্রিজগৎ ভোলে,

দেখলে আনন্দ হয়, নিরানন্দ যায়

সদানন্দের মন ভুলালে ॥

শিবের নয়নের তারা ত্রৈলোক্যতারা,

দুঃখ-পাসরা ত্রিনয়নী শিব-মোহিনী,

গৌরীর আত্মাকারী শিব,
নামে তরে জীব, ভবতারিণী ভবানী ॥
আমার এমন বি-জামাই, জন্মে জন্মে যেন পাই,
সদাই পূজা করি, আমার মানস অন্তরে ॥

রাম বসু

১৫

বল গিরি, এ দেহে কি প্রাণ রহে আর,
মঙ্গলার না পেয়ে মঙ্গল সমাচার ।
দিবানিশি শোকে সারা, না হেরিয়া প্রাণ-তারা,
বৃথা এই আঁখি-তারা, সব অন্ধকার ।
খেদে ভেদ হয় মর্গ, মিছে করি গৃহে কৰ্ম্ম,
মিছে এ সংসার-ধৰ্ম্ম, সকলি অসার ।
তুমি তো অচল পতি, বল কি হইবে গতি,
ভিক্ষা করে ভগবতী কুমারী আমার ।
বাঁচি বল কার বলে, দুঃখানলে মন জ্বলে,
ডুবিল জলধি-জলে প্রাণের কুমার ।
ত্রিজগতে নাহি অন্যে, একমাত্র সেই কন্যে,
না ভাব তাহার জন্যে তুমি একবার !

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

ওহে গিরিরাজ, গৌরী অভিমান করেছে।

মনোদুঃখ নারদে কত না কয়েছে—
দেব দিগম্বরে সঁপিয়া আমারে, মা বুঝি নিতান্ত পাসরেছে ॥
হরের বসন বাঘছাল, ভূষণ হাড়মাল, জটায় কাল-ফণী দুলিছে।
শিবের সম্বল ধুতুরারি ফল, কেবল তোমারি মন ভুলেছে ॥
একে সতীনের জ্বালা, না সহে অবলা, যাতনা প্রাণে কত সয়েছে।
তাহে সুরধুনী, স্বামী-সোহাগিনী, সদা শঙ্করের শিরে রয়েছে ॥
কমলাকান্তের নিবেদন ধর, এ কথা মোর মনে লৈয়েছে।
তুমি শিখরমণি, তোমার নন্দিনী, ভিখারীর ভিখারিণী হয়েছে ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

কৈলাস-সংবাদ শুনে, মরি হে পরাণে।
কি কর হে গিরিবর, যাও যাও, এস জেনে।
সুখে রাখিতে সংসার, উমা প্রতি দিয়া ভার,
সার করি' যোগাচার, শিব নাকি আছেন শ্মশানে।
যোগাচারী হেরে হরে, সকলেতে যোগ ক'রে,
শিবের বৈভব হ'রে ল'য়ে গেছে স্থানে স্থানে;
(ঐ দেখ) শশী গগনমণ্ডলে, সুরধুনী ধরাতলে,
ফণিগণ গেছে পাতালে, অনল নিবিড় বনে।

শিবের স্বভাব দেখিয়ে, ভেবে ভেবে কালী হ'য়ে,
উমা আমার রাজার মেয়ে, পাগলিনী অভিমানে,
সেজে বিপরীত সাজ, বিরাজে ত্যজিয়ে লাজ,
কি শুনি দারুণ কাজ, মাতিয়াছে সুধাপানে ॥*

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

১৮

কবে যাবে বল গিরিরাজ, গৌরীরে আনিতে ?
ব্যাকুল হৈয়েছে প্রাণ উমারে দেখিতে হে ।
গৌরী দিয়ে দিগম্বরে, আনন্দে রোয়েছ ঘরে ;
কি আছে তব অন্তরে, না পারি বুঝিতে ।
কামিনী করিল বিধি, তেঁই হে তোমারে সাধি,
নারীর জনম কেবল যন্ত্রণা সহিতে ॥
সতিনী সরলা নহে, স্বামী সে শূশানে রহে,
তুমি হে পাষণ, তাহে না কর মনেতে ।
কমলাকান্তের বাণী, শুন হে শিখরমণি,
কেমনে সহিবে এত মায়ের প্রাণেতে ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

১৯

ওহে গিরি, কেমন কেমন কেমন করে প্রাণ ।
এমন মেয়ে, কাঁদে দিয়ে, হয়েছ পাষণ ॥

এই গানটিই যৎ-সামান্য পাঠান্তরিত আকারে শ্রীধর কথকের রচনা বলিয়া
কোনও কোনও গদ্যীত-পুস্তকে পুকাশিত হইয়াছে ।

ননীর পুতলি তারা, রবি-করে হয় সারা ;
নিয়ত নয়নে ধারা, মলিন বয়ান ।

ঘরেতে সতিনী-আলা, সদা করে ঝালাপালা,
হ'য়ে উমা রাজবালা, কিসে পাবে ত্রাণ ॥

শিরে সুর-তরঙ্গিণী, হ'য়ে শিব-সোহাগিনী,
করি' কলকল ধ্বনি, করে অপমান ।

সারাদিন ঘরে ঘরে, ভোলানাথ ভিক্ষা করে,
যথাকালে খায় হ'লে দিবা অবসান ॥

তাহে কি উদর ভরে, পেটের আলায় মরে,
সন্ধ্যাকালে ব'সে করে সিদ্ধিরস পান ।

ভাল-মন্দ নাহি চায়, সুখ-দুখ ঠেলে পায়,
ধুতুরার ফল খায়, অমৃত সমান ॥

শ্রীফল পাইলে হায়, আর তারে কেবা পায়,
মহানন্দে নাচে গায়, বাজারে বিঘাণ ।

ভৈরব ভৈরবী পেয়ে, ফেরে সদা হেসে গেয়ে,
আছে কিনা ছেলেমেয়ে, রাখে না সন্ধান ॥

নাহি মানে ধর্ম্মাধর্ম্ম, নাহি করে কোন কর্ম্ম,
নিজ-ভাবে নিজ-মর্ম্ম, নিজে করে গান ।

লোকে বলে মহাযোগী, অথচ বিষয়ভোগী,
সমভাবে যোগভোগ করে সমাধান ॥

বসন ভূষণ ধন, করিয়াছি আয়োজন,
কর কর নৃপধন কৈলাসে প্রয়াণ ।

দুর্গানামে যাবে ভয়, তাহে কি বিপদ হয়,
আন আন হিমালয়, ঈশানী ঈশান ॥

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

২০

যাঁও গিরিবর হে, আন যেয়ে নন্দিনী ভবনে আমার ।
গৌরী দিয়ে দিগম্বরে, কেমনে রোয়েছ ঘরে,
কি কঠিন হৃদয় তোমার হে ॥
জানতো জামাতার রীত, সদাই পাগলের মত,
পরিধান বাঘাম্বর, শিরে জটাতার ।
আপনি শ্মশানে ফিরে, সঙ্গে লোয়ে যায় তারে,
কত আছে কপালে উমার ॥
শুনেছি নারদের ঠাঁই, গায়ে মাখে চিতা-ছাই ;
ভূষণ ভীষণ তার, গলে ফণী-হার ।
এ কথা কহিব কায়, সুখা ত্যজি বিষ খায়,
কহ দেখি এ কোন্ বিচার ॥
কমলাকান্তের বাণী, শুন শৈল-শিরোমণি,
শিবের যেমন রীত, বুঝিতে অপার ।
চরণে তুঘিয়ে হর, যদি আনিবারে পার,
এনে উমা না পাঠায়ো আর ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

২১

গিরি, কি অচল হলে আনিতে উমারে,
না হেরি তনয়া-মুখ হৃদয় বিদরে।
স্বরান্বিত হও গিরি, তোমার করেতে ধরি,
উমা 'ও মা' বলে দেখ ডাকিছে আমারে ॥

রামনিধি গুপ্ত (নিধু বাবু)

২২

গিরি, প্রাণগৌরী আমার।
উমা-বিধুমুখ না দেখি বারেক, এ ঘর লাগে আন্ধার ॥
আজিকালি করি দিবস যাবে, প্রাণের উমারে আনিবে কবে ?
প্রতিদিন কি হে আমারে ভুলাবে, এ কি তব অবিচার ॥
সোণার মৈনাক ডুবিল নীরে, সে শোকে রোয়েছি পরাণ ধরে ;
ধিক্ হে আমারে, ধিক্ হে তোমারে, জীবনে কি সাধ আর ॥
কমলাকান্ত কহে নিতান্ত কেঁদোনাকো রাগি, হও গে শান্ত ।
কে পাইবে তোমার উমার অন্ত, তুমি কি ভাব অসার ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

২৩

আন তারা স্বরায় গিরি, নয়নে লুকায়ে রাখি।
হেরিয়ে গগন-তারা, মনে হলো প্রাণের তারা,
গুনেছি তারাকে নাকি পাঠাবে না তা'রা,
মায়ের আমার নাম তারা, ত্রিনয়নে তিন তারা,
তারা-হৃদে তারার ধারা,
আমি তারায় দেখে মুদি আঁখি ॥

উমা আমার দুধের ছেলে, কেঁদেছে 'মা' 'মা' ব'লে;
ও পাষাণ গিরি,
শিবের নাহিক পিতা-মাতা, কে জানিবে মায়ের ব্যথা,
কারে কবে দুঃখের কথা, আমার স্বর্ণলতা বিধুমুখী ॥

অঙ্ক চণ্ডী

২৪

ওহে নগরাজ হে, রহিতে নারি ঘরে, শরদে শারদা বিনা
হৃদয় বিদরে ।

আন্টান্ করে প্রাণ, স্তম্ভির না হয় মন, দাবাগ্নি হরিণী
যেন ব্যাকুলা অন্তরে ॥

সবে মাত্র এক ধন, নয়নে নবীনাঙ্গন, অঞ্চলে রতন-নিধি,
বিধি দিল মোরে ।

কি বলিব বিধাতারে, দেখি তারে সংবৎসরে, দুখ-পারাবার
সদা উথলে অন্তরে ॥

নারদে বিনয় করি, কয়েছেন উমা আমারি, তনয়ার গুনি দুখ,
সৈতে নাকি পারি ।

জনক ভূপতি যার, দুখিনী নন্দিনী তার, বন্ধু যার রত্নাকর,
বাস হিম-বরে ॥

রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

১৭

উনার কারণে প্রাণে যে যাতনা নিশিদিনে,
মা হ'তে বুঝিতে চিতে, ছলিতে না,—দিতে এনে।
প্রাণ কাঁদে তাই সদাই কাঁদি, কৈলাসে তাই যেতে সাধি,
রেখেছ তা বছরাবধি প্রবোধি ছল-বচনে।

উমা ভাবে মা পাষাণী, লোকেও কয় পাষাণী রাণী,
আমি যে পাষাণ-অধীনী, এ কাহিনী কেউ না জানে।
কায়া তব পাষাণ ব'লে, অন্তরেও কি পাষাণ হ'লে?
অমন মেয়ের মায়া ভুলে, রহিলে গিরি কেমনে?
'কৈলাসে যাই' ব'লে যেতে, শিবের দোষ এসে শুনাতে,
'শরতে আসবেন পুরেতে'—ব'লে ভুলাতে!

(ভাল), আমি যেন অবোধ নারী, যা বুঝাও তাই বুঝি গিরি,
আনিতে গৃহে কুমারী, তোমার কি সাধ হয় না মনে?

মনোমোহন বসু

গিরিরাজ হে, জামায়ে এনো মেয়ের সঙ্গে।
মেয়ের যেরূপ মন, মায়ে বোঝো যেমন,
পুরুষ পাষাণ তুমি, বুঝ না তেমন,
তাই শিবের নাম করি, আমার নাম ধরি,

উপহাস করিতেছ রঙ্গে ॥

আমি ভুলি নাই আরবারের কথা,
মায়ের মনে, আমি মা হয়ে দিয়াছি ব্যথা,

উমা এলো বাহির দুয়ারে,
কোলে করি দ্বরা ক'রে, জিজ্ঞাসি উমারে,
“আমার শিব তো আছেন ভাল?”

উমা বলে—“আছেন ভাল,”—চোখে দেয় অঞ্চল,
বলে—“চোখে কি হলো? আমার চোখে কি হলো?”
আমি বুঝিনু সকল, কেন চোখে দেয় অঞ্চল,
হিয়ের জল ঝিয়ের চোখে উথলিল,

জামারের প্রসঙ্গে ॥

আমি ভুলি নাই আরবারের কথা,
সরমে মরমের কথা, হিয়েয় আছে গাঁথা।
কান্তিকে রাখিয়া বুকে, নাচায় গৌরী থেকে থেকে,
সোণার কান্তিক তোমায় দেখে উঠে চম্কে;
বলে তোমায় দেখিয়ে—“মা, ও মা, ও কে দাঁড়ায়ে?”
উমা বলে—“তোমার দাদা ঐ, বাবা, আমার বাবা ঐ।”
বাপ-সোহাগে বাপের ছেলে, জড়িয়ে মায়ের ধরে গলে,
বলে—“মা, আমার বাবা কই,
বাবা কেন এল না, ও মা বল না!”
বলে কেশে ধ'রে টানে, উমা চাহি আমার পানে,
বলে—“কেন এলেন না, তোমার দিদি জানে।”
আমি সেই অবধি, সরমে মরমে আছি মনোভঙ্গে ॥

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

রাগি গো, স্মধু তোমারি বেদনা ব'লে নয় ।
 দেখ দেখি গিরিপুরে, পশুপক্ষী আদি ক'রে,
 উমার লাগিয়া ঝুরে, সবে নিরানন্দময় ॥
 উমা তোমার দুহিতা, কিন্তু জগতের মাতা,
 লিপিকর্তা যে বিধাতা, তেঁহ মাতা কয় ।
 বিশেষে তোমার তারা হর-ত্রিলোচন-তারা,
 তেঁই পরস্পর তা'রা, বিচ্ছেদ না সয় ॥
 অর্থহীন পশুপতি, তাঁর সর্বস্ব পার্বতী,
 দুর্গা বিহনে দুর্গতি, শুনেছি নিশ্চয় ;
 রমাপতির এই মন, হর-পার্বতীকে আন,
 সফল কর নয়ন হেরিয়া উভয় ॥

রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়

কি ক'রে প্রাণ ধ'রে ঘরে আছ গো রাগি !
 ভবন বন হ'য়ে রয়েছে বিনা ভবানী ।
 আমরা যত পুরবাসী, তোমার উমায় ভালবাসি,
 আনন্দে দেখিতে আসি দিবা-রজনী ।
 পাঠাইয়া উমা-ধনে, ভিখারী শঙ্কর-সনে,
 পাসরে আছ কেমনে হয়ে জননী ?

ভূপতি পাষণ-কায়া, দেহেতে নাই দয়া-মায়া,
 তুমি তাঁর ব'লে কি জায়া, হ'লে পাষণী ?
 নারদের বাক্য-কৌশলে, না জেনে-শুনে কি ব'লে
 মেয়েকে ফেলিলে জলে, ভূধর-রমণি !
 বিয়ে দিলে এম্মি বরে, ভিক্ষা ক'রে কাল হরে,
 অনু-বস্ত্র নাইকো ঘরে, অতি দুঃখিনী ।
 প্রতিবাসীর বাক্যবাণে, কাতরা হইয়া প্রাণে,
 যাইয়ে রাজ-সদনে সত্বরে তখনি—
 বন্ধ ভাসে অশ্রুজলে, কাতরে অচলে বলে,
 কবিরত্নে সঙ্গে ল'য়ে, আন গে নন্দিনী ॥

প্যারীমোহন কবিরত্ন

২৯

বারে বারে কহ রাণি, গৌরী আনিবারে ।
 জানতো জামাতার রীত অশেষ প্রকারে ॥
 বরঞ্চ ত্যজিয়ে মণি ক্ষণেক বাঁচয়ে ফণী ;
 ততোধিক শূলপাণি ভাবে উমা-মারে ।
 তিলে না দেখিলে মরে, সদা রাখে হৃদি-'পরে ।
 সে কেন পাঠাবে তাঁরে সরল অন্তরে ॥
 রাখি অমরের মান হরের গরল-পান,
 দারুণ বিঘের আলা না সহে শরীরে ।
 উমার অঙ্গের ছায়া শীতলে শঙ্কর-কায়া;
 সে অবধি শিব জায়া বিচ্ছেদ না করে ।

২১

164,574

অবলা অন্নমতি, না জান কার্যের গতি,
যাব, কিছু না কহিব দেব দিগম্বরে ।
কমলাকান্তেরে কহ, তারে মোর সঙ্গে দেহ ;
তার না বটে, মানায়ে যদি আনিবারে পারে ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

৩০

আর কেন কাঁদ রাগি, উমারে আনিতে যাই,
গেলে যদি কৃষ্ণিবাস না পাঠান, ভাবি তাই ।
উমার আমার অঙ্গ-ছায়া করে শীতল হরের কায়া,
পাঠায়ে কি ভব জায়া পাগল হবেন, ভাবি তাই ॥

অঙ্গীত

৩১

গিরিরাজ গমন করিল হরপুরে ।
হরিষে বিষাদে, প্রমোদ প্রমাদে, ক্ষণে দ্রুত ক্ষণে চলে ধীরে ॥
মনে মনে অনুভব, হেরিব শঙ্কর শিব,
আজি তনু জুড়াইব আনন্দ-সমীরে ।
পুনরপি ভাবে গিরি, যদি না আনিতে পারি,
যরে আসি কি কব রাণীরে ॥
দূরে থাকি শৈল-রাজা, দেখি শ্রীমন্দির-ধ্বজা,
পুলকে পূর্ণিত তনু, ভাসে প্রেম-নীরে ।
মনে মনে এই ভয়, শুধু দরশন নয়, উমারে আনিতে হবে যরে ॥

প্রবেশে কৈলাসপুরী, না ভেটিয়ে ত্রিপুরারি,

গমন করিল গিরি শয়ন-মন্দিরে ।

হেরিয়ে তনয়া-মুখ, বাড়িল পরম সুখ, মনের তিমির গেল দূরে ॥

জগতজননী তায়, প্রণাম করিতে চায়,

নিষেধ করয়ে গিরি ধরি দুটি করে ।

কমলাকান্ত-সেবিত তব শ্রীচরণ, মা ;

আমি কত পুণ্য পেয়েছি তোমারে ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

৩২

চল মা, চল মা গৌরী, গিরিপুরী শূন্যাগার ।

মা হ'লে জানিতে উমা, মমতা পিতামাতার ॥

তব মুখামৃত বিনে, আছে রাণী ধরাসনে,

অবিলম্বে চল অম্ব, বিলম্ব সহে না আর ।

তোমার বিরহ-অসি, অহরহ হৃদয়ে পশি করয়ে ছেদন,

তোমার বিচ্ছেদানল, অন্তরে হ'য়ে প্রবল,

সিন্ধু-নীরে প্রবেশিল মৈনাক ভ্রাতা তোমার ॥

কালীনাথ রায়

৩৩

বদন তোল মদন-রিপু, যাব পিতার বসতি ।

নগেন্দ্র এসেছেন নিতে, যোগীন্দ্র দেও অনুমতি ॥

এসেছেন পিতা অচল,
আমায় বলেন—চল, চল,
দুটি আঁখি ছল ছল,
কি আজ্ঞা হয় পশুপতি?

দিন যত হয় গত,
মা আমার কাঁদিছেন তত,
আস্ব পুনঃ শীঘ্রগতি ॥

অজ্ঞাত

৩৪

গন্ধাধর হে শিব শঙ্কর, কর অনুমতি হর,
যাইতে জনক-ভবনে ।
ক্ষণে ক্ষণে মন মন হইতেছে উচাটন, ধারা বহে তিন নয়নে ॥
সুরাসুর নাগ নরে আমারে সুরণ করে ;
কত না দেখেছি স্বপনে—যোগনিদ্রা-ঘোরে ।
বিশেষে জননী আসি, আমার শিয়রে বসি,
'মা দুর্গা' ব'লে ডাকে সঘনে ॥
মায়ের ছল ছল দুটি আঁখি, আমারে কোলেতে রাখি,
কত না চুষয়ে বদনে ।
জাগিয়ে না দেখি মায়, মনোদুঃখ ক'ব কার,
বল, প্রাণ ধরি কেমনে ॥

হউক নিশি অবসান, রাখ অবলার মান, নিবেদন করি চরণে ।
কমলাকান্তেরে, দেহ নাথ, অনুচর—

বোলে যাই আসিব ত্রিদিনে ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

৩৫

হর, কর অনুমতি, যাই হিমালয়ে ;
জনক-জননী বিনে বিদীর্ণ হৃদয় !

এ জ্বালা কি জানে অন্যে, আমি মা'র একা কন্যে,
গিয়ে তিন দিন জন্যে, রব পিত্রালয় ॥
ওহ গনপতি লোয়ে, সপ্তমী প্রবেশা হয়ে,
আসিব কৈলাসে, হ'লে নবমী উদয় ।

জানি মা মেনকা খেদে, অন্ধ হলো কেঁদে কেঁদে,
মরেছে কি আছে বেঁচে, হতেছে সংশয় ॥

জগন্নাথ বসু-মল্লিক

৩৬

ওহে হর গঙ্গাধর, কর অঙ্গীকার, যাই আমি জনক-ভবনে ।
কি ভাবিছ মনে মনে, ক্ষিতি নথ-লেখনে,

হয় নয় প্রকাশ বদনে ॥

শান্ত পদাবলী

জনক আমার গিরিবর আসি উপনীত, আমারে লইতে

আর তব দরশনে ।

অনেক দিবস পর, যাইব জনক-ঘর, জননীরে দেখিব নয়নে ॥

দিবানিশি অবিরত জননী কান্দিছে কত হে !

তৃষিত চাতকীর মত রাণী চেয়ে পথ-পানে ।

না দেখে মায়ের মুখ, কি কব মনের দুখ,

না কইলে যাইব কেমনে ॥

নাথ, পূর মন-আশ, না করহ উপহাস, বিদায় করহ হর,

সরল বচনে হে ।

কমলাকান্তেরে দেহ নাথ অনুচর, ব'লে যাই

আসিব তিন দিনে হে ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

৩৭

জনক-ভবনে যাবে, ভাবনা কি তার ।

আমি তব সঙ্গে যাব, কেন ভাব আর !

আহা আহা, মরি মরি, বদন বিরস করি,

প্রাণাধিকে প্রাণেশ্বরী, কেঁদোনাকো আর ॥

হৃদয়েশি, অহরহ আমার হৃদয়ে রহ,

নিদয়-হৃদয় কহ, কি দোষ আমার !

যখন যে অনুমতি কর তুমি ভগবতি,

কখনো কি করি আমি, অন্যথা তাহার ?

সকলি তোমারি ছায়া, তুমি নিজে মহামায়া,
তোমার বিচিত্র মায়া, বুঝে উঠা ভার।
মার মায়া প্রকাশিতে, জন্ম নিলে অবনীতে,
কে তোমার মাতা-পিতে, কন্যা তুমি কার !
ইচ্ছাময়ী নাম ধর, যাহা ইচ্ছা তাই কর,
তোমার মহিমা জানে, হেন সাধ্য কার !
প্রাণপ্রিয়ে যাবে যথা, সঙ্গে সঙ্গে যাব তথা,
কণমাত্র সঙ্গ ছাড়া হব না তোমার ॥

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

৩৮

গিরিরাণি, এই নাও তোমার উমারে।
ধর ধর হরের জীবন-ধন।
কত না মিনতি করি, তুষিয়ে ত্রিশলধারী,
প্রাণ-উমা আনিলাম নিজ-পুরে।
দেখো, মনে রেখ ভয়, সামান্য তনয়া নয়,
যাঁরে সেবে বিধি বিবু হরে।
ও রাজা চরণদুটি, হৃদে রাখেন ধূর্জটি,
তিলান্ন বিচ্ছেদ নাহি করে ॥

শান্ত পদাবলী

তোমার উমার মায়া, নিৰ্গুণে সগুণ কায়া,

ছায়ামাত্র জীব-নাম ধরে ।

ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী, কালী-তারা নাম ধরি,

কৃপা করি পতিতে উদ্ধারে ।

অসংখ্য তপেরি ফলে, কপট তনয়া ছলে, ব্রহ্মময়ী

মা বলে তোমারে মেনকারাণি !

কমলাকান্তের বাণী, ধন্য ধন্য গিরিরাণি,

তব পুণ্য কে কহিতে পারে ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

৩৯

কি শুনালে গিরিবর, উমা কি ভবনে এলো ?

ভবেরি ভবানী আমার ভবন করিল আলো !

উমা-শশী না হেরিয়ে ছিল নয়ন অন্ধ হোয়ে,

এবে নয়ন-তারা নিরখিয়ে আঁখি মম জুড়াইল ॥

অজ্ঞাত

৪০

কৈ হে গিরি, কৈ সে আমার প্রাণের উমা নন্দিনী !

সঙ্গে তব অঙ্গনে কে এলো রণরঙ্গিণী ?

দ্বিভুজা বালিকা আমার উমা ইন্দুবদনী,

কক্ষে ল'য়ে গজানন, গমন গজগামিনী,—

মা ব'লে মা ডাকে মুখে আধ-আধ বাণী ।

এ যে করি-অরিতে করি' ভর, করে করিছে রিপু-সংহার,
পদ-ভরে টলে মহী মহিষনাশিনী ।

প্রবলা প্রখরা মেয়ে তনু কাঁপে দরশনে,
জ্ঞান হয় ত্রিলোকধন্যা ত্রিলোক-জননী ॥

দাশরথি রায়

৪১

গিরি, কার কণ্ঠহার আনিলে গিরি-পুরে ?
এতো সে উমা নয়—ভয়ঙ্করী হে, দশভুজা মেয়ে !
উমা কোন্ কালে ত্রিশূলে অশুরে সংহারে !
হায়, আমার সেই বিমলা, অতি শান্তশীলা,
রণ-বেশে কেন আসবে ঘরে !

মুখে মৃদু হাসি, সুধারাসি হে, আমার উমাশশীর ;—
এ যে মেদিনী কাঁপায় ছঙ্কারে ঝঙ্কারে ।
হায় হেন রণ-বেশ, এল এলোকেশে,
এ নারীরে কেবা চিন্তে পারে !

রসিকচন্দ্র বলে, চিন্তে পারিলে, চিন্তা থাকে না গো,
যেন এই বেশে মা আমার কাল-ভয় নিবारे ॥

রসিকচন্দ্র রায়

৪২

গিরি, কারে আনিলে,
এনে কার তনয়া, প্রবোধিলে ?



শান্ত পদাবলী

অপরূপ রূপ এ যে দশভুজা,
 কুসুম চন্দন পায়ে কে করেছে পূজা,
 শুন হে পাষণ, হয়ে হতজ্ঞান, এমন ভুলিলে ।
 নারায়ণী বাণী দু'পাশে দাঁড়ায়,
 দশভুজে পাশ শোভা পায় ;
 ব'লে গেলে হে গিরি, যাই—
 আনিগে গিরিজায়,
 সে মেয়ে রেখে এলে কাথায় ?
 শশী ভানু আসি উদয় পদে পদে,
 উভয় পদে উভয়ে আছে অবিবাদে ;
 দাসের আশায় আশা হয়, সায় ও পায় পাইলে ॥

ঠাকুরদাস দত্ত

৪৩

গিরি, উমা-প্রসঙ্গে সঙ্গে আনিলা ঘরে কার মেয়ে ?
 সর্বদেব-তেজ দেহ, জটাজুট শিরোরুহ,
 আমার উমা নহে এহ, দেখ দেখি মুখ চেয়ে ।
 কনক-চম্পকদামা, অতসী-কুসুমোপমা,
 এই নাকি সেই উমা, সংশয় আমার !
 উমা চতুর্ভুজা ছিল, দশভুজা কবে হইল,
 হিমগিরি সত্য বল, কর ছল পতি হ'য়ে ।
 দেখি একি বিপরীত, পদে জন্তাসুর-সুত,
 তারে করে অস্বাঘাত উমা কি আমার !

আর একি চমৎকার, পদে মহাসিংহ তার,
সঙ্গে সুর-পরিবার, এল দেবকন্যা ল'য়ে।
রক্তজবা বিলুদলে, পূজে স্বর্গ মহীতলে,
তারে গিরি-কন্যা ব'লে, ভাব চমৎকার।
দ্বিজ রামচন্দ্র বাণী, শুন হে নগেন্দ্রবাণী,
এইতো তব নন্দিনী, ভাবে লও সস্বরিয়ে ॥

রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

৪৪

কে রণ-রঙ্গিনী।

কে নারী অঙ্গনে এলো, চিনিতে না পারি।
অঙ্গনে দাঁড়াইয়ে—এ নয় আমার প্রাণকুনারী।
দশ দিক্ দীপ্ত করা, এ রমণী দশ-করা,
বিবিধ আয়ুধ-ধরা, দনুজ-দলনী হেরি।
নহে মম কেন্যে এ যে, এ সমর-সাজে সাজে,
মানসে অমরে পূজে এ নারী-চরণ, গিরি।
কি সুরী অসুরী হবে, দানবী মানবী কিবে—
যদি আমার উমা হবে, তবে কেন ভয়ঙ্করী।

বুজমোহন রায়

৪৫

ও হে মহারাজ, আজ কি হেরি নয়নে।
মুক্তকেশী কে ঘোড়শী ছন্ধারে নাচিছে রণে?

লোলজিহ্বা শবাসনা, শব কর্ণে সুশোভনা,
 ভালে চন্দ্র ত্রিনয়না, মেঘবরণা—
 বামা বাম দ্বিকরে নৃমুণ্ড কৃপাণ ধরে,
 বরাভয় দান করে, দক্ষিণ করে যতনে।
 চৌষাট্ট যোগিনী সঙ্গে, নাচিছে পরম রঙ্গে,
 ভাসিছে রণ-তরঙ্গে, ঘোরবদনা।
 মুণ্ডমালা দোলে গলে, দশনে রুধির গলে,
 বনোয়ারীলাল বলে, রাখ দীনে শ্রীচরণে।

বনোয়ারীলাল রায়

দ্বিতীয় স্তবক

৪৬

গিরিরাণী যন্ত্র-সাধন মন্ত্র পড়ে, নানা তন্ত্র করিয়ে বিচার;
 বলে, আজ আসিবে আমার গৌরী গজানন,—

কি শুভদিন গো আমার!

কনক-নির্মিত কুন্ত দিছে তাহে কুসুম-চন্দন-সায় গো রাণী।

আমন্ত্রি সুরগুরু পূজয়ে নবতরু, যেমন আছে কুলাচার ॥

মৃদঙ্গ মোহিনী, দুন্দুভি দরপিণী বাজিছে বিবিধ প্রকার গো

গিরিপুরে।

নগর-রমণী উলু উলু ধ্বনি আনন্দে দিছে বারে বার ॥

বিজয়া হেন কালে আসি রাণীরে বলে,

বিলম্ব কেন কর আর গো রাণি ।

কমলাকান্তের জননী ঘরে এলো, প্রাণের গৌরী তোমার ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

৪৭

দেখে আয় তোরা হিমাচলে

ওকি আলো ভাসে রে,

উমা আমার আসে বুঝি,

উমা আমার আসে রে ।

এ নহে অরুণ-আভা,

নহে শশধর-বিভা,

হিম-মাঝে বুঝি গৌরীর

গৌর-আভা হাসে রে ।

শারদ-শশী বক্ষিম, করি ঐ আভাহীন,

পশ্চিম গগনে ঐ উমা-মুখ ভাসে রে ।

বাজায়ে আরতি, আসিছে আমার পার্বতী,

জুড়াতে মায়েই প্রাণ উমা আমার আসে রে ।

বৎসর-অন্তরে আজ উমা আমার আসে রে ॥

নবীনচন্দ্র সেন

৪৮

গা তোল, গা তোল, বাঁধ মা কুন্তল,

ঐ এলো পাষাণী, তোর ঈশানী ।

শান্ত পদাবলী

ল'য়ে যুগল শিশু কোলে, “মা কৈ” “মা কৈ” ব'লে,
ডাকছে মা তোর শশধরবদনী।

মা গো ত্রিভুবনে মান্যে, ত্রিভুবনে ধন্যে,
তোর মেয়ে সামান্যে নয় গো রাণি।

আমরা ভাব্তেম ভবের প্রিয়ে,

মা নাকি তোর মেয়ে,

তিনি নাকি ভবের ভয়হারিণী ॥

ধূলি যে রত্ন উদরে, তোর মত সংসারে,
রত্ন-গর্ভা এমন নাই রমণী।

মা তোমার ঐ তারা, চন্দ্রচূড়-দারা,

চন্দ্র-দর্প হরা চন্দ্রাননী,

এমন রূপ দেখি নাই কারো, মনের অন্ধকার
হরে মা, তোর হর-মনোমোহিনী ॥

দাশরথি রায়

৪৯

ও গো রাণি, নগরে কোলাহল, উঠ, চল চল,

নন্দিনী নিকটে তোমার গো,

চল, বরণ করিয়া গৃহে আনি গিয়া,

এস না সঙ্গে আমার গো ॥

জয়া, কি কথা কহিলি, আমারে কিনিলি,

কি দিলি শুভ সমাচার।

তোমার অদেয় কি আছে, এস দেখি কাছে,

প্রাণ দিয়া শুধি ধার গো ॥

রাণী ভাসে প্রেম-জলে, দ্রুতগতি চলে, খসিল কুন্তল-ভার ।
নিকটে দেখে যারে, সুধাইছে তারে—গৌরী

কত দূরে আর গো ॥

যেতে যেতে পথ, উপনীত রথ, নিরখি বদন উমার ।
বলে—মা এলে, মা এলে, মা কি মা ভুলে ছিলে ;

মা বলে, একি কথা মার গো ॥

রথ হ'তে নামিয়া শঙ্করী, মায়েরে প্রণাম করি,

সাস্বনা করে বারবার ।

দাস কবিরঞ্জে সক্রুণে ভণে, এমন শুভদিন আর কার গো ॥

রামপুসাদ সেন

৫০

আজ শুভনিশি পোহাইল তোমার ।

এই যে নন্দিনী আইল, বরণ করিয়া আন ঘরে ।

মুখ-শশী দেখ আসি, যাবে দুঃখরাশি,

ও চাঁদ-মুখের হাসি সুধারাশি করে ।

শুনিয়া এ শুভ বাণী, এলোচুলে ধায় রাণী, বসন না সম্বরে ।

গদগদ ভাব-ভরে, বার বার অঁখি বারে, পাছে করি' গিরিবরে,

অমনি কাঁদে গলা ধ'রে ॥

পুনঃ কোলে বসাইয়া, চারুমুখ নিরখিয়া, চুষে অরুণ অধরে ।

বলে—জনক তোনার গিরি, পতি জনম-ভিখারী,

তোমা হেন সুকুমারী দিলাম দিগম্বরে ॥

শান্ত পদাবলী

যত সহচরীগণ, হ'য়ে গানন্দিত মন, হেসে হেসে

এসে ধরে করে ।

কহে—বৎসরেক ছিলে ভুলে, এত প্রেম কোথা খুলে,

কথা কহ মুখ তুলে, প্রাণ মরে মরে ।

কবি রামপ্রসাদ দাসে, মনে মনে কত হাসে,

ভাসে মহা আনন্দ-সাগরে ।

জননীর আগমনে, উল্লসিত জগজ্জনে, দিবানিশি

নাহি জানে, আনন্দে পাসরে ॥

রামপ্রসাদ সেন

৫১

এলো গিরি নন্দিনী ল'য়ে, স্নমঙ্গল ধ্বনি ঐ শুন ওগো রাণি !

চল, বরণ করিয়ে উমা আনি যেয়ে, কি কর পাষণ-

রমণি গো ॥

অমনি উঠিয়ে পুলকিত হৈয়ে, ধাইল যেন পাগলিনী ।

চলিতে চঞ্চল, খসিল কুন্তল, অঞ্চল লোটায়ে ধরণী ॥

আঙ্গিনার বাহিরে, হেরিয়ে গৌরীরে, দ্রুত কোলে নিল রাণী ।

অমিয় বরষি উমা-মুখ-শশী চুম্বয়ে যেন চকোরিণী ॥

গৌরী কোলে করি মেনকাসুন্দরী ভবনে লইল ভবানী ।

কমলাকান্তের পুলকে অন্তর হেরি ও বিধুমুখখানি ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

আমার উমা এলো ব'লে রাণী এলোকেশে ধায় ।

যত নগর-নাগরী, সারি সারি সারি, দোড়ি

গৌরী-মুখ-পানে চায় ।

কারু পূর্ণ কলসী কক্ষে, কারু শিশু বালক বক্ষে,

কারু আধ শিরসি বেণী, কারু আধ অলকশ্রেণী ;

বলে, চল চল চল, অচল-তনয়া হেরি ও মা, দোড়ে আয় ॥

আসি নগর-প্রান্তভাগে, তনু পুলকিত অনুরাগে ;

কেহ চন্দ্রানন হেরি, দ্রুত চুষে অধর-বারি ;

তখন গৌরী কোলে করি, গিরি-নারী প্রেমানন্দে তনু

ভেসে যায় ॥

কত যন্ত্র মধুর বাজে, সুর-কিনুরীগণ সাজে ;

কেহ নাচত কত রঙ্গে, গিরিপূর-সহচরী সঙ্গে ;

আজু কমলাকান্ত গো হেরি নিতান্ত মগ্ন দুটি রাজা পায় ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

থাক, থাক, থাক—নয়ন-ধারা,

নয়ন ভরিয়ে একবার নিরখি নয়ন-তারা ।

না হেরে যে উমা, তারা বহিতে শ্রাবণের ধারা,

এল সেই নয়ন-তারা, এখন ধারা এ কি ধারা ?

শান্ত পদাবলী

নিরখিতে উমাধনে, বহু দিনের সাধ মনে,
হেরিতে সে চন্দ্রাননে, বাধা দেও এ কেমন ধারা !
একে পলক বাধা চোখে—দেখতে দেয় না অনিমিখে,
তুমি তাতে হ'লে বাদী, হেরি বল কেমন ধারা !

হরিশচন্দ্র মিত্র

৫৪

পুরবাসী বলে—“উমার মা,
তোর হারা তারা এলো ওই।”
শুনে পাগলিনীর প্রায়, অমনি রাণী ধায়,
“কই উমা” বলি “কই” !
কেঁদে রাণী বলে—“আমার উমা এলে,
একবার আয় মা, একবার আয় মা, করি কোলে।”
অমনি দু বাহু পসারি, মায়ের গলা ধরি,
অভিমাণে কাঁদি রাণীরে বলে—
“কই মেয়ে ব'লে আন্তে গিয়াছিলে ?
তোমার পাষণ প্রাণ, আমার পিতাও পাষণ
জেনে, এলাম আপনা হতে।
গেলে নাকো নিতে,
র'ব না, যাব দু-দিন গেলে ॥”

গদাধর মুখোপাধ্যায়

তবে নাকি উমার তব্ব কোরেছিলে !

গিরিরাজ, ওহে শুন শুন, তোমার মেয়ে

কি বলে ।

নারী প্রবোধিয়ে যেতে হে, কৈলাসে যাই বোলে,

এসে বলতে—‘মেনকা, তোমার দুঃখের কথা,

উমা সব শুনেছে ।

তোমায় দেখতে পাষাণী, আপনি ঈশানী,

আসতে চেয়েছে ।’

তুমি গিয়েছিলে কৈ, উমা বলে ঐ হে,—

‘আমি আপনি এসেছি জননী বোলে ।’

তারা হারা হোয়ে, নয়নের তারা হারা হোয়ে রই ।

সদা কই—‘উমা কৈ, আমার প্রাণ-উমা কৈ ?’

আমার সেই হারা তারা, ত্রিজগতের সারা,

বিধি এনে মিলালে ।

উমা চন্দ্র-বদনে, ডাক্ছে সঘনে,

মা, মা, মা বোলে ।

উমা যত হেসে কয়, ওতো হাসি নয় হে,

যেন অভাগীর কপালে অনল জ্বলে ।

ভাল হোক্ হোক্ ও হে গিরি,

যাই আমি নারী, তাই ভুলি বচনে ।

শান্ত পদাবলী

তোমারো কি মনে, হোতো না হে সাধ—

হেরিতে উমার চন্দ্র-বদনে !

আশা-বাক্যে আমার পাপ-প্রাণ, রহে

বল কতক্ষণ ?

দিনের দিন, তনু ক্ষীণ, বারিহীন যেন মীন ।

যারে প্রাণ পাব দেখে, সম্বৎসরে তাকে,

আন্তে তো যেতে হয় ।

যেন মা-হীনা কন্যে, তিন দিনের জন্যে, এলো হে

হিমালয় ।

মুখে করি হাহারব, ছিলেম যেন শব হে,

গৌরী মৃতদেহে এসে জীবন দিলে ॥

রাম বসু

৫৬

আর অভিমান করিস্ নে মা, ক্ষমা দেগো ও শঙ্করি !

দু' নয়নে বহে ধারা, মা হ'য়ে কি সহিতে পারি !

তুমি নও সামান্য কন্যা, ভবদারা ত্রিলোকমান্য,

আছি মা তোমারি জন্য, পথ নিরীক্ষণ করি ॥

মদন মাষ্টার

৫৭

কোলে আয় মা ভবদারা নয়ন-তারা,
নাই মা আমার নয়নের তারা !
যা'রা তারা চায়, আমার মত হয় কি তা'রা ?
বিধাতারে আরাধিব মা, তোর মা আর না হইব,
এবার মেয়ে হ'য়ে দেখাইব, মায়ের মায়া কেমন ধারা ॥

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ (দেওয়ান)

৫৮

উমা গো যদি দয়া কোরে হিমপুরে এলি,
আয় মা করি কোলে ।
বর্ষাবধি হারায়ে তোরে, শোকের পাষণ বক্ষে ধোরে,
আছি শূন্য ঘরে ।
কেবল মরি নাই—মা বেঁচে আছি,
দুর্গা দুর্গা নাম কোরে ॥
একবার আয় মা বক্ষে ধরি, পুত্রশোক নিবারি,
চাঁদমুখে শঙ্করী, ডাক 'মা' বোলে ।
শোকের অনল ছিল প্রবল, এসে নিভালে ।
আমি অচলা নারী, অচলের নারী,
যেতে নারি কৈলাসপুরে আনতে তোমারে ।

শান্ত পদাবলী

আমার বন্ধু-বান্ধব নাই, কারে আর পাঠাই,
এলে,—দেখলাম মা তোমাতে ।
তুমি আসবে বোলে সজীব বিল্বমূলে কল্লেন বোধন,
তার সুফল আজ ফল্লো কপালে ॥

উদয়চাঁদ বৈরাগী

৫৯

ও গো উমা, আয় গো মা, আয় করি কোলে,
জুড়াবে জীবন করিয়ে শ্রবণ, বারেক ডাক 'মা' ব'লে ।
পথ-শ্রমে স্বেদে সিক্ত কলেবর,
ক্ষুধায় মলিন হয়েছে অধর,
যত্নে ক্ষীর সর রেখেছি, মা ধর,
দিব বদন-কমলে ।
তুমি গো মম অঞ্চলের ধন,
প্রাণের পুতলী অমূল্য রতন,
মায়েরে দুখিনী করে দরশন,
ছিলি কি মা তুই ভুলে !

মহেন্দ্রলাল খান (রাজা)

শুভ সপ্তমীতে শুভ যোগেতে উমা এলেন হিমালয় ।

কোরে নিরীক্ষণ, চক্ষে হেরে চাঁদ-বদন,

অভয়ায় গিরিরাণী কয়—

আয় মা পূর্ণশশী, স্বর্ণশশী বিধি আমার দিয়েছে,

একবার আয় গো মা কোলে, ডাকো 'মা' বোলে,

পাষাণেতে পদা ফুটেছে ।

গেলো মনোদুঃখ দূরে, তোমার বিধুমুখ হেরে,

এলে করুণাময়ী মা করুণা কোরে ॥

বল মা আমার কাছে,

জামাই শিব এখন কেমন আছে ?

শিবের স্নমঙ্গল শুনিলে সকল,

শুনলে পরে আমার প্রাণ বাঁচে ।

মনে করতেন আমি সদাই বাসনা,

উমাধনে আন্তে যাই ।

ভাবতেন মনেতে, কাঁদতেন নিশি-দিনেতে,

চলিবার কিছু শক্তি নাই ।

গিরি প্রাণ বাঁচালে তোমায় এনে,

পূর্ণ হলো বাসনা, ঘুচলো বেদনা সকল যন্ত্রণা ।

তুমি না এলে এখন, যেতো মা জীবন,

মায়ে ঝিয়ে দেখা হোতো না ।

শান্ত পদাবলী

এখন জুড়ালো হৃদয়, দুঃখ গেলো সমুদয়,
হোলো কোটি চন্দ্র উদয় এ গিরিপুরে।

হরু ঠাকুর

৬১

আনন্দে মগনা শিখরী-অঙ্গনা, আনন্দময়ী পাইয়ে।
করুণায় সম্ভাষে রাণী গৌরীর শ্রীমুখ চাহিয়ে;
শঙ্করি, শুভঙ্করি, আয় মা, কোলে করি আয়,
শ্রীমুখমণ্ডলে একবার 'মা' ব'লে, ডাক মা উমা

গো আমায়।

তোমা বিহনে তারিণি, যেন মণিহার ফণী হয়েছিলাম
মা, মা, মাগো।

সে দুঃখ ঘুচিল আজি হর-অঙ্গনা।
কও মা, কেমন ছিলে শিবালয়ে শিবানী ইন্দুবদনা।
শুনি লোক-মুখে, শিব বিহীন-বৈভব,
ফণী সব নাকি ভূষণ তার,
ছি ছি! সেই হরের করে, দিয়াছি মা তোরে,
কত দুখ সহ্য কর ত্রিনয়না।
আমি সহজে অবলা, তায় মা অচলা,
তত্ত্ব করতে পারি না।
বলি মা গিরিরাজে, দেখে এস গো উমায়;
নারী পেয়ে ছলে, সে আমায় বলে,
দেখে এলাম অনুদায়।

কিন্তু লোকের মুখে শুনি, দীন অতি দান্ধায়ণী,
ভবভাবিনী ।

মা, মা গো, এ সব দুখ মা,
মায়ের প্রাণে সহে না ।

গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৬২

ভবনে ভবানী পাইয়া পাষণী, পুলকে হয়ে মগনা,
ঈশানী সম্বোধনেতে রাণী কয় ক'রে করুণা ।

মা তোমায় নয়ন-পথে হারিয়ে ত্রিনয়না,
কেঁদে কেঁদে তারা চক্ষের তারা ছিল না ।

আজি সে-দিন ঘুচিল, স্মৃদিন হইল,
এ দিন হবে মনে না জানি ।

একবার আয় মা করি কোলে, দুখ-পাসরা নন্দিনী ।
চারু-চন্দ্রাস্যে প্রাণ-উমা, ডাক 'মা', ব'লে 'মা',
শুনে মা, জুড়াই তাপিত প্রাণী ।

সুধাই তাই ওগো ঈশানী,
যার উমা জগতের মা, তার কি মা এমন হয় ?
হাঁ গো প্রাণের তারা, সে-ও কি উমা-হারা রয় ?
মা, তোর শ্রীমুখ না হেরে, যে দুখ অন্তরে—
ছিলাম মণিহীন ফণী দিবা-যামিনী ।

শান্ত পদাবলী

ভাল মা গো, মা তোর যেন পাষণী ;
 তুই তো জগৎ-জননী,
 ভাল, তা ব'লে মা একবার মায়ে তোমার,
 মনে কর কৈ গো তারিণী ?
 কৈলাস-শিখরে, শঙ্করের ঘরে গিয়ে মা, ভুলে থাক মায় ।
 মা ব'লে করিস্ না মা মনেতে, এ দুখ বলি গো মা কা'য় ।
 বালিকা কালিকায় না হেরে মা নয়নে,
 গেছে অশ্রুজলে দিন ও মা হর-অঙ্গনে ।
 আমি একে মা অবলা, তাতে গো অচলা,
 শক্তিহীন শক্তি-তবে দৈশানী ।

জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৬৩

গৌরী কোলে ক'রে নগেন্দ্র-রাণী করুণ বচনে কয়,—
 উমা মা আমার সুবর্ণলতা, শ্মশানবাসী মৃত্যুঞ্জয় ।
 মরি জামাতার খেদে, তোমার বিচ্ছেদে, প্রাণ কাঁদে
 দিবানিশি ।

আমি অচল নারী, চলিতে নারি, পারি না যে দেখে আসি ।
 আছি জীবন্মৃতা হ'য়ে, আশা-পথ চেয়ে, তোমায় না হেরিয়ে
 নয়ন ঝরে ।

কও দেখি উমা, কেমন ছিলে মা, ভিখারী হরের ঘরে ?

জানি নিজে সে পাগল, কিছু নাই সম্বল, ঘরে ঘরে বেড়ায়
ভিক্ষা ক'রে।

শুনে জামাতার দুখ, খেদে বুক বিদরে।

তুমি ইন্দুবদনী, কুরঙ্গনয়নী, কনকবরণী তারা।

জানি জামাতার গুণ, কপালে আগুন, শিরে জটা

বাকল পরা।

আমি লোক-মুখে শুনি, ফেলে দিয়ে মণি, ফণী ধ'রে অঙ্গে

ভূষণ করে।

মরি, ছি ! ছি ! ছি ! একি কবার কথা, শুনে লাজে

মরে যাই,

তোমা হেন গৌরী, দিয়েছেন গিরি, ভুজঙ্গতে যার ভয় নাই,

মাখে অঙ্গেতে ছাই।

তুমি সর্বমঙ্গলা, অকুলের ভেলা, কূলে এনে দিতে পারো।

দেখে খেদে ফাটে বুক, তোমার এত দুখ, সে দুখ

ঘুচাতে নারো।

তুমি রাজার বালিকা, মায়ের প্রাণাধিকা, ভাগ্যেতে

মা হলি শিব-দারা।

মরি দুঃখেতে শঙ্করী, শঙ্কর ভিখারী, উপজীব্য

ভিক্ষা করা।

সদা বলি মা গিরিকে, আনগে গৌরীকে, কত কষ্ট উমার

কৈলাসপুরে।

বসিলেন মা হেমবরণী, হেরষে ল'য়ে কোলে ।
 হেরি গণেশ-জননী-রূপ, রাণী ভাসেন নয়ন-জলে ।
 ব্রহ্মাদি বালক যার, গিরি-বালিকা সেই তারা ।
 পদতলে বালক ভানু, বালক চন্দ্রধরা,
 বালক ভানু জিনি তনু, বালক কোলে দোলে ॥
 রাণী মনে ভাবেন—উমারে দেখি, কি উমার কুমারে দেখি,
 কোন্ রূপে গাঁপিয়ে রাখি নয়নযুগলে ।
 দাশরথি কহিছে, রাণি, দুই তুল্য দরশন
 হের, ব্রহ্মময়ী আর ঐ ব্রহ্ম-রূপ গজানন,
 ব্রহ্ম-কোলে ব্রহ্ম-ছেলে বসেছে মা ব'লে ॥

দাশরথি রায়

কেমনে না ভুলেছিলি এ দুঃখিনী মায় ?
 পাষাণনন্দিনী, তুইও কি পাষাণীর প্রায় ?
 সম্বৎসর হলো গত, তো বিরহে অবিরত
 কেঁদেছি, কহিব কত, আমি মা তোমায় ।
 শয়নে ছিল না সুখ, সদাই বিষণ্ণ মুখ,
 পেয়েছি কতই দুঃখ দিবা-যামিনী ।
 আকাশে হেরিলে শশী, ভাবি' তব মুখ-শশী,
 যাপিতাম সারানিশি, কাঁদিতাম হায় ।

কখন স্বপনে তোমা, হেরিতাম ও মা উমা—
পড়েছে মুখে কালিমা, কাতরা ক্ষুধায়,
অমনি জাগিয়া উঠি, যাইতাম পথে ছুটি,
বলিতাম যা'রে তা'রে—‘এনে দে উমায়’।

রাজকৃষ্ণ রায়

৬৬

শু মা, কেমন ক'রে পরের ঘরে,
ছিলি উমা, বল মা তাই।
কত লোকে কত বলে, শুনে ভেবে ম'রে যাই।
মা'র প্রাণে কি ধৈর্য্য ধরে,
জামাই নাকি ভিক্ষা করে।
এবার নিতে এলে, বলবো—হরে,
উমা আমার ঘরে নাই ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

৬৭

তুমি তো মা ছিলে ভুলে,
আমি পাগল নিয়ে সারা হই।
হাসে কাঁদে সদাই তোলা, জানে না মা আমা বই।
ভাং খেয়ে মা সদাই আছে,
থাক্তে হয় মা কাছে কাছে,
ভাল-মন্দ হয় গো পাছে, সদাই মনে ভাবি ওই ॥

দিতে হয় মা নুখে তুলে,
 নয় তো খেতে যায় গো তুলে,
 খেপার দশা ভাবতে গেলে,
 আমাতে আর আমি নই ॥
 ভুলিয়ে যখন এলেম ছলে,
 ও মা, ভেসে গেল নয়ন-জলে,
 একলা পাছে যায় গো চলে,
 আপন-হারা এমন কই ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

৬৮

শরত কমলমুখে, আধ আধ বাণী মায়ের ।
 মায়ের কোলেতে বসি, শ্রীমুখে ঈষৎ হাসি,
 ভবের ভবন-সুখ ভণয়ে ভবানী ।
 কে বলে দরিদ্র হর, রতনে রচিত ঘর মা,
 জিনি কত সুধাকর শত দিনমণি ।
 বিবাহ-অবধি আর কে দেখেছে অন্ধকার,
 কে জানে কখন দিবা কখন রজনী ॥
 শুনেছ সতীনের ভয়, সে সকল কিছু নয় মা !
 তোমার অধিক ভালবাসে সুরধুনী ।
 মোরে শিব হৃদে রাখে, জটাতে লুকায়ে দেখে,*
 কা'র কে এমন আছে সুখের সতিনী ।

* দ্যাখে

কমলাকান্তের বাণী, শুন গিরিরাজ-রাণি,

কৈলাস-ভূধর ধরাধর-চুড়ামণি ।

তা যদি দেখিতে পাও, ফিরে না আসিতে চাও,

ভুলে থাক তব-গৃহে, ভূধর-রমণি ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

৬৯

ছিলাম ভাল জননি গো হরেরি ঘরে ।

কে বলে জামাই তব শ্মশানেতে বাস করে !

যে ঘরেতে বাস করি, বর্ণিতে নারি মাধুরী,

নীলকান্ত আদি করি, কত রত্ন শোভা করে ।

যেন কত রবি-শশী, উদয় হয়েছে আসি,

জানি নাই দিবা-নিশি কখন যাতায়াত করে ॥

পরেন বটে বাঘাম্বর, জামাই তব বিশ্বেশ্বর,

ভস্মমাখা কলেবর, অহি সদা শিরোপরে ।

সেই শিবের চরণে, পারিজাত আভরণে,

দেবরাজ এক মনে, মস্তক নমিত করে ॥

ঘড়ৈশ্বর্য্য আছে যাঁর, ভিক্ষা কি জীবিকা তাঁর ?

সকলে না বুঝে সার, ভিক্ষাজীবী বলে হরে ।

সত্য বটে স্বরধুনী, অগ্রজা সমান মানি,

সে দারা ভগিনী জিনি, অধিক যতন করে ॥

অধিকাচরণ গুপ্ত

গিরিরাজকে ডেকে দে গো,
আমার গৃহে গৌরী এল।
নাশিতে আঁধার-রাশি, উমা-শশী প্রকাশিল।
এই নগরে, লোক ছিল ঘরে ঘরে,
না ডাকিতে আমার ঘরে, কে বা কবে এসেছিল।
কেবল উমার আগমনে, সকলে সানন্দ মনে,
গিরিপুরবাসিগণে গিরিপুর আজ পুরে গেল।
যতনেতে দ্বিজগণ, চণ্ডী পড়ে অনুক্ষণ,
ভক্তিভাবে ঘটস্থাপন, চণ্ডী-পড়া সফল হলো।।

শ্রীধর কথক

গত নিশিযোগে আমি হে, দেখেছি যে সুস্বপন—
এল হে, সেই আমার তারাধন।
দাঁড়ায়ে দুয়ারে, বলে—‘মা কৈ, মা কৈ, মা কৈ আমার,
দেও দেখা দুখিনীরে।’

অমনি দু বাহু পসারি, উমা কোলে করি,
আনন্দেতে আমি, আমি নই।
ওহে গিরি, গা তোল হে, উমা এলেন হিমালয়।
উঠ ‘দুগা’ ‘দুর্গা’ ব’লে, দুর্গা কর কোলে,
মুখে বল, ‘জয় জয় দুগা জয়’।

কন্যা-পুত্র-প্রতি বাৎসল্য, তায় তাচ্ছিল্য করা নয় ।
 আঁচল ধ'রে তারা বলে—‘ছি মা, কি মা, মা গো, ও মা,
 মা-বাপের কি এমনি ধারা’ ?
 গিরি, তুমি যে অগতি, বুঝে না পার্বতী,
 প্রসূতির অখ্যাতি জগন্ময় ।
 মা হওয়া যত জালা, যাদের মা বলবার আছে,
 তারাই জানে ;
 তিলেক না হেরিয়ে মর্ষব্যথা পাই,
 কস্মিন্দ্র সূত্রে সদা স্নেহে টানে ।
 তোমারে কেউ কিছু বলবে না—
 দেখে দারুণ পাষণ ;
 আমার লোক-গঞ্জনা য় প্রাণ ।
 তোমার তো নাই স্নেহ, একবার ধর ধর, কোলে কর,
 পবিত্র হোক পাষণ-দেহ ।
 আহা, এত সাধের মেয়ে, আমার মাথা খেয়ে,
 তিন দিন বৈ রাখে না মৃত্যুঞ্জয় ।

রাম বসু

৭২

গা তোল, গা তোল গিরি, কোলে লও হে তনয়ারে ।
 চণ্ডী দেখে পড়াও চণ্ডী, চণ্ডী তোমার এলো ঘরে ॥
 মঙ্গল আরতি ক'রে গৃহে তোল মঙ্গলারে ।
 অমঙ্গল যত যাবে দূরে, বোধনে সম্বোধন ক'রে ॥

শান্ত পদাবলী

তারা-পূজে পেলেম তারা, ত্রিপুরাসুন্দরী তারা,
আঁখি-তারা দুঃখহরা, নয়ন জুড়াল হেরে ॥

অঙ্কিত

৭৩

গিরি, আমার গৌরী এসে বসেছে,
রূপে ভুবন আলো হয়েছে ।
মায়ের রূপের ছটা সৌদামিনী
দিন-যামিনী সমান করেছে ।

উমা আমার নয়ন-তারা, লোকে বলে 'তারা তারা'—

তারা কি তার কাছে ?

জিনি কোটি শশী বদন-শশী

কত শশী পদে পড়েছে !

ভোলানাথ আসবে নিতে—দশমীতে,
এখনি ভাবতেছি তাই মনে ।

আমার আঁধার ঘরের উজল মাণিক

ছেড়ে দিব কোন্ পরাগে ?

দুখ-পা-সরা দুঃখিনীর ধন, আমার এই উমা-রতন,
কে তারে করবে যতন ? শিব থাকে শ্মশানে ।

তাঁর বাড়ীর ভিতর ভূতের আড্ডা,

ভূতে কি আর যত্ন জানে !

রামচন্দ্র মানী

ফিরে এলে গিরি কৈলাসে গিয়ে,
 তব্ব না পাইয়ে যার।
 তোমার সেই উমা, এই এলো, সঙ্গে শিব-পরিবার।
 এখন যন্ত্রণা এড়ালে, ওহে গিরিরাজ, গঞ্জনা দূরে গেল।
 'আমার' মা কৈ, মা কৈ,' ব'লে উমা ঐ, ব্যথা হ'য়ে দাঁড়াল।
 বলে—'তোমার আশীর্ব্বাদে, আছি মা ভাল,
 দুখিনীর দুখ্ ভাবতে হবে নাই'।
 মঙ্গলার মুখে কি মঙ্গল শুন্তে পাই—
 উমা অনুপূর্ণ। হোয়েছেন কাশীতে,
 রাজরাজেশ্বর হোয়েছেন জামাই।
 শিবে এসে বলে—'মা, শিবের সেদিন আর এখন নাই।
 যারে পাগল পাগল বোলে, বিবাহের কালে,
 সকলে দিলে ধিক্কার;
 এখন সেই পাগলের সব, অতুল বৈভব,
 কুবের ভাণ্ডারী তার।
 এখন শ্মশানে মশানে, বেড়ায় না মেনে,
 আনন্দকাননে জুড়াবার ঠাই'।
 হোক্, হোক্, হোক্, উমা সুখে রোক্, সদাই হোত মনে।
 ভিখারীর ভাগ্যে পড়েছেন দুর্গে,
 তার ভাগ্যে এমন হবে কে জানে।

শান্ত পদাবলী

দুহিতার সুখ শুনিলে, গিরি,
 যে সুখ হয় গো আমার ;
 আছে যার কন্যা, সেই জানে,
 অন্যে কি জানিবে আর ।
 যদি পথিকে কেউ বলে, 'ওগো উমার মা,
 উমা ভাল আছে তোর' ;
 যেন করে স্বর্গ পাই, অমনি ধৈর্যে যাই,
 আনন্দে হ'য়ে বিভোর ।
 শুনে আনন্দময়ীর আনন্দ সংবাদ,
 আনন্দে আপনি আপনা ভুলে যাই ।

রাম বসু

৭৫

এলি গো কৈলাসেশ্বরী আমার অনুপূর্ণ ।
 তুই নাকি মা কাশীধামে জীবকে বিলাস্ অনু ।
 গিরি বলছেন আসি,
 মোক্ষময়ী শিবের কাশী,
 কাশীর গতি উমাশশী, নাই নাকি মা তোমা ভিন্ন ।
 আমি জানতাম শিব ভিখারী,
 ভিখারিণী তুই শঙ্করী ।
 শুনলাম—রাজ-রাজেশ্বরী, লোকে কয় ধন্য ।

৫৬

শুনে মনে ভাবনা এই,
 ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রসবে যেই,
 আমার কন্যা তুই কি মা সেই, জীবের যিনি দেন চৈতন্য।
 জগতের মা, 'মা' বলিস্ মা,
 এর চেয়ে কি ভাগ্য উমা,
 আমার মত কার আছে মা, কপাল প্রসন্ন।
 জগৎ ভুলে যার মায়ায়,
 ভুলেছে সে আমার মায়ায়,
 একবার কোলে মা আয়, মা আয়, মনোবাঞ্ছা করি পূর্ণ।

রসিকচন্দ্র রায়

৭৬

দেখে যা গো নগরবাসী,
 অন্ধনে উদয় আমার উমা অকলঙ্ক শশী।
 একে উমার রূপের নাহিক ত্রুটি, হেরিলে না ফেরে দিষ্টি,
 মেয়ের কাছে মেয়ে দুটি, কোটি গগন-শশী দুঘি।
 শুনেছি নারদের মুখে, সবে আমার প্রাণ-উমাকে
 ব্রহ্মময়ী ব'লে ডাকে, যোগে ভাবে যোগী-ঋষি।

শান্ত পদাবলী

অন্ধ চণ্ডীদাসে ভণে, রাণী তোমার উমাধনে
মা দেখাইলে জগজ্জনে,
কেবল আমি কি গো এত দোষী।

অন্ধ চণ্ডী

৭৭

গা তোল, গা তোল উমা, রজনী প্রভাত হলো।
মঙ্গল আরতি হবে, উঠ মা সর্বমঙ্গলে।
যামিনী হইল গত, উদয় মা দিন-নাথ,
অলসে ঘুমাবে কত, চাঁদ-বদনে 'মা' 'মা' বল।
ব্রহ্মা-আদি দেবগণ করিতেছেন আগমন,
পূজিতে ও শ্রীচরণ—করে জবা-বিষদল।
তিন দিন রাখিয়ে বুকে, করি মা জনম সফল।
তুমি মা যাবে কৈলাসে, কি উপায় এ দাসের দাসে,
নীলকণ্ঠের বার মাসে বার রিপু প্রবল হলো ॥

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়

৭৮

উঠ মা সর্বমঙ্গলে প্রভাতা হ'ল যামিনী।
পথ-শ্রান্তে কত নিদ্রা যাও গো বিধুবদনী।

কপূর-বাসিত বারি, মুখ প্রক্ষালন করি,
খাও কিছু প্রাণকুমারী করি আয়োজন।
লম্বোদর-ঘড়াননে, লক্ষ্মী-সরস্বতী-সনে,
একসঙ্গে পঞ্চজনে ভোজন কর মা ত্রিনয়নি।

অজ্ঞাত

৭৯

এসেছিঁস্ মা—থাক্ না উমা দিন কত।
হয়েছিঁস্ ডাগর-ডোগর, কিসের এখন ভয় এত ?
বলিঁস্ যদি আনি মা, জামাই,
সকালে লোক কৈলাসে পাঠাই,
সবাই মিলে করবো যতন, যোগাব তার মন-মত।
খল কপট তো নাইক তার মনে,
যে ডাকে, সে ফেরে তার সনে,
মান-অভিমান তার মনে নাই, কুচুটে তো তুই যত।
এখন বুঝি ঘর চিনেছিঁস্, তাই হয়েছিঁ পর,
কেঁদে কেঁদে ভাসিয়ে দিতিঁস্, নিতে এলে হর।
সঁপে দিছিঁ পরের হাতে, জোর আমার তো নাই তত।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

বোঝাব নায়ের ব্যথা, গণেশকে তোর আটকে রেখে ।
 . নায়ের প্রাণে বাজে কেমন, জানবি তখন আপনি ঠেকে ॥
 তো বিনা কে আছে আনার, গিরিপুরী ছিল আঁধার,
 পাঠাব না তোরে তো আর, নিতে এলে কৈলাস থেকে ॥
 জামাই সে তো পেটের ছেলে, দোষ কি হবে হেথা এলে,
 বেড়ান তিনি নেচে খেলে, রাজ্য গিয়ে আন্বে ভেকে ॥
 বেড়ায় তো সে যেথায় সেথায়, যে ডাকে, সে তার কাছে যায়,
 রাজার জামাই থাকবে চেথায়, প্রাণ জুড়াবে যুগল দেখে ।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

বিজয়া

৮১

নন্দি, গিরি-নন্দিনী—তিনরনের নরন-তার।
 তারা-হারা হ'রে আমি, হ'রে আজি রে তারা-হারা।
 যে দিন তিন দিন ব'লে গেছে রে সেই দীন-তার।
 সেই দিনে তখনি আমি দেখেছি রে দিনে তারা,
 তারা-শোকে বহিছে তারায় তাকাকারা ধারা ॥
 ব'সে যোগাসনে, সেই তারা-রূপে যা'রা আছে
 রে তারা সঁপে,
 ও রে নন্দি, তারা কি ধন জেনেছে তা'রা।
 তোরা কি এত কাল নিখা ঘরে কাল হরিলি,
 জ্ঞান হয় রে জ্ঞান-চক্ষে মোর তারা না তেরিলি,
 জলাভাবে অকুল—গিছু-কুল থেকে তোরা ॥
 দাশরথি দাস

৮২

কাল এসে, আজ উমা আমার যেতে চায়।
 তোমরা বল গো, কি করি না,
 আমি কোন্ পরাণে উমাধনে না হ'রে দিব বিদায়।
 হ'রেছিল বড় সুখ, বা'র কথা শুনে কাটে বুক,
 মাগো, তোমরা ব'লে, ক'রে বুঝাইয়ে ফাস্ত কর প্রাণ-উদার।

৬১

শান্ত পদাবলী

ছ-মাস ন-মাস নয়, এসে দশ দিনতো থাকতে হয়,—
মাগো, সে দশেতে দশমী হ'লে কি হবে আমার দশায় !
উমা হইল সন্তানের মাতা, মা'র কেমন প্রাণ বুঝলে না তা,
ওগো, পরের যে ছেলে জামাতা, এ প্রাণ কাঁদলে তার কি দায় !

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়

৮৩

শিহরি মা মনে হ'লে, কাল সকালে নিয়ে যাবে ।
মরি ত্রাসে, কৈলাসে গে কেমনে মা দিন কাটাবে ॥
রবি-শশী নাহি হেরে, ঘন মেঘে রাখে ঘেরে,
ভূতদানা তার সদাই ফেরে, মুখপানে তার কেবা চাবে ॥
ভিক্ষে ক'রে আন্লে পরে, তবে হাঁড়ি চ'ড়বে ঘরে,
মন বোঝাব কেমন ক'রে, কপালপোড়া কে ঘোচাবে ॥
আপন বোঁকে ক্ষেপা থাকে, মানুষ নয়, বোঝাব কাঁকে,
সে দেখবে কি দেখবি তাকে—নিত্য ভাং ধুতুরা খাবে ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

৮৪

কালকে ভোলা এলে বলবো—উমা আমার নাইকো ঘরে ।
কনক-প্রতিমা আমার পাঠিয়ে দেব কেমন ক'রে !
বলে বলুক যে যা বলে, মানবো না আর জামাই ব'লে ;
যায় যাবে সে, গেলে চ'লে—যা হয় তখন দেখবো পরে ।

৬২

কারু বাপের কড়ি পেয়ে, বেচে কি খেয়েছি মেয়ে,
উমা গেলে কারে নিয়ে, র'ব আর পরাণ ধ'রে।
আঁচল ধ'রে পাছে ছোট্টে, ঘুমিয়ে উমা চম্কে উঠে,
শুশুর-ঘর কি জানে মোটে, কত বকি তারি তরে ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

৮৫

আমার ঐ ভয় মনে, বিজয়া-দশমী-দিনে
অকূলে ভাসাইয়ে যাবে শিবে শিব-ভবনে।
নবমীর নিশি হ'লে অবসান,
অন্ধকার ক'রে হবে অন্তর্দান,
করিবেন দুর্গে স্বস্থানে প্রস্থান নিজ-পরিবার-সনে।
তাই করি প্রার্থনা, করি জোড় হাত,
যেন এ যামিনী আর না হয় প্রভাত,
আর যেন উদয় হয় না দিন-নাথ,
এই ভিক্ষে চরণে ॥

দুর্গাপ্রসন্ন চৌধুরী

৮৬

রজনী জননী, তুমি পোহায়ো না ধরি পায়,
তুমি না সদয় হ'লে উমা মোরে ছেড়ে যায়।

৬৩

সপ্তমী, অষ্টমী গেল, নিষ্ঠুর নবমী এল,
শঙ্করী যাইবে কাল, ছাড়িয়ে দুখিনী মায় ।
তুমি হ'লে অবসান, আমি হ'ব গতপ্রাণ,
বিজয়া-গরল-পান করিয়ে ত্যজিব প্রাণ ॥

অজ্ঞাত

৮৭

ওরে নবমী-নিশি, না হইও রে অবসান ।
শুনেছি দারুণ তুমি, না রাখ সতের মান ॥
খেলের প্রধান যত, কে আছে তোমার মত—
আপনি হইয়ে হত, বধ রে পরেরি প্রাণ ॥
প্রফুল্ল কুমুদবরে সচন্দন লয়ে করে,
কৃতাঞ্জলি হৈয়ে তোমার চরণে করিব দান ।
মোরে হৈয়ে শুভোদয়, নাশ দিনমণি-ভয়,
যেন না সহিতে হয় রে শিবের বচন-বাণ ॥
হেরিয়ে তনয়া-মুখ, পাসরিলাম সব দুঃখ,
আজি সে কেমন সুখ হতেছে স্বপন-জ্ঞান ।
কমলাকান্তের বাণী শুন ওগো গিরিরাণি !
লুকায়ে রাখ না মা'রে হৃদয়ে দিয়ে স্থান ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

৮৮

যেয়ো না রজনী, আজি ল'য়ে তারাদলে ।
গেলে তুমি, দয়াময়ি. এ পরাণ যা'বে ।

উদিলে নির্দয় রবি উদয়-অচলে,
 নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে।
 বার মাস তিতি, সতি, নিত্য অশ্রুজলে,
 পেয়েছি উমায় আমি ; কি সান্ত্বনা-ভাবে—
 তিনটি দিনেতে, কহ লো তারা-কুন্তলে,
 এ দীর্ঘ বিরহ-জ্বালা এ মন জুড়া'বে?
 তিন দিন স্বর্ণদীপ জ্বলিতেছে ঘরে
 দূর করি' অন্ধকার ; শুনিতেছি বাণী—
 মিষ্টতম এ স্রষ্টিতে এ কর্ণকুহরে।
 দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে, আমি জানি,
 নিবাও এ দীপ যদি—কহিলা কাতরে
 নবমীর নিশা-শেষে গিরীশের রাণী।

মধুসূদন দত্ত

৮৯

যেও না, যেও না, নবমী রজনী,
 সস্তাপহারিণী ল'য়ে তারাদলে।
 গেলে তুমি দয়াময়ি, উমা আমার যাবে চলে।
 তুমি হ'লে অবসান, যাবে মেনকার প্রাণ,
 প্রভাত-শিশিরে আমার ভাসাবে নয়ন-জলে।
 প্রভাত-কাকলী-গান কাঁদাবে মায়ের প্রাণ,
 উষার আলোকে প্রাণ উঠিবে রে জলে।

৬৫

শান্ত পদাবলী

হৃদয়েতে মেনকার, উমা হেন পুষ্পহার,
শুখাইবে বিজয়ার বিরহ-অনলে ।

নবীনচন্দ্র সেন

৯০

শুন গো রজনী, করি মিনতি তোমারে ।
অচলা হও আজকার তরে, অচলারে দয়া ক'রে !
সাধে কি নিষেধে দাসী, তুমি অস্তে গেলে নিশি,
অস্তে যাবে উমাশশী, হিমালয় আঁধার ক'রে ।
কি বল্‌বো তোমায় যামিনি, তুমি ত অন্তর্যামিনী,
অন্তরের ব্যথা আপনি, সকলি জান অন্তরে ॥

হরিনাথ মজুমদার (কাদ্রাল ফিকিরচাঁদ)

৯১

নবমী নিশি পোহাল, কি করি, কি করি বল ।
ছেড়ে যাবে প্রাণের উমা, দেখ না বিজয়া এল ॥
বৎসরাবধি পরে তারা, আনন্দ করিলেন ধরা,
যায় কিসে দুঃখ-পশরা আমারে বল ;
নবমী নিশি প্রভাত, একি দেখি বিপরীত,
উমা হ'য়ে চমকিত, নত শিরেতে রহিল ।
(ওহে গিরি) বাণী শুনি বজ্রাঘাত, করি শিরে করাঘাত,
কেন রে হলি প্রভাত, নবমী বল ।

পুত্র-শোকে জীর্ণ-জরা, ভুলেছিলাম পাইয়ে তারা,
 হই যদি তারা-হারা জীবনে কি ফল বল ॥
 ওহে গিরিপূরবাসী, বৎসরাবধি পরে আসি,
 ত্রিরাত্র বাস উমাশশীর করা কি ভাল !
 পুরবাসী, করে ধ'রে, বুঝাও গিয়ে মহেশেরে,
 উমা যাবেন দু দিন পরে, আজ্ঞা দেহ মহাকাল ॥
 মহামায়ার মহামায়া, মুগ্ধ করিলেন অভয়া,
 মা প্রকাশি নিজ-মায়া হ'লেন চঞ্চল ।
 কহে দীন ঋগপতি, দুঃখিতা তব প্রসূতি,
 মায়ে ভুল না পার্বতী, ত্যজ না মা হিমাচল ॥

রূপচাঁদ পক্ষী

৯২

কি হলো নবমী নিশি, হৈলো অবসান গো ।
 বিশাল ডমরু ঘন ঘন বাজে, শুনি ধ্বনি বিদরে প্রাণ গো ॥
 কি কহিব মনোদুঃখ, গৌরী-পানে চেয়ে দেখ—
 মায়ের মলিন হয়েছে অতি ও বিধু বয়ান ॥
 ভিখারী ত্রিশূলধারী যা চাহে, তা দিতে পারি ;
 বরঞ্চ জীবন চাহে, তাহা করি দান ।
 কে জানে কেমন মত, না শুনে গো হিতাহিত ;
 আমি ভাবিয়ে ভবের রীত হয়েছি পাষণী গো ॥

শান্ত পদাবলী

পরাণ থাকিতে কার, গৌরী কি পাঠানো যায় ;
 মিছে আকিঞ্চন কেন করে ত্রিলোচন !
 কমলাকান্তেরে লৈয়ে, কহ হরে বুঝাইয়ে—
 হর, আপনি রাখিলে রহে আপনার মান গো ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

৯৩

জাগায়ো না হর-জায়ায়, জয়া, তোমায় বিনয় করি ।
 যাবে ব'লে সারানিশি কাঁদিয়া পোহাল গৌরী ॥
 নিশি জেগে কাতর হ'য়ে, আছেন উমা যুমাইয়ে,
 বিঘাদে ও বিধুবদন মলিন হয়েছে মরি ॥
 নিদ্রা-ভঙ্গ হ'লে পরে, হিমালয় আঁধার ক'রে,
 উমাশশী কৈলাসপুরে যাবে পরিহরি ।
 নিতে এসেছেন হর, তাই বলি বিলম্ব কর,
 যতক্ষণ যুমায়ে থাকে, ও বিধুবদন হেরি ॥

হরিনাথ মজুমদার (কান্দাল ফিকিরচাঁদ)

৯৪

ঐ দ্বারে বাজে ডম্বুর, হর বুঝি নিতে এল ।
 নবমী না পোহাইতে অমনি এসে দেখা দিল ॥

শুন হে অচল রায়, বল গিয়ে জামাতায়,
আমি পাঠাব না উমায়, দিগম্বরে যেতে বল ।
এই জগত-মাঝারে, কন্যা গেলে বাপের ঘরে,
কার মেয়ে এমন ক'রে তিন দিনের বেশি

চার দিন না রয় ।

হর এবার যান ফিরে, উমারে রাখিব ঘরে,
এতে যদি কৃন্তিবাসের মনেতে রাগ হয়—হ'লো ॥

অজ্ঞাত

৯৫

জয়া, বল গো পাঠানো হবে না ।

হর—মায়ের বেদন কেমন জানে না ॥

তুমি যত বল আর, করি অঙ্গীকার, ও কথা আমারে ব'লো না ॥

ওগো, হৃদয়-মাঝারে রাখিব বাছারে, প্রহরী এ দুটি নয়ন ।

যদি গিরিবর আসি কিছু কয়, জয়া, তখনি ত্যজিব জীবন ॥

সবে মাত্র ধন, গৌরী মোর প্রাণ, তিন দিন যদি রয় না—

তবে কি সুখ আমার এ ছার ভবনে,

এ দুঃখে প্রাণ আমার রবে না ॥

যাতনা কেমন, না জানে কখন, বিশেষে রাজার কুমারী ।

আর কত দুঃখ পাবে সেখানে, জয়া, হর যে জনম-ভিখারী ॥

শান্ত পদাবলী

ওগো, শ্মশানে মশানে লৈয়ে যায় সে ধনে,
 আপনার গুণ কিছু জানে না ।
 আবার কোন্ লাজে হর এসেছেন লইতে ;
 জানে না যে বিদায় দেবে না ॥
 তখন জয়া কহে বাণী, শুন শৈলরাণি,
 উপদেশ কহি তোমারে ।
 কত বিরিকি-বাহিত্র ঐ পদ, তুমি তনয়া ভেবেছ যাহারে ।
 কমলাকান্তের নিবেদন ধর, শিব বিনা শিবা পাবে না ।
 যদি জামাতা শঙ্করে পার রাখিবারে,
 তবে তোমার গৌরী যাবে না ॥
 কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

৯৬

দিও না আজ উমায় যেতে, ওগো মা মেনকারাণি !
 আশুতোষে আশু তুষে, বিদায় কর গো এখনি ।
 হাসি হাসি উমা এলো, কেঁদে হলো এলোথেলো,
 কেন আজি পোহাইল নবমী রজনী ।
 ভেবে চিন্তে উমাশশী, যেন রাহুগ্রস্ত শশী,
 হানিল হৃদয়ে আসি কি শূল ত্রিশূলপাণি ।

রসিকচন্দ্র রায়

৯৭

ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে, ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার ।
 কি শুনি দারুণ কথা, দিবসে আঁধার ॥
 বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে মহাকাল,
 বেরোও গণেশ-মাতা, ডাকে বার বার ।
 তব দেহ হে পাষণ, এ দেহে পাষণ-প্রাণ,
 এই হেতু এতক্ষণ না হলো বিদার ॥
 তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন,
 হায় হায়, একি বিড়ম্বনা বিধাতার ।
 প্রসাদের এই বাণী, হিমগিরি রাজরাণী,
 প্রভাতে চকোরী যেমন, নিরাশা সুধার ॥

রামপুসাদ সেন

৯৮

আমার গৌরীরে ল'য়ে যায় হর আসিয়ে,
 কি কর হে গিরিবর, রঙ্গ দেখ বসিয়ে !
 বিনয় বচনে কত বুঝাইলাম নানামত ;
 শুনিয়া না শুনে কাণে, চোলে পড়ে হাসিয়ে ।
 একি অসম্ভব তার, আভরণ ফণিহার,
 পরিধান বাঘ-ছাল, ক্ষণে পড়ে খসিয়ে ।

৭১

আমি হে রাজার নারী, ইহা কি সহিতে পারি ?
 সোনার পুতলি দিলে পাথারে ভাসায়ে ।
 শুনি' গিরিবর কয়, জামাতা সামান্য নয়,
 অগ্নিমাди আছে যার চরণে লোটায়ে ।
 কমলাকান্তের বাণী, কি ভাব শিখররাণি,
 পরম আনন্দে গো তনয়া দেহ পাঠায়ে ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

৯৯

গিরি, যায় হে ল'য়ে হর প্রাণ-কন্যা গিরিজায় ।
 পার তো রাখ প্রাণের ঈশানী, বাঁচে পাষণী, গিরি ! যায় !!
 রবে কুমারী, হবে গিরি, আশু পূর্ণ মানস,
 দিয়ে বিলুদল যদি আশুতোষে আশু তোষ—
 হবে যাতনা দূর, দুঃখহর হর-কৃপায় ॥
 নাথ, হর-চরণে যদি ধর, দোষ নাই হে ধরাধর !
 চরণে ধ'রে তুমি হে নাথ, দিলে কন্যা যা'য়—
 ধরাতে ধরিলে পদ, হরেন অনেকের আপদ,
 মোর বচন ধর হে নাথ, ধর গঙ্গাধর-পায় ।
 ধরাতে গুণ ধরে যদি ঐ পদ-ধরায় ॥

নাথ, কিসে যাবে আর এ বেদন, ভিন্‌ হর-আরাধন,
রাখিতে ঘরে তারাধন, নাহি অন্য উপায়,—
ম'জে অসার সম্পদে, হর-পদে না সঁপে মতি,
কেন মুক্তি-কন্যা তুমি হারা হও দাশরথি,
কি হবে, কাল এলো—আজি কি কালনিশি পোহায় ॥

দাশরথি রায়

১০০

ফিরে চাও গো উমা, তোমার বিধুমুখ হেরি ;
অভাগিনী মায়েরে বধিয়ে কোথা যাও গো ?
রতন ভবন মোর আজি হৈলো অন্ধকার,
ইথে কি রহিবে দেহে এ ছার জীবন ।
এইখানে দাঁড়াও উমা, বারেক দাঁড়াও মা !
তাপের তাপিত তনু ক্ষণেক জুড়াও গো ॥
দুটি নয়ন মোর রইল চেয়ে পথ-পানে ।
বোলে যাও, আসিবে আর কত দিনে এ ভবনে ।
কমলাকান্তের এই বাসনা পূরাও—
বিধুমুখে 'মা' বলিয়ে মায়েরে বুঝাও গো ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

১০১

এস মা, এস মা উমা, বলো না আর 'যাই' 'যাই' ।
মায়ের কাছে, হৈমবতি, ও-কথা মা বোলতে নাই ॥

শান্ত পদাবলী

বৎসরান্তে আসিস্ আবার, ভুলিস্ না মায়, ও মা আমার !
 চন্দ্রাননে যেন আবার মধুর 'মা' বোল শুন্তে পাই।
 এস সব পুরবাসিনী, আনন্দে দাও হনুধ্বনি।
 উমা যে অমূল্য মণি, আর এমন ধন ঘরে নাই।
 জ্ঞান বলে গো গিরি-জায়া, সর্বত্র র'ল হর-জায়া।
 নয়ন মুদে দেখ না হৃদে, কোথা তোমার উমা নাই ?

জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ

১০২

মাগো, রজনী প্রভাত হয়েছে !
 ও মা, ডাকিছে বিহঙ্গ, পবন-তরঙ্গ
 গন্ধভরে মন্দ মন্দ যে বহিছে ॥ (পবন),
 তানু যত তনু প্রকাশ করিছে, বিদায় দিতে তোমায়
 বিজয়া বলিছে ;
 দেই কেমনে, ভেবে সেই ভাব মনে, সদা আঁখি ঝুরে ,
 আমার হৃদয় ফাটিছে ॥
 চৈতন্যরূপিণী তুমি ব্রহ্মময়ী,
 তুমি নাই যথায় এমন স্থান আর কৈ ;
 তোমায় দিলে বিদায়, সকলই যে যায় ;
 (মাগো) তোমায় অবলম্বন করি' এই জগৎ রয়েছে ॥

লোকে বলে, নিশি প্রভাত হয়েছে,
 আমি দেখি, সে ত যেমন তেমনি আছে ;
 নিশি প্রভাত হ'লে, মনের অঁধার যেত চলে ;
 (মাগো) তবে বিদায় দিত তোমায়, এমন কে আর আছে ।
 কাঙ্গাল বলে মাগো, সহজ বুঝ আমার,
 আবাহন বিসর্জন নাই তোমার ;
 তুমি নিত্য নিরঞ্জিনী, ভব-ভয়ভঞ্জিনী (মাগো),
 নিত্য হৃদিপদ্মে জাগো, পূজি হৃদি-মাঝে ॥

হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ)

জগজ্জননীর রূপ

১০৩

মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই, মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে ।
 মা বেটি কি মাটির মেয়ে, মিছে খাটি মাটি নিয়ে ॥
 করে অসি মুণ্ডমালা, সে মা-টী কি মাটির বালা,
 মাটিতে কি মনের জ্বালা দিতে পারে নিবাইয়ে ?
 শুনেছি মা'র বরণ কালো, সে কালোতে ভুবন আলো,
 মায়ের মত হয় কি কালো, মাটিতে রং মাখাইয়ে ?
 মায়ের আছে তিনটি নয়ন, চন্দ্র সূর্য্য আর হতাশন ;
 কোন্ কারিগর আছে এমন, দিবে একটি নিরমিয়ে ?
 অশিবনাশিনী কালী, সে কি মাটি খড় বিচালি ?
 সে ষুচাবে মনের কালি, প্রসাদে কালী দেখাইয়ে ॥

রামপুসাদ সেন

১০৪

তুমার ধবল হৃদে নীলিম নলিনী ।
 হর-হৃদি-মারো আমার শ্যামা মা জননী ॥
 রূপ সে তিমিররাশি, অথচ তিমির নাশি'
 উজলিছে ত্রিভুবন জিনি সৌদামিনী ॥
 সদা মনে অভিলাষ, কাটিয়ে সংসার-পাশ,
 যতনে হৃদয়ে রাখি চরণ দু-খানি ॥

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (মহারাজ)

১০৫

হের, হর-মনোমোহিনী, কে বলে রে কালো মেয়ে !

আমার মায়ের রূপে ভুবন আলো,

চোখ থাকে তো দেখ না চেয়ে ॥

বিমল হাসি ঘরে শশী, অরুণ পড়ে নখে খসি,

এলোকেশী শ্যামা ঘোড়শী ;

• ভ্রমর ভ্রমে কমল-ভ্রমে,

বিভোর ভোলা চরণ পেয়ে ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

১০৬

ক ও বিহরে, হর-হৃদি-পরে, হর-মন হরে মোহিনী ।

চমকে অরুণ রবি শশী যেন, নখরে প্রখরে আপনি ॥

শোভিত প্রপদ, দেয় মোক্ষপদ, আপদে সম্পদদায়িনী ।

চমকে নূপুর, আলো করে পুর, মণিময় পুরবাসিনী !

রজত-শিখরে, করে অসি ক'রে, শিশির-শিখর-নন্দিনী,—

যেন চরম সময়, মরমেতে হয়, কালী কালভয়বারিণী ॥*

কালিদাস চট্টোপাধ্যায় (কালী মির্জা)

‘বান্ধালীর গান’ নামক গ্রন্থে এই গানটি শ্রীধর কথকের লেখা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ‘কালী মির্জার গীতাবলী সংগ্রহে’ এই গান আছে, এবং ‘সঙ্গীত মুক্তাবলী,’ ‘সঙ্গীত কোষ’ প্রভৃতি পুস্তকেও এই গানের নীচে কালী মির্জার নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

নাচ কে রে দিগম্বরী দিগম্বর হর-হৃদি-পরে ।
 একি অপরূপ রূপের সিদ্ধু, অর্দ্ধ-ইন্দু শোভে শিরে ॥
 চপলা জিনি ত্রিনয়নী, চপলা জিনি দন্তশ্রেণী,
 চপলা জিনি শীঘ্রগামিনী, চপলা-রূপে আলো করে ॥
 অমিয়া জিনি মুখশোভা তায়, অমিয়া-সম শ্রমজল তায়,
 অমিয়া-সম পিকভাষে গায়, অমিয়া-রূপে সুধাকর ॥
 কেশরী জিনি বিক্রম জ্ঞান, কেশরী জিনি কঙ্কালী ক্ষীণ,
 কেশরী জিনি নাদ সঘন, গৌরমোহন হেরি হেরে ॥

গৌরমোহন রায়

উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে ।
 আমরা নৃত্য করি সঙ্গে ।
 দশ দিক্ আধার ক'রে মাতিল দিক্-বসনা,
 জ্বলে বহ্নি-শিখা রাঙা রসনা,
 দেখে মরিবারে ধাইছে পতঙ্গে !
 কালো কেশ উড়িল আকাশে,
 রবি সোম লুকাল তরাসে,
 রাঙা রক্তধারা বারে কালো অঙ্গে,
 ত্রিভুবন কাঁপে ভুরু-ভঙ্গে ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০৯

মদ-মত্ত মাতঙ্গিনী উলঙ্গিনী নেচে ধায় ।
 নিবিড় কুন্তলদল বিজড়িত পায় পায় ॥
 নখরে অরুণ ছোটে, পদ-চিহ্নে পদ্য ফোটে,
 মকরন্দ-গন্ধ-অন্ধ ভৃঙ্গবৃন্দ গুঞ্জি ধায় ।
 অটহাস্য অবিরত, তড়িত প্রকট কত,
 উজ্জ্বল ঝলকে আলো কালো বরণ-ঘটায় ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

১১০

ওঙ্কার মূরতি রে মন জান না কি উহারে ?
 ওই ত করেছে এই বিশ্ব-রচনা ;
 নৈলে হেন দৃশ্য আঁকিতে বল কে পারে !
 দশভুজা দেখে মায়ের ভেবেছ রূপের শেষ,
 অন্তরে দেখিলে আবার দেখিবে অনন্ত বেশ,
 অনন্ত প্রেমলোলুপা কদাচিৎ চিৎস্বরূপা,
 কচিদাকাশ কচিৎ প্রকাশ অনন্ত জগদাকারে ॥

ধরে রে সহস্র বাহু সহস্র প্রহরণ,
 সহস্র চরণে করে অজস্র বিচরণ,
 সহস্র বদনে খায়, সহস্র নয়নে চায়,
 সহস্র শ্রবণে শোনে কথা রে ;
 সহস্র শির না হ'লে, কেবা, ওরে অবোধ প্রাণ,
 এতই গরবে করে সহস্র ধারায় স্নান !

সহস্র ভাবে বিভোরা, সহজ জ্ঞানের অগোচরা,
ওই ত অহরহঃ বাস করে তোমার সহস্রারে ॥
অজ্ঞানে ভুলাতে রে মন পাতে এমন ইন্দ্রজাল,
কতু কালী-রূপে তারা করে ধরে করবাল,
কখন বা সীতা হয়, মূলে কিন্তু কিছু নয়,
ব্রহ্মাদি দেবতা কিছুই বুঝিতে নারে ।
আজ যেমন গোবিন্দের কাছে দুর্গা-রূপে এসেছে,
কাল দেখবে রাধা-রূপে শ্যামের বামে বসেছে !
তাই বলি, এই কায়া কিছু নয় শুধু মায়া,
ধরলে পরে জ্ঞানের আলো—লুকায় আবার ওঙ্কারে ॥

গোবিন্দ চৌধুরী

১১১

বিষমোজ্জ্বল জ্বালা বিভাসিত কপাল,
খল খল করালহাসিনী ।
সদ্যচ্ছেদিত নরমুণ্ড-শোভিত কর,
ঘোর গভীর কাদম্বিনী-বরণী, ভীমা ভুবনত্রাসিনী ।
অতি বিশাল বদনমণ্ডল—
লক্ লক্ রুধির-লোলুপ-রসনা,
রুধির-ধার-ফুট বিপুল দশনা,
অস্থিচৰ্ম্মসার, কঙ্কাল-হার—
বিভূষিত দিক্‌বসনা ব্যোমথ্রাসিনী ।

অতি ক্ষীণ কটি বেষ্টিত নর-কর-কিঙ্কণী,
মহাকাল-কামিনী, উৎকট আসব-পান-মগনা,
রক্তনয়না শবাসনা বিভীষণা ;
নিবিড় মেঘজাল লটপটকেশী, নরমাংসাশী—
ঈশান-মদ্দিনী টলটল মেদিনী !
ভয়ঙ্করী ভীষণা শ্মশানবাসিনী ।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

১১২

রাদ্ধা কমল রাদ্ধা করে, রাদ্ধা কমল রাদ্ধা পায়,
রাদ্ধা মুখে রাদ্ধা হাসি, রাদ্ধা মালা রাদ্ধা গায় ।
রাদ্ধা ভূষণ রাদ্ধা বসন, রাদ্ধা মায়ের ত্রিনয়ন,
কত রাদ্ধা রবি-শশী রাদ্ধা নখে প'ড়ে হায় !
পদ্ম-ভ্রমে পদতলে প'ড়ে অলি দলে দলে,
এলোকেশী কে রূপদী, ডাকলে তাপিত প্রাণ জুড়ায় ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

১১৩

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি* ।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হ'য়ে গিরিগুহাবাসী ।
অনন্ত আঁধার-কোলে, মহানির্ব্বাণ-হিল্লোলে,
চির-শান্তি পরিমল, অবিরল যায় ভাসি ।

* ও রূপরাশি ।

মহাকাল-রূপ ধরি, আঁধার-বসন পরি,
সমাধি-মন্দিরে (ও মা) কে তুমি গো একা বসি।
অভয় পদ-কমলে, প্রেমের বিজলী জলে,
চিন্ময় মুখমণ্ডলে, শোভে অটু অটু হাসি।

অঙ্কিত

১১৪

কে বলে আ মরি, তোমায় দিগম্বরী,
শবাসনা বিবসনা ভয়ঙ্করী।
জ্ঞান-নেত্রে আমি চেয়ে দেখি, তুমি
সর্বময়ী সর্বমঙ্গলা সুন্দরী।
বিশ্ব তবোদরে, তুমি বিশ্বোদরী,
পালন করি' বিশ্ব, নাম বিশ্বভরী ॥
অসীম অম্বরে সম্বরিতে নারে ; (জননী গো)
তাইতে নাম ধরেছ ব্রহ্মময়ী দিগম্বরী ॥
অম্বর-সংহারে উদ্যত অশনি,
ভক্ত-সাধকের হৃদে প্রশান্তরূপিণী।
সভয়ে অভয়া সম্পদে বিজয়া, (জননী গো)
তুমি মহানিদ্রা নিদ্রামায়া মহেশ্বরী।
লোকে দেখে তোমার চরণ-তলে শব,
আমি দেখি তোমার চরণেতেই সব ;
শিবের প্রকৃতি শিবে কর স্থিতি ; (জননী গো)
তোমার চরণ-চন্দ্রে প্রকাশ শিব চন্দ্র হরি।
হরিনাথ মজুমদার (কাদ্দাল ফিকির চাঁদ

১১৫

কে বলে কালী কাল আশীবিষ-ভূষণ—
নাহি বাস দিক্‌বাস শব-শিব-আসন ?
অরূপা ব্রহ্মরূপিণী, শ্যামা তাই শ্যামবরণী ।
সভয়ে অভয়পাণি, কৃপাহীনে কৃপাণ ॥
যিনি বিশ্ব-আবরণ, কে করে তাঁর আবরণ !
কি ছার তাঁর ভূষণ, যিনি সর্ব-নিদান ॥
চরণেতে নহে শব, প্রকৃত এ সদাশিব,
পরিহর ভ্রম-ভাব প্রেমিকের মূঢ় মন ।
যোর দৈত্য-নাশ-কালে, ভব ভীম-রূপে ভুলে,
জীবন্মুক্ত হবার ছলে করেছেন দেহ অর্পণ ॥

মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (প্রেমিক)

১১৬

কে রে বামা নিবিড়-নীরদবরণী !
পদনখে কোটি চন্দ্র তিমিরহারিণী ।
দেব দেবাদিপতি, মানসে পূজিতে মতি,
অপার মহিমা জেনে, পদ-তলে ত্রিশূলপাণি ।
জগতদুর্লভ তুমি, পুরাণে শুনেছি আমি,
অসার সংসার, সারাৎসার, হয়েছ আপনি ।
দ্বিজ নবীন ভাবে তাই, শ্রীচরণ কবে পাই,
পাইলে জনম সফল, মোক্ষপদ সামান্য গণি ॥

নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী

শান্ত পদাবলী

১১৭

নীলবরণী কে কামিনী, কন্দর্প-দর্পহারিণী,
নবধনে স্নশোভিত জিনি কোটি সৌদামিনী।

কি কাজ ঘরে নগরে, ডোব সে রূপ-সাগরে,
নাম-সুখা ধর অধরে, ভাব রে দিবা-যামিনী।

কিবা ধর্ম কাম অর্থ, মহাদেব যা'য় উন্মত্ত,
যোগীর যোগে পরম তত্ত্ব, নিত্য চিন্তেন চিন্তামণি।

অন্তর্বাহ্য শাস্ত্র তর্কে, আধারাদি ঘটচক্রে,
দেখ চন্দ্রানন অর্কে, সহস্রদল দামিনী।

যাঁর মায়ায় মুগ্ধ জীব, যাঁর কৃপায় মুক্ত শিব,

যে নামে নাশে অশিব, শ্যামাচরণে তারিণী ॥

শ্যামাচরণ বৃক্ষচারী

১১৮

জয় নীলবসনা, পদ্মাসনা বিমল উজ্জ্বল বরণে।

মধুর-হাস তমোবিনাশ, মনবিকাশ সুরণে।

নগবালা নভ নলিনীমাল, নব নীরদ কেশজাল,

নব নিশাকর-শোভিত ভাল, তড়িত জড়িত চরণে।

তন্ময়ী তারা ত্রিতাপতারিণী, শরণাগত-শমনবারিণী,

পরমা প্রকৃতি প্রমথচারিণী, দুর্গে দুখহরণে ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

১১৯

মহিষমর্দিনী-রূপে ভুবন করে উজ্জ্বল ।
 অমল কমলদল, নিন্দিত চরণ-তল,
 শশধর-নিকর নখর-রূপে প্রকাশিল ॥
 রতন নূপুর সাজে, কটি-তটে কিঙ্কিনী বাজে,
 বিরাজে যোগিনী-মাঝে করি কুতূহল ;
 • মৃদু-হাস সুরা-ভাষ সুর-নর-ত্রাস-নাশ,
 এই অকিঞ্চন-আশ, দেহি শ্রীচরণে স্থল ॥

রবুনাথ রায় (দেওয়ান)

১২০

কে ও একাকিনী, কাহার রমণী, শশি-শোভা জিনি মসীবরণী ।
 দশনে রসনা ধরা, বদনে রুধির-ধারা, করালবদনী ।
 এ নব বয়সী, ঘোররূপা মুক্তকেশী, শোভে দীর্ঘ বেণী ।
 গলে দোলে মুক্তাহার, কটি-তটে নর-কর-রচিত কিঙ্কিনী ॥
 পয়োধর পীনোন্নত, রুধির-ধারে আবৃত বিকটরূপিণী ।
 মৃত শিশু শ্রুতিমূলে, অর্দ্ধচন্দ্র সাজে ভালে, হেরি বিবসনী ॥
 অসি মুণ্ড বাম করে, দক্ষিণে অভয় বরে, রণে রণরঙ্গিনী ।
 ভীমবেশা ভয়ঙ্করী, ভব-হৃদি পদ ধরি, দক্ষিণারূপিণী ॥
 চতুর্দিকে শিবা ঘেরি, শ্মশানালয়ে শঙ্করী অটু অটু হাসিনী ।
 চন্দ্রে দেহি এই জ্ঞান, অস্তে করি তব ধ্যান কালী ত্রিনয়নী ॥

মহাতাব্ চাঁদ (মহারাজ)

নীলবরণী, নবীনা রমণী,
 নাগিনী জড়িত জটা বিভূষণী ।
 নীল নলিনী জিনি ত্রিনয়নী,
 নিরখিলাম নিশানাথ-নিভাননী ॥
 নিরমল নিশাকর-কপালিনী,
 নিরুপমা ভালে পঞ্চ রেখাশ্রেণী,
 নৃকর চারুকর সুষোভিনী
 লোল রসনী করালবদনী ॥
 নিতম্বে বেষ্টিত শার্দূল-ছাল,
 নীলপদ্ম করে করি করবাল,
 নৃমুণ্ড খর্পর অপর দ্বিকর,
 লম্বোদরী লম্বোদর-প্রসবিনী ॥
 নিপতিত পতি শব-রূপে পায়,
 নিগমে ইহার নিগূঢ় না পায়,
 নিস্তার পাইতে শিবের উপায়,
 নিত্যা সিদ্ধা তারা নগেন্দ্রনন্দিনী ॥

শিবচন্দ্র রায় (মহারাজ)

উর্দ্ধ জটাজূট গভীর-নিলাদিনী ।
 উগ্রতুণ্ড ভীমা অশিব-বিমদিনী ॥

দনুজ হাস ত্রাস, লক্ লক্ রসনা,
অসুর-শির-চুর, ভীষণ দশনা,
ধিয়া তাধিয়া ধিয়া, টল টল মেদিনী ॥
নর-কর-বেষ্টিত কপালমালিনী,
রুধির-অধরা তারা, শিশুশশী-ভালিনী,
নয়ন-অলন-আলা, সুর-হৃদি-বন্ধিনী ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

১২৩

অপরূপা কে ললনা হেরি রক্তাম্বুজাসনা,
কিঙ্কিনী মণি রচিত, মুকুট শিরোভূষণা ।
কুটিল কুন্তলজাল, আবৃত মুখমণ্ডল,
ওষ্ঠ জিত বিশ্বকল, প্রফুল্ল পঙ্কজাননা ॥
ধনুসদৃশ ব্রূ-লতা, ত্রিনয়ন-সুশোভিতা,
সহাস্য বদনান্বিতা, মধু মধুরবচনা ।
বিগলিত মুক্তাহার, যুক্ত নব পয়োধর,
হেম কর্ণপূর, মনোহর আভরণা ॥
কাক্ষিযুক্ত নিতম্বিনী, ললিত ত্রিবলিশ্রেণী,
চতুর্ভুজ-বিধায়িনী, রক্তাম্বর-পরিধানা ।
পাশাক্ষুণ যুগ্ম করে, ধনুর্বাণ শোভে অপরে,
রোমাবলী অঙ্গোপরে, উরু কদলী-তুলনা ॥
নিম্ন নাভি সরোবর, শ্রীপদ কচ্ছপাকার,
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর-বন্দিত চারু চরণা ॥

শান্ত পদাবলী

তাম্বুলপূর্ণ বদন, অঙ্গে কুঙ্কুম লেপন,
গূঢ় গুল্ফ সুশোভন, স্বচ্ছ নব দীপ্তমানা ॥
জগদানন্দ-জননী, বিশ্বাকর্ষণকারিণী,
ব্রহ্মাণ্ডে বীজরূপিণী, জবাকুসুমবরণা ।
নাশ করে দূরদৃষ্ট, মুক্ত করি ভব-কষ্ট,
চন্দ্রের এই মনোভীষ্ট, ঘোড়শী ভর-অঙ্গনা ॥

মহাতাব্ টাঁদ (মহারাজ)

১২৪

ভুবনেশ্বরী মার রূপে নাহিক ভুবনে সীমা ।
রক্তবর্ণা পদ্মাসনা, ত্রিলোচনী সুভূষণা,
প্রভাকর উত্তমাদ্ধে, অর্দ্ধভাগা চন্দ্রমা ॥
পাশাঙ্কুশ বরাভর চারি করেতে শোভয়,
অলঙ্কার মণিময়, নাহি তার উপমা ॥
মহাবিদ্যা আরাধিতে, সদাশিব সমাধিতে,
করতলে ইষ্টসিদ্ধি, অষ্টসিদ্ধি অণিমা ॥

শিবচন্দ্র সরকার

১২৫

একি রূপ নয়নে করি নিরীক্ষণ—
কে পারে স্বরূপ রূপ করিতে বর্ণন ?
জিনিযে কোটি অরূণ অঙ্গের হেরি বরণ,
বসন তরুণারূপ তাহে সুশোভন ।

উচ্চ পীন পয়োধর, তাহে বহে রক্তধার,
মুণ্ডমালা ভয়ঙ্কর গলে বিভূষণ ॥
জপমালা এক করে, জ্ঞানমুদ্রা ধরে পরে,
দ্বিকরে অভয় বরে, করেন ধারণ ॥
সহ চন্দ্রকান্তমণি, মুকুটশিরোধারিণি,
হে ভৈরবি ত্রিনয়নি, দেহি চন্দ্রে শ্রীচরণ ॥

মহাতাব্ চাঁদ (মহারাজ)

১২৬

কে ও বিবসনা, রুধিরে মগনা, রক্তবর্ণ। কার নারী।
কমল কণিকোপরি, যোনিরূপা যন্ত্র হেরি,
বিপরীত রতিকারী রতি-কাম তদুপরি ॥
তদুর্দ্ধে বিরাজমানা প্রত্যালাচরণা,
মুণ্ডমালা বিভূষণা, ত্রিনয়না শঙ্করী।
গলে অস্থিমালা স্থিতা, মুক্তকেশ-সুশোভিতা,
শিরে সর্প বিভূষিতা, লোলজিহ্বা ভয়ঙ্করী।
শিরশ্ছেদ স্বয়ং করে, বাম করতলে ধরে,
শোভিত অসি অপরে, চমৎকার মাধুরী।
ক-ঠনির্গত-ত্রিধার, রুধির তার একধার,
ধরে নিজাধরোপর, ভীমরূপা ক্ষেমঙ্করী ॥
উন্মত্তা উলঙ্গিনী, পার্শ্বদ্বয়ে দ্বিযোগিনী,
শেষ দ্বিধার-ধারিণী, বিস্তার বর্ণন করি।

শান্ত পদাবলী

করি কৃপাবলোকন, শ্রীচরণে দিও স্থান,
চন্দ্ৰের এই নিবেদন, ছিন্নমস্তা শুভকরি ॥

মহাতাব্ চাঁদ (মহারাজ)

১২৭

বিষণ্ণ! এ কার নারী চিনিতে নারি!
রুম্ববর্ণ! ধুমাবতী, পয়োধর নত অতি,
কলহ করিতে মতি, মলিনাংগু পরি।
কাকধ্বজ-রথে বালা, ক্ষুধাতুরা সচঞ্চলা,
দশনাবলি বিরলা, দীর্ঘকায়া হেরি।
শূৰ্প বাম করে ধরে, অপর সহিত বরে,
দ্বিকরে কি শোভা করে, আ মরি মরি ॥
কুটিল নাসিকা নত, নয়ন কোটরস্থিত,
চন্দ্ৰে শ্রীচরণাশ্রিত কর শঙ্করি ॥

মহাতাব্ চাঁদ (মহারাজ)

১২৮

একি রূপ অপরূপ করি নিরীক্ষণ, অসাধ্য বর্ণন।
রূপের মাধুরী হেরি জুড়াল নয়ন ॥
মণিমণ্ডপোপরে, রত্নবেদী শোভা করে,
সিংহাসন তদুপরে অতি সুগঠন।
সিংহাসনে বিরাজমান, উজ্জ্বল পীতবরণ,
পীতাম্বর পরিধান, তাহে সুশোভন ॥

কিবা শোভে আভরণ, পুষ্পমালা-বিভূষণ,
 স্নগন্ধি অঙ্গে লেপন, কুসুমচন্দন ।
 সৰ্বো শত্রু জিহ্বা ধরি, মুদগর দক্ষ করে করি,
 ক্রোধিতা হয়ে শঙ্করী করেন তাড়ন ॥
 বগলা করুণা করি, চন্দ্রে দিয়ে চরণ-তরী,
 পার কর ভব-বারি, লইলাম শরণ ॥

মহাতাব্ চাঁদ (মহারাজ)

১২৯

অপৰূপ কামিনী, নীরদ-বরণী, শশধর-আভা জিনি ।
 কলানাথ শোভা শিরে, সিংহাসনাসন করে,
 বিরাজিতা তদুপরে, চতুৰ্ভুজধারিণী ॥
 খেট খড়্গা যুগ্মা করে, পাশাঙ্কুশ ধরাপরে,
 চন্দ্রে তার কৃপা করে, হে মাতঙ্গি ত্রিনয়নি ॥

মহাতাব্ চাঁদ (মহারাজ)

১৩০

একি রূপ হেরি নয়নে, বর্ণের লাবণ্য সুদুষ্কর বর্ণনে ।
 প্রফুল্ল কমলাসন, তদুপরি কৃতাসন, চপলা-জিত বরণ,
 মৃদু হাস্য চন্দ্রাননে ॥

শান্ত পদাবলী

সুললিত চতুর্ভুজ, সব্যে অভয় অম্বুজ,
 দক্ষিণে বর সরোজ অতি সুশোভন ।
 বিগলিত মুক্তাহার, শোভা পয়োধর পর,
 কমলা করুণা কর, চন্দ্রে রাখ শ্রীচরণে ॥
 মহাতাব্ চাঁদ (মহারাজ)

১৩১

কৃষ্ণবর্ণা চতুর্ভুজা এ নারী কে ভয়ঙ্করী !
 পাষণ্ড ডমরু শূল কপাল করে করি ॥
 হিমাংশুকলা শেখরে, উর্দ্ধপিঙ্গজটা শিরে,
 শুক্ল দন্ত ভয়ঙ্করে, ভয়ানক বেশ হেরি ॥
 এই নিবেদন করি, চন্দ্র-প্রতি কৃপা করি,
 ভদ্রকালি ভয়হারি, সদয়া হও শঙ্করি ॥

মহাতাব্ চাঁদ (মহারাজ)

১৩২

ও কে রে মনোমোহিনী—

ঐ মনোমোহিনী !

চল চল চল তড়িৎ-ঘটা, মণি-মরকত-কান্তি-ছটা ।
 একি চিত্ত-ছলনা, দৈত্য-দলনা, ললনা-নলিনী-বিড়ম্বিনী ॥
 সপ্ত পেতি সপ্ত হেতি, সপ্তবিংশ নয়নী* ।
 শনিখণ্ড-শিরসি মহেশ-উরসি হরের রূপসী একাকিনী ॥

* সপ্তবিংশ পুণ্যনয়নী ।

ললাট-ফলকে, অলকা ঝলকে, নাসা-নলকে, বেসরে মণি ।
 মণি ! হেরি একি রূপ, দেখ দেখ ভূপ, সুধা-রস-কুপ বদনখানি ॥
 শূশানে বাস, অটহাস, কেশপাশ-কাদম্বিনী ।
 বামা সমরে বরদা, অসুর-দরদা, নিকটে প্রমোদা—প্রমাদ গণি ॥
 কহিছে প্রসাদ, না কর বিবাদ, পড়িল প্রমাদ, স্বরূপে গণি ।
 সমরে হবে না জয়ী রে, ব্রহ্মময়ীরে, করুণাময়ীরে বল জননী ॥

রামপুসাদ সেন

১৩৩

চলিয়ে চলিয়ে কে আসে, গলিত চিকুর আসব আবেশে,
 বামা রণে দ্রুতগতি চলে, দলে দানব-দলে, ধরি করতলে,
 গজ গরাসে ॥

কে রে কালীয় শরীরে, রুধির শোভিছে, কালিন্দীর জলে
 কিংশুক ভাসে :

কে রে নীলকমল, শ্রীমুখমণ্ডল, অর্দ্ধচন্দ্র ভালে প্রকাশে ॥
 কে রে নীলকান্ত মণি নিতান্ত, নখর-নিকর তিমির নাশে ;
 কে রে রূপের ছটায়, তড়িত ঘটায়, ঘন ঘোর রবে,
 উঠে আকাশে ।

দিতিসুতচয়, সবার হৃদয়, থর থর থর, কাঁপে হতাশে ।
 মাগো, কোপ কর দূর, চল নিজ-পুর,
 নিবেদে শ্রীরামপুসাদ দাসে ॥

রামপুসাদ সেন

রঙ্গে নাচে রণ-মাবো, কার্ কামিনী মুক্তকেশী ।
 হৈয়ে দিগম্বরী ভয়ঙ্করী, করে ধরে তীক্ষ্ণ অসি ॥
 কে রে তিমিরবরণী বামা, হৈয়া নবীনা ঘোড়শী ।
 গলে দোলে মুণ্ডমালা, মুখে মৃদু মৃদু হাসি ॥
 বিনাশে দনুজগণে, দেখে মনে ভয় বাসি ।
 দ্যাখ, শব-ছলে চরণ-তলে, আশুতোষ পড়িল আসি ॥
 কে রে, ডাকিনী যোগিনী, মায়ের সঙ্গে ফেরে অহনিশি ।
 ঘন ঘন ছহুকারে, দিতির নন্দন নাশি ॥
 কমলাকান্তের মন অন্য নহে অভিলাষী ।
 আমার কালো রূপ অন্তরে ভেবে, সদানন্দ সদা খুসী* ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

এলোকেশী এলো কে রণে, কালবরণে ।
 ত্রিলোক আলো করে, সে রূপের কিরণে ॥
 অপরূপ মনোলোভা, রণস্থল করেছে শোভা ।
 হেরিলে সে রূপের আভা, প্রভা বয় গো নয়নে ॥
 দ্বিজ শিবচন্দ্র বলে, যে হেরিনু রণস্থলে ।
 পতি তো পতিত পায় শব-রূপে চরণে ॥

শিবচন্দ্র রায় (মহারাজ)

* সুখী ।

১৩৬

কে রে বামা, বারিদবরণী, তরুণী, ভালে ধ'রেছে তরণি,
কাহারো ঘরণী, আসিয়ে ধরণী, করিছে দনুজ-জয়।
হের হে ভূপ, কি অপরূপ, অনুপ রূপ, নাহি স্বরূপ,
মদন-নিধন-করণ-কারণ, চরণ শরণ লয় ॥

বামা হাসিছে, ভাষিছে, লাজ না বাসিছে,
হুহুকার-শ্রবে সকল শাসিছে, নিকটে আসিছে,
বিপক্ষ নাশিছে, গ্রাসিছে বারণ-হয়।

বামা চলিছে, চলিছে, লাবণ্য গলিছে,
সঘনে বলিছে, গগনে চলিছে,
কোপেতে জ্বলিছে, দনুজ দলিছে, ছলিছে ভুবননয় ॥

কে রে, ললিত রসনা, বিকট দশনা,
করিয়ে ঘোষণা প্রকাশে বাসনা,
হ'য়ে শবাসনা, বামা বিবসনা, আসবে মগনা রয় ॥

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

১৩৭

ধিয়া তাধিয়া নরমালী।

ঘোরাননা রক্তদশনা রণাঙ্গনা করালী ॥

অট অট হাস, ত্রিপুর-ত্রাস,

প্রলয় জলদ ঘন গভীর ভাষ,

দন্ত বিনাশ, অম্বর হাস,
কোটি অরুণ-ছটা চরণে বিকাশ,
মানস সকাশ, আশ্রিত আশ, যামিনীরূপিণী,
অঙ্গে জগদঙ্গে, জয়ন্তী জয়দে কালী ।
অধিকে ত্র্যম্বক-কামিনী কপালী ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

১৩৮

ভুবন ভুলালে রে কার কামিনী ঐ রমণী !
বামার করে করাল শোভিছে ভাল করবাল যেন দামিনী ॥
সজল জলদ শোণিত অঙ্গে,
নাচে ত্রিভঙ্গে তাল বিভঙ্গে রে ।
মায়ের শিরে শিশুশশী ঘোড়শী রূপসী
শশিমুখি কাশীবাসিনী ॥
অটু অটু অটু হাসিছে রে,
নাশিছে দনুজ মাঠে ভাষিছে রে,
শ্রীহরেন্দ্র কহিছে, হৃদি প্রকাশিছে
তব রূপে ভব-জননী ॥

হরেন্দ্রনারায়ণ রায় (মহারাজ)

১৩৯

বিহরে রণে কে রে বামা মৃগেন্দ্রবাহনে ।
নারী হ'য়ে রণে একি রহস্য,
অনায়াসে নাশে দনুজ পশ্য,
ঈষৎ হাস্যযুক্ত আস্য, কস্য অঙ্গনে ॥

রূপে দশ দিশ দীপ্ত, দশ করায়ুধ লিপ্ত,
মহিষ-শিরসি ক্ষিপ্ত বাম-চরণে ।
নন্দকুমারে কয়, করেছে মা রিপু জয়,
বিশ্রাম কর গো মন হৃদি-পদ্মাসনে ॥

নন্দকুমার রায় (মহারাজ)

১৪০

নব জলধর কায় ।

কালো রূপ হেরিলে আঁখি জুড়ায় ॥
কপালে সিন্দূর, কটিতে ঘুঙ্গুর, রতন নূপুর পায় ।
হাসিতে হাসিতে, কত দানব দলিছে, রুধির লেগেছে গায় ॥
অতি সুশীতল চরণযুগল, প্রফুল্ল কমলপ্রায় ।
কমলাকান্তের মন নিরন্তর ভ্রমর হইতে চায় ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

মা কি ও কেমন

১৪১

তারা, তুমি কত রূপ জান ধরিতে ।
জননী গো জ্বালামুখী গিরি-দুহিতে ॥
লোমকূপে ধরাধর, হৈমবতী পরাংপর,
অশুর বিনাশ কর মা আঁখির নিমিষে ।
তুমি রাধা, তুমি কৃষ্ণ, মহামায়া, মহাবিষ্ণু,
তুমি গো মা রামরূপিণী, তুমি অসিতে ॥

রঘুনাথ রায় (দেওয়ান)

১৪২

কি খেলা খেলাও মা তুমি জীবন্ত পুতুলি-সনে,
সেই জানে তোঁর খেলার মর্গ, যে থাকে সদা তোঁর ধ্যানে ॥
রেখেছ নিখিল বিশ্ব আনন্দের বাজার সাজায়ে,
আবার আপনি খেল সে বাজারে পুরুষ প্রকৃতি হ'য়ে,
মিছে পৃথকভাবে তোমায় ভাবে জ্ঞানহীনে ॥

ও মা সর্বজীবে তুমি শিবে মাতৃরূপা হ'য়ে পাল,
আবার ভার্য্যারূপে ব্রহ্মময়ি, তুমি প্রণয়ের খেলা খেল ।
তুমি শিশু-মুরতি হ'য়ে আলো কর সূতিকা-গৃহ,
আবার খেলিয়ে নানা খেলা অন্তে শূশানে লুকাও সেই দেহ,
মিছে মায়া-ভ্রমে জীবে ঘুরাও মা ভুবনে ॥

ও মা করে করেছ রাজেশ্বর মা অতুল ধনের অধিকারী,
 করে করেছ পথের কাঙ্গাল মুষ্টিমেয় অন্তর ভিখারী,
 কেউ বা স্নেহে কাটায় নিশি পুষ্প-শয্যায় শয়ন করি,
 কেউ বা গাছের তলায় তৃণ-শয্যায় দুঃখে কাটায় মা বিভাবরী—
 সকলি তোমার খেলা বুঝেও বুঝিনে ॥

ও মা কেমন মহামায়া তোমায় পায় না বিধি-বিষ্ণু ভেবে—
 শ্মশানে ভ্রমে ভব সদা সে তোমার মায়া-প্রভাবে,
 আপনার মায়ায় আপনি তুমি যাতায়াত কর বারম্বার,
 আবার নিজে বুঝ না নিজের মায়া এমনি তোমার মায়ার বিকার—
 সে মহামায়া দ্বিজ গোবিন্দে বুঝিবে কেমনে ॥

গোবিন্দ চৌধুরী

১৪৩

মা বসন পর ।

বসন পর, বসন পর, মাগো, বসন পর তুমি ।
 চন্দনে চর্চিত জবা পদে দিব আমি গো ॥
 কালীঘাটে কালী তুমি, মাগো কৈলাসে ভবানী ।
 বৃন্দাবনে রাধাপ্যারী, গোকুলে গোপিনী গো ॥
 পাতালেতে ছিলে মাগো হয়ে ভদ্রকালী ।
 কত দেবতা করেছে পূজা, দিয়ে নরবলি গো ॥
 কার বাড়ী গিয়েছিলে মাগো, কে করেছে সেবা ।
 শিরে দেখি রক্তচন্দন, পদে রক্তজবা গো ॥

ডানি হস্তে বরাভয়, মাগো বাম হস্তে অসি ।
 কাটিয়া অশুরের মুণ্ড করেছ রাশি রাশি গো ॥
 অসিতে রুধির-ধারা, মাগো গলে মুণ্ডমালা ।
 হেঁটমুখে চেয়ে দেখ, পদতলে ভোলা গো ॥
 মাথায় সোনার মুকুট, মাগো ঠেকেছে গগনে ।
 মা হ'য়ে বালকের পাশে উলঙ্গ কেমনে গো ॥
 আপনি পাগল, পতি পাগল, মাগো আরও পাগল আছে—
 দ্বিজ রামপ্রসাদ হয়েছে পাগল, চরণ পাবার আশে গো ॥

রামপ্রসাদ সেন

১৪৪

কালী হলি মা রাসবিহারী

নটবর-বেশে বৃন্দাবনে ।

পৃথক্ প্রণব নানা লীলা তব, কে বুঝে এ কথা বিষম ভারি ।
 নিজ-তনু আধা, গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ, আপনি নারী ।
 ছিল বিবসন কাটি, এবে পীত ধটি, এলোচুল চুড়া বংশীধারী ॥
 আগেতে কুটিল নয়ন-অপাদ্ধে মোহিত করেছ ত্রিপুরারি ।
 এবে নিজে কাল, তনু রেখা ভাল, ভুলালে নাগরী,
 নয়ন ঠারি ॥

ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবন-ত্রাস, এবে মৃদু-হাস,
 ভুলে ব্রজকুমারী ।

আগে শোণিত-সাগরে নেচেছিলে শ্যামা,
 এবে প্রিয় তব যমুনা-বারি ॥

প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাসিছে,* বুঝোছি জননী মনে বিচারি—
মহাকাল কানু, শ্যামা শ্যাম তনু, একই সকল, বুঝিতে নারি ॥

রামপুসাদ সেন

১৪৫

জান না রে মন, পরম কারণ, কালী কেবল মেয়ে নয় ।
মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ, কখন কখন পুরুষ হয় ॥
হয়ে এলোকেশী, করে লোয়ে অসি, দনুজ-তনয়ে করে সভয় ।
কভু ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী,
ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয় ॥

ত্রিগুণ ধারণ করিয়ে কখন, করয়ে স্বজন-পালন-লয় ।
কভু আপনার মায়ায় আপনি বাঁধা, যতনে এ ভব-যাতনা সয় ।
যে রূপে যে জনা করয়ে ভাবনা, সে রূপে তার মানস রয় ।
কমলাকান্তের হৃদি-সরোবরে, কমল-মাঝারে করে উদয় ॥†

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

* ভাষিছে ।

† ১২৯২ সালে প্রকাশিত “কমলাকান্ত পদাবলী” পুস্তক হইতে ইহা সংগৃহীত হইয়াছে; কিন্তু অন্যত্র এই গানের এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়—

জান না রে মন, পরম কারণ, শ্যামা শুধু মেয়ে নয় ।
সে যে মেয়ের বরণ করিয়া ধারণ,
কখন কখন পুরুষ হয় ॥

অভেদে ভাব রে মন কালা আর কালী ।
 মোহন মুরলীধারী চতুর্ভুজা মুণ্ডমালী ॥
 কালী কি কালা বলিলে, কালে ছোঁয় না কোন কালে,
 কালের কত্রী কালী সেই, কালা আমার মা কালী ॥
 কভু শিব, কভু শক্তি, পুরুষ আর প্রকৃতি,
 ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা-মূর্ত্তি, কভু কাল, কভু যে কালী ।
 অপার লীলা বুঝিতে, কে পারে এ ত্রিজগতে,
 হন উদয় যার হৃদেতে, সে জানে এক সকলি ॥
 শৈব, গাণপত্য, শাক্ত, সৌর আর যে বিষ্ণু-ভক্ত,
 প্রভেদ ভাবিলে ব্যর্থ, বৃথা সে দলাদলি;—

কভু বাঁধে ধড়া, কভু বাঁধে চুড়া,
 ময়ূরপুচ্ছ শোভিত তায় ।
 কখন পার্বতী, কখন শ্রীমতী,
 কখন রামের জানকী হয় ।
 হয়ে এলোকেশী, করে লয়ে অসি,
 দানবচয়ে করে গভয় ॥
 কভু বুজপুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী,
 বুজবাসীর মন হরিয়ে লয় ।
 যে রূপ যে জন, করয়ে ভজন,
 সেই রূপ তার মানসে রয় ।
 কমলাকান্তের হৃদি-সরোবরে,
 কমল-মাঝে কমল হয় উদয় ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব রাম, দুর্গা। কালী রাধা শ্যাম,
সবে এক, একে সব, একের বলে সবাই বলী ॥

রামলাল দাস দত্ত

১৪৭

ও জননি, অপরা জন্ম-জরা-হরা জননী।
• অপারে ভব-সংসারে, এক তরুণি।
অজ্ঞানেতে অন্ধ জীব, ভেদ ভাবে শিবা শিব,
উভয়ে অভেদ পরমাত্মরূপিণী।
মায়াতীত নিজে মায়া, উপাসনা-হেতু কায়া,
দয়াময়ী বাঞ্ছাধিক ফলদায়িনী।
আনন্দকাননে ধাম, ফল কি তারিণী নাম,
যদি জপে দেহান্তে শিব মানি।
কহিছে প্রসাদ দীন, বিষয় স্ক্রিয়াহীন,
নিজ-গুণে তারয় ত্রিলোকতারিণি ॥

রামপ্রসাদ সেন

১৪৮

(আমার) মা নয় সামান্য মেয়ে।
আছে আঁধারে আলো করিয়ে ॥
দেবঘি মহঘি কত আছে মায়ের পদ চেয়ে,
শিব হয়েছেন শমন-জয়ী আমার মায়ের চরণ পেয়ে ॥

শান্ত পদাবলী

আমার মাকে ডাকে যে-জন ভক্তিভাবে মা বলিয়ে,
 ধ্রুবলোক যায় সে ধ্রুব, দিব্য বিমানে চড়িয়ে ।
 (মায়ের) চরণ লাগি গৃহত্যাগী মহাযোগী বিভোর হ'য়ে
 আছেন চরণ দুটি বক্ষে ধরি ভোলানাথ ভূমে পড়িয়ে ॥
 আমার মায়ের মতন যে আর নাইকো ভবে দুটি মেয়ে ।
 সৃজে পালে নাশে ভুবন, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব হইয়ে ।
 রাম বলে, তাঁয় ভাবে যে-জন সর্বেশ্বরী মা জানিয়ে,
 সে ভবের হাটে কেনা-বেচা এই বারেই যায় শেষ করিয়ে ॥

রামলাল দাস দত্ত

১৪৯

সদানন্দময়ী কালী, মহাকালের মনোমোহিনী গো মা !
 তুমি আপন-সুখে আপনি নাচ, আপনি দেও মা করতালি ॥
 আদিভূতা সনাতনী, শূন্যরূপা শশি-ভালী ।
 যখন ব্রহ্মাও না ছিল হে মা, মুণ্ডমালা কোথায় পেলি ॥
 সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী, যন্ত্র আমরা তন্ত্রে চলি ।
 তুমি যেমন রাখ তেমনি থাকি, যেমন বলাও তেমনি বলি ।
 অশান্ত কমলাকান্ত বলে দিয়ে গালাগালি—
 এবার সর্বনাশি, ধ'রে অসি, ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটোই খেলি ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

১৫০

রাজার মেয়ে রাজনন্দিনি, মুণ্ডমালা পেলে কোথায় ?
 যখন অসুরগুলো ছিল না মা, তখন কি মা পরতে গলায় ?

মা কি ও কেমন

যখন ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সবে, তোমায় না জানতেন ভবে,
তখন কোথা ছিলে তারা তুমি, নাম ছিল কি বল আমায় ?
রূপাদি না হতে সৃষ্টি, তুমি হতে কিরূপ দৃষ্টি,
তখন ক'টা হাতে কি বেশেতে কার ধ্যানেন্তে থাকতে কোথায় ?
পৃথিবী হয়নি তখন, চন্দ্র সূর্য্য ছিল না, মন,
(তখন) ঘোর অন্ধকার ভূতে কি ভাবে কে দেখতো তোমায় ?
তারিণী, মা, যে ভাব ভেবে, পাগল হয়ে তোমায় ভাবে,
মা, তুমি বুঝাও তব আসল ভাবে, ভবানন্দময়ি, আমায় ।

তারিণীপসাদ জ্যোতিষী

১৫১

মন, তুমি এ কালো মেয়ে কোন্ সাধনায় পেলেন বল !
কালো রূপের আভা দেখে, নয়ন মন সব ভুলে গেল ॥
ছিল বামা কার ঘরে, কেমন করে আলি তারে ?
কালো নয়, পূর্ণিমার শশী হৃদয়-মাঝে করে আলো ।
অরুণ যেমন প্রভাতকালে, তেমনি মায়ের চরণ-তলে ;
দ্বিজ শম্ভুচন্দ্র বলে, ও পদে জবা দিলে সাজে ভাল ॥

শম্ভুচন্দ্র রায় (কুমার)

১৫২

মজিল মন-ভ্রমরা, কালী-পদ-নীলকমলে ।
যত বিঘয়-মধু তুচ্ছ হৈল, কামাদি কুসুম সকলে ॥

১০৫

শান্ত পদাবলী

চরণ কালো ভ্রমর কালো, কালো কালোয় মিশে গেল ;
 দেখ, সুখ দুখ সমান হোলো, আনন্দ-সাগর উথলে ॥
 কমলাকান্তের মনে, আশা পূর্ণ এত দিনে ।
 দেখ, পঞ্চ-তত্ত্ব প্রধান মত্ত, রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

১৫৩

আমি ঐ ভয়ে মুদিনে আঁখি ।
 নয়ন মুদিলে পাছে তারা-হারা হয়ে থাকি ॥
 যখন থাকি শয়নে, তখন ঐ ভয় মনে,
 না হেরে হারাই পাছে, চাহিয়ে ঘুমায়ে থাকি ।

কালিদাস চট্টোপাধ্যায় (কালী মির্জা)

১৫৪

জেনেছি তোমারে তারা, কেমনে বলিতে পারি ।
 'নাহি জানি মা তোমারে'—এ ভাবও ভাবিতে নারি ॥
 প্রপঞ্চে জড়িত আমি, চৈতন্যরূপিণী তুমি,
 কেমনে ধরিব তোমায় সঙ্কটে পড়েছি ভারি ।
 চপলা-প্রকাশ হেন নয়ন-নিমেষ যেন
 'ইতি ইতি' মাত্র মাগো অরূপ রূপ নেহারি ॥
 ধরিয়া রাখিতে যাই, খুঁজিয়া নাহিক পাই,
 এই আছ, এই নাই, (মা) কিছুই বুঝিতে নারি ॥

বুদ্ধির আলোক জ্বলে, সন্ধান করিতে গেলে,
কল্পনা (এবিন্যা) কুহকে ফেলে মা, যতই দেখি কঙ্কিকারি।
জানি যে এমনো নয়, না জানি কেমনে হয়,
দুরূহ এ তত্ত্ব—তবু সুধামাখা, বলিহারি !

বীরেশ্বর চক্রবর্তী

১৫৫

জননী, জগৎমোহিনী, জীব-নিস্তারিণী ;
ও মা তোমারি মহিমা, কে করিবে সীমা,
অনাদ্যা তুমি মা অনন্তরূপিণী ॥

তোমারি মায়াতে ব্রহ্মাণ্ড-বিকাশ,
বিশ্ব বায়ু বারি বহি কি আকাশ,
যেখানে যা দেখি তোমারি প্রকাশ—জননী গো—
সত্তারূপে তুমি জ্ঞানদায়িনী ॥

রবি নিশাকর নক্ষত্র-নিকর,
আকাশে প্রকাশে হাসে মনোহর,
দেখিতে তোমায় ভ্রমে নিরন্তর—অরূপিণি—
অনন্ত অম্বর চিত্রকারিণী ॥

দেখিতে তোমায় সাগরানুরাশি,
উত্তাল তরঙ্গে ধায় দিবা-নিশি,
বনে রাশি রাশি, কুসুম হাসি হাসি—চেয়ে রয় গো—
দেখিবার তরে তোমায় তারিণী ॥

শান্ত পদাবলী

প্রবল পবন দেশে দেশে ধায়,
আনন্দে মাতিয়া তব গুণ গায়,
তরু লতা পাতা সবারে নাচায়—দেখি তায় গো—
আপনি নাচিয়া কাঁপায় মেদিনী ॥
চিত্তাময়ী তারা ব্যাপ্ত চরাচরে,
তবু না চিনিলাম চিনুয়ী মা তোরে,
গুপ্তরূপে পরিব্রাজকের অন্তরে—দেখা দে মা—
মদন-মর্দন মনোহারিণী ।

কৃষ্ণপুস্প সেন (পরিব্রাজক)

ভক্তের আকৃতি

১৫৬

ভবের আসা খেলব পাশা, বড়ই আশা মনে ছিল ।
 মিছে আশা, ভান্দা দশা, প্রথমে পাঁজুরি* পলো ॥
 প'বার আঠার ঘোল, যুগে যুগে এলেম ভাল,
 শেষে কচচা বার পেয়ে মাগো পাঁজা † ছকায় বদ্ধ হলো ॥
 ছ-দুই আট, ছ-চার দশ, কেহ নয় মা আমার বশ ।
 আমার খেলাতে না হলো বশ, এবার বাজী ভোর হলো ॥
 হৃদ হলো চোদ্দ পোয়া, বদ্ধ পথে যায় না যাওয়া ।
 রামপ্রসাদের বুদ্ধিদোষে পেকেও ফিরে কেঁচে এলো ॥

রামপ্রসাদ সেন

১৫৭

কেবল আসার আশা, ভবে আসা, আসা মাত্র হলো ।
 যেমন চিত্রের পদ্যোতে পড়ে, ভ্রমর ভুলে র'লো ॥
 মা, নিম খাওয়ালে চিনি ব'লে, কথায় করে ছলো ।
 ও মা, মিঠার লোভে, তিত মুখে সারাদিনটা গেল ॥
 মা খেলবি ব'লে, ফাঁকি দিয়ে নাবালে ভূতলে ।
 এবার যে-খেলা খেলালে মাগো, আশা না পূরিল ॥

* পঞ্জুড়ি ।

† পঞ্জা ।

শান্ত পদাবলী

রামপ্রসাদ বলে, ভবের খেলায়, যা হবার তাই হলো ।
এখন সন্ধ্যাবেলায়, কোলের ছেলে, ঘরে নিয়ে চলো ॥

রামপ্রসাদ সেন

১৫৮

শুকনা তরু মুঞ্জরে না, ভয় লাগে মা, ভাঙ্গে পাছে ।
তরু পবন-বলে সদাই দোলে, প্রাণ কাঁপে মা, থাকতে গাছে ॥
বড় আশা ছিল মনে, ফল পাব মা, এই তরুতে ।
তরু মুঞ্জরে না, শুকায় শাখা, ছটা আগুন বিগুণ আছে ॥
কমলাকান্তের কাছে ইহার একটি উপায় আছে ।
জন্ম-জরা-মৃত্যুহরা তারা নামে ছেঁচলে বাঁচে ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

১৫৯

আমি তাই অভিমান করি,
আমায় করেছ গো মা সংসারী ॥
অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই সংসার সবারি ।
ও মা তুমিও কোন্দল কোরেছ বলিয়ে শিব ভিখারি ।
জ্ঞান-ধর্ম শ্রেষ্ঠ বটে, দান ধর্মোপরি ।
ও মা বিনা দানে মথুরা-পারে যান্নি সেই ব্রজেশ্বরী ॥
নাতোয়ানী কাচ কাচো মা, অঙ্গে ভস্মা ভূষণ পরি ।
ও মা কোথায় লুকাবে বল, তোমার কুবের ভাগুরী ॥
প্রসাদে প্রসাদ দিতে মা, এত কেন হ'লে ভারি ।
যদি রাখ পদে, থেকে পদে, পদে পদে বিপদ সারি ॥

রামপ্রসাদ সেন

১৬০

আমি অই খেদে খেদ করি—

ঐ যে মা থাকিতে আমার, জাগা ঘরে হয় চুরি ।

মনে করি তোমার নাম করি, আবার সময়ে পাশরি ।

আমি বুঝেছি, পেয়েছি আশয়, জেনেছি তোমার চাতুরী ॥

কিছু দিলে না, পেলো না, নিলে না, খেলে না,

সে দোষ কি আমারি ?

যদি দিতে—পেতে, নিতে—খেতে, দিতাম—খাওয়াইতাম

তোমারি ॥

যশঃ অপযশ সুরস কুরস, সকল রস তোমারি ।

ও গো রসে থেকে রস-ভঙ্গ কেন কর রসেশ্বরী ?

প্রসাদ বলে, মন দিয়াছ মনেরি* আঁখ ঠারি ।

ও মা তোমার সৃষ্টি দৃষ্টি-পোড়া, মিষ্টি ব'লে ঘুরে মরি ॥

রামপুসাদ সেন

১৬১

জানি, জানি গো জননি, যেমন পাষণের মেয়ে !

আমারই অন্তরে থাক মা, আমারে লুকায়ে ॥

প্রকাশি আপন মায়া, সৃজিলে অনেক কায়া,

বান্ধিলে নিগুণ ছায়া, ত্রিগুণ দিয়ে ।

কার প্রতি সুমতি, কুমতি হও মা কার প্রতি,

আপনারো দোষ ঢাক কারে দোষ দিয়ে ॥

* মনেরে ।

শান্ত পদাবলী

মা, না করি নিব্বাণে আশ, না চাহি স্বর্গাদি বাস,
নিরখি চরণদুটি হৃদয়ে রাখিয়ে।
কমলাকান্তের এই নিবেদন ব্রহ্মময়ি,
তাহে বিড়ম্বনা কর মা, কি ভাব ভাবিয়ে ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

১৬২

এখনো কি ব্রহ্মময়ি, হয়নি মা তোর মনের মত ?
অকৃতি সন্তানের প্রতি বঞ্চনা কর মা কত ॥
দম্ দিয়ে ভবে আনিলি, বিষয়-বিষ খাওয়াইলি,
সংসার-বিষে জলি যত, দুর্গ। দুর্গ। বলি তত,
বিষ হর মা বিষহরি মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু হত।
জ্ঞান-রত্ন দিয়েছিলি, মসিল দে তসিল করিলি,
হিসাব করে দেখ মা তারা, দুঃখের ফাজিল বাকি কত ॥*

রামকৃষ্ণ রায় (মহারাজ)

* এই গানটি কোনও কোনও সঙ্গীত-পুস্তকে গৌরমোহন রায়ের রচিত বলিয়া একটু পরিবর্তিত-আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

এখনো কি ব্রহ্মময়ি, হয় নাই মা তোর মনের মতন,
অকৃতি সন্তানের প্রতি যন্ত্রণা আর দিবি কত ?
জ্ঞান-রত্ন দিয়েছিলি, মসিল তসিল করিলি,
হিসাব কোরে দেখ দেখি মা,
আমার দুঃখের বাকি কত।
ভুলাইয়ে ভবে আনিলি, বিষয়-বিষ খাওয়াইলি,
বিষের আলায় সদা জলি, দুর্গ। বলে ডাক্ব কত।

১৬৩

মা গো তারা ও শঙ্করি,
কোন্ অবিচারে আমার 'পরে, করলে দুঃখের ডিক্রী জারি ?
এক আসামী ছয়টা প্যাদা, বল মা কিসে সামাই করি ।
আমার ইচ্ছা করে, ঐ ছয়টারে, বিষ খাওয়াইয়ে প্রাণে মারি ॥
প্যাদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তার নামেতে নিলাম জারি ।
ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ পান্ডিত্য, তারে দিলে জমিদারী ॥
হজুরে দাঁরখাস্ত দিতে, কোথা পাব টাকা কড়ি ।
আমায় ফিকিরে ফকির বানায়ে, বসে আছ রাজকুমারী ॥
হজুরে উকিল যে জনা, ডিসমিসে তাঁর আশয় ভারি ।
ক'রে আসল সন্ধি, সওয়াল বন্দি, যেকপে মা আমি হারি ॥
পালাইতে স্থান নাই মা, বল কিবা উপায় করি ।
ছিল স্থানের মধ্যে অভয় চরণ—তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি ॥

রামপ্রসাদ সেন

১৬৪

তারা, কোন্ অপরাধে, এ দীর্ঘ মেয়াদে, সংসার-গারদে থাকি বল ?
মসিল ছয় দূত, তসিল করে কত, দারা-সুত পায়ের শৃঙ্খল ॥
দিয়ে মায়া-বেড়ি পদে, ফেলেছ বিপদে, সম্পদে হারালেম মোক্ষফল ।
এবার হল না সাধনা, ও মা শবাসনা, সংসার-বাসনা বড়ই প্রবল ॥
প্রাতঃকালে উঠি, কতই যে মা খাটি, ছুটাছুটি করি ভূমণ্ডল ।
হ'য়ে অর্থ অভিলাষী, আনন্দেতে ভাসি, সর্বনাশী

জানিস্ কতই ছিল ॥

১১৩

শান্ত পদাবলী

আনি ভূমণ্ডলে, কতই দুঃখ দিলে, নীলাশ্বরের জলে দুঃখানল ।
আর বাঁচিতে সাধ নাই, বাসনা সদাই, ফণী ধ'রে খাই হলাহল ॥

নীলাশ্বর মুখোপাধ্যায়

১৬৫

মা আমার ঘুরাবে কত,
কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত ?
ভবের গাছে বেঁধে* দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত ।
তুমি কি দোষে করিলে আমার, ছ'টা কলুর অনুগত ॥
মা-শব্দ মমতায়ুত, কাঁদলে কোলে করে স্নত,—
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা, আমি কি ছাড়া জগত ?
দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে, তরে গেল পাপা কত ।
একবার খুলে দে মা চোখের ঠুলি, দেখি
শ্রীপদ মনের মত† ॥

কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখনতো ।
রামপ্রসাদের এই আশা মা, অন্তে থাকি পদানত‡ ॥

রামপ্রসাদ সেন

* জুড়ে ।

† দুটি অভয় পদ ।

‡ প্রসাদ যে কুপুত্র মা তোর, ক'রে রেখে পদানত ।

১৬৬

অকারণে বৃথা ভ্রমে ভ্রমি কাল যায় ।
 সব সুখ-সম্পদ, তোমার অভয় পদ,
 কেন মন নাহি ডুবে তায় ॥
 মতি চঞ্চল অতি দূরিত দুরাশয়,
 বিষয়-বাসনা নাহি যায় ।
 নন্দকুমারে রিপুগণে কি করিতে পারে,
 তব কৃপা-লেশ যদি হয় ॥

নন্দকুমার রায় (মহারাজ)

১৬৭

ম'লেম ভূতের বেগার খেটে,
 আমার কিছু সম্বল নাইকো গেঁটে ।
 নিজে হই সরকারী মুটে, মিছে মরি বেগার খেটে ।
 আমি দিন-মজুরী নিত্য করি, পঞ্চভূতে খায় গো বেঁটে ॥
 পঞ্চ ভূত, ছয়টা রিপু, দশেন্দ্রিয় মহা লেঠে,
 তারা কারো কথা কেউ শুনে না, দিন তো আমার গেল যেটে ॥
 যেমন অন্ধ জনে হারা-দণ্ড পুনঃ পোলে ধরে এঁটে ।
 আমি তেমি মত ধরতে চাই মা, কল্প-দোষে যায় গো ছুটে ॥
 প্রসাদ বলে, ব্রহ্মময়ি, কর্ণডুরি দে না কেটে ।
 প্রাণ যাবার বেলা এই করো মা, ব্রহ্মরন্ধু যায় যেন ফেটে* ॥

রামপুসাদ সেন

* যেন ব্রহ্মরন্ধু যায় গো ফেটে ।

১৬৮

আর কত কাল ভুগ্বো কালী, হ'য়ে আমি কুয়োর ঘড়া ।
 এই ভব-কুপে, কোনরূপে নিবৃত্তি নাই ওঠা-পড়া ॥
 আশী লক্ষ পাটে ঠেকে সর্ব্বাঙ্গে পড়েছে কড়া ।
 আবার গলায় কশা, শঙ্ক ফাঁসা, মায়া-মোহ দড়ি-দড়া ॥
 যুগে যুগে ম'লেম ভুগে, কিছুতে নাই নড়া-চড়া ।
 শীতে কাঁপি, জলে ভিজি, রোদেতে হই বেগুন-পোড়া ॥
 রোগ-ছিদ্রতে, কাল নিদ্রাতে, যখন থাকি হ'য়ে খোঁড়া ।
 জীবাত্মা-কাঁসারি বেটা, অমনি এসে দেয় মা জোড়া ॥
 কি অপরাধ করেছি মা, এত কেন শাস্তি কড়া ।
 কবি কয়, তোর পায় পড়ি, আর করো না ফাড়াছোঁড়া ॥

প্যারীমোহন কবিরত্ন

১৬৯

আর কতদিন ভবে থাকিব মা ?
 পথ চেয়ে কত ডাকিব মা ?
 (তুমি) দেখা ত দিলে না, কোলে ত নিলে না,
 কি আশে পরাণ রাখিব মা ?
 (আমায়) কেহ ত আদর করে না গো,
 পতিতে তুলিয়া ধরে না গো,
 (মম) দুখে কারো আঁখি ঝরে না গো,
 তবু মোহ নাহি টুটে, ঘুম নাহি ছুটে,
 আর কতদিনে জাগিব মা ?

(আমি) শত নিষ্ঠুরতা সহিয়া গো,
হৃদয়-বেদনা বহিয়া গো,
কত কেঁদেছি তোমারে কহিয়া গো ;—
(আমি) আঁধারে পড়িয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
আর কত ধূলো মাখিব মা !

রজনীকান্ত সেন

১৭০

চিন্তাময়ী তারা তুমি, আমার চিন্তা করেছ কি ?
নামে জগৎ-চিন্তাময়ী, ব্যাভারে কৈ তেমন দেখি !
প্রভাতে দাও বিষয়-চিন্তে, মধ্যাহ্নে দাও জঠর-চিন্তে,
ও মা শয়নে দাও সর্ব চিন্তে,
বল্ মা তোরে কখন ডাকি ॥
অচিন্ত্যরূপিণী মেয়ে, পরম চিন্তামণী পেয়ে,
রয়েছ নিশ্চিত হ'য়ে, শত্রুচাঁদকে দিয়ে ফাঁকি ॥

শত্রুচন্দ্র রায় (কুমার)

১৭১

বল্ মা আমি দাঁড়াই কোথা,
আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা ।
মার সোহাগে বাপের আদর, এ দৃষ্টান্ত যথা-তথা ।
যে বাপ বিমাতাকে শিরে ধরে,
এমন বাপের ভরসা বৃথা ॥

শান্ত পদাবলী

তুমি না করিলে কৃপা, যাব কি বিমাতা যথা ?

যদি বিমাতা আমায় করেন কোলে,

দূরে যাবে মনের ব্যথা ॥

প্রসাদ বলে এই কথা, বেদাগমে আছে গাঁথা—

ও মা যে-জন তোমার নাম করে,

তার কপালে ঝুলি-কাঁথা ॥

রামপ্রসাদ সেন

১৭২

ব্যাভারেতে জানা গেল

তুমি যে অতি কৃপণা ।

ভক্তেরে সর্বস্ব দাও মা

আগমেতে কেবল শোনা ॥

প্রকাশিয়া ভূমণ্ডল

কারে কি দিয়েছ বল ।

দেবার মধ্যে মায়াজালে

বদ্ধ করে দাও যাতনা ॥

অনুপূর্ণ। নাম শুনি,

ভিক্ষা করেন শূলপাণি ।

পেটের জ্বালায় গরল খেলেন,

দিক্বাস বসন বিনা ॥

কুবেরের মা তোমায় বলে,
হাড়ের মালা কেন গলে ।
কাল-ফণী-বিভূষণা
(মা তোর) যত বিভব গেল জানা ॥
প্রেমিক বলে, ও মা কালী,
অনেক দুঃখে এ সব বলি ।
টাকা কড়ি চাই না শ্যামা,
দেখা দিতে তাও পার না ॥

মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (প্রেমিক)

১৭৩

ফিরিয়ে নে তোর বেদের ঝুলি ।
ও মা মজাসনে আর আমায় কালী ॥
ভোজের খেলা খেলতে ভবে
আমারে একলা পাঠালি ।
ও মা কি ভাব ভেবে বল্ না শিবে,
ভানুমতীরে জুটিয়ে দিলি ॥
মায়ায় মজে বেদে সেজে
বারে বারে যতই খেলি ;
মা তোর এমনি অবশ্নেয়ে ঝুলি—
খেলার জিনিষ হয় না খালি ॥

শান্ত পদাবলী

মনে করি খেলবো না আর,
 ভানুমতীরে ছাড়তে বলি ।
 ও মা এমনি কুহকিনীর কুহক—
 আবার তার কুহকে ভুলি ॥
 এমন সর্ব্বনেশে মায়া
 মহামায়া কোথায় পেলি !
 আমি আর যে পারি নে শ্যামা,
 ব'লেতে আশ্বারামের বুলি ॥
 প্রেমিক বলে, কি ব'লে মা
 তনয়ে বেদে সাজালি ।
 ও মা দয়াময়ি, দয়াময়ীর নামে
 কালী কালি দিলি ॥

মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (প্রেমিক)

১৭৪

যে ভাল করেছ কালী, আর ভালতে কাজ নাই,
 ভালয় ভালয় বিদায় দে মা, আলোয় আলোয় চলে যাই ।
 মা তোমার করুণা যত, বুঝিলাম অবিরত ;
 জানিলাম শত শত, কপাল ছাড়া পথ নাই ।
 জ্বঠরে দিয়াছ স্থান, ক'র না মা অপমান ।
 কিসে হবে পরিত্রাণ, নরচন্দ্র ভাবে তাই ॥

নরচন্দ্র রায় (কুমার)

১৭৫

মা, তোমার নাইকো মায়া হর-জায়া ত্রিনয়নী ।
 মার মত কি ব্যাভার মা তোর ? কেঁদে কাটাই দিন-যামিনী ।
 তোর যদি মা থাকতো যতন, তা'হলে কি হতেম এমন ?
 মা-মরা ছেলের মতন আসে সারা হই জননী ।
 এনে এই ভবঘোরে, বেঁধে মায়াডোরে,
 দিলি ছয় রিপূর করে কেমন ক'রে কাত্যায়নী ।
 গড়েছ তুমি যেমন, হয়েছি আমি তেমন,
 কথায় কথায় তবে শমন, কেন দেয় মা চোখ-রাঙ্গানী ॥

দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

১৭৬

মা ব'লে কাঁদিলে ছেলে, জননীর কি প্রাণে সয় !
 ধেয়ে গিয়ে কোলে নিয়ে আদর দিয়ে কত কয় ।
 এই তো মায়ের ধারা, মায়ের বাড়া তুমি তারা,
 কেঁদে ডাকি পাইনে সাড়া, ভয়েতে কাঁপে হৃদয় ।
 আমি কি মা ছেলে নই, কেঁদে কেঁদে সারা হই,
 নিয়ত কাঁদাও আমারে, এতো তোমার উচিত নয় ।
 মাটিতে পড়ে কেঁদেছি, সংসার-জ্বালায় কাঁদিতেছি,
 কাঁদতে হবে মরণ-কান্না, ম'রেও কাঁদতে আগুতে হয় ।
 আমি মাগো দুর্বল অতি, নাই হেন গতি-শক্তি,
 কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়ে লব যে তব আশ্রয় ॥

১২১

শান্ত পদাবলী

লও মা তুলে অকিঞ্চনে, ভবের তরি শ্রীচরণে,
এবার আর যেন শরণ্যে, অরণ্যে রোদন না হয় ॥

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়

১৭৭

ও মা, কেমন মা কে জানে !
মা ব'লে মা ডাকছি কত, বাজে না মা তোর প্রাণে ?
মা ব'লে তো ডাকব' না আর,
লাগে কিনা দেখব তোমার,
বাবা ব'লে ডাকব এবার, প্রাণ যদি না মানে ।
পাষাণী পাষণের মেয়ে, দেখে না কো একবার চেয়ে,
পেঁয়ী নিয়ে ধেয়ে ধেয়ে, বেড়ায় সে শ্মশানে ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

১৭৮

এ কেমন করুণা কালী, বুঝা কিছু গেল না ।
দুর্গা দুর্গা বলি যত, মনের দুখ আমার ঘোচে না ।
ভাবি তোমায় নিরবধি, দুর্গতি না ঘোচে যদি,
তবে সদাশিব হয় মিথ্যাবাদী, তার তো কথা কেউ শুনবে না ।
সন্তানে দোরাণ্য করে, সহিতে হয় সব জননীরে,
দুটা মন্দ ব'লে কোলে করে, ফেলে দিতে পারে না ।
চাইলে যদি কাঙ্গাল বাঁচে, তাতে কি মা ক্ষতি আছে,
দ্বিজ শম্ভুচন্দ্রের কুদিন ঘুচে, স্মৃদিন কি আর হবে না !

শম্ভুচন্দ্র রায় (কুমার)

১৭৯

মা ব'লে ডাকিস্ না রে মন, মাকে কোথা পাবি ভাই !
 থাকলে আসি দিতো দেখা, সর্বনাশী বেঁচে নাই ।
 শাশানে মশানে কত, পীঠস্থান ছিল যত,
 খুঁজে হলেম ওচাগত, কেন আর যত্ননা পাই !
 গিয়া বিমাতার তীরে, কুশপুতুল দাহন ক'রে,
 অশৌচান্তে পিও দিয়ে কালাশৌচে কাশী যাই ।
 দ্বিজ নরচন্দ্র ভণে, মন, মায়ের জন্য ভাব কেন ?
 মা গেছে, নাম-ব্রহ্ম আছে, তরিবার ভাবনা নাই ॥

নরচন্দ্র রায় (কুমার)

১৮০

যে হয় পাষাণের মেয়ে, তার হৃদে কি দয়া থাকে !
 দয়াহীন না হলে কি লাথি মারে নাথের বুকে ?
 দয়াময়ী নাম জগতে, দয়ার লেশ নাই তোমাতে ;
 গলে পর মুণ্ডমালা পরের ছেলের মাথা কেটে ।
 'মা' 'মা' ব'লে যত ডাকি, শুনেও ত মা শোন না কো ;
 নরা এমি লাথি-খেকো, তবু দুর্গা ব'লে ডাকে ॥*

নরচন্দ্র রায় (কুমার)

* কেহ কেহ বলেন, এই গানটি নবাই ময়রার রচিত ।

১৮১

আমি কি দুখেরে ডরাই ?

দুখে দুখে জন্ম গেল, আর কত দুখ দেও, দেখি তাই* ।

আগে পাছে দুখ চলে মা, যদি কোনখানেতে যাই ।

তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই ॥

বিষের কৃমি বিষে থাকি মা, বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই ।

আমি এমন বিষের কৃমি মাগো, বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই ॥

প্রসাদ বলে, ব্রহ্মময়ি, বোঝা নাবাও, ক্ষণেক জিরাই ।

দেখ, সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে, আমি করি দুখের বড়াই ॥

রামপ্রসাদ সেন

১৮২

ও মা, হর গো তারা মনের দুঃখ ।

আর তো দুঃখ সহে না ॥

যে দুঃখ গর্ভ-যাতনে, মাগো, জন্মিলে থাকে না মনে ।

মায়া মোহে পড়ে ভ্রমে, জন্ম বলে ওনা ওনা ॥

জন্ম-মৃত্যু যে-যন্ত্রণা, মাগো, যে জন্মে নাই, সে জানে না ।

তুই কি জানিবি সে-যন্ত্রণা, জন্মিলে না মরিলে না ॥

রামপ্রসাদে এই ভণে, হৃদ হবে মায়ের সনে ।

তবু রব মায়ের চরণে, আর তো ভবে জন্মিব না ॥

রামপ্রসাদ সেন

* ভবে দেও দুঃখ মা আর কত তাই ।

১৮৩

কপালে যা আছে কালী তাই যদি হবে,
শ্রীদুর্গা জয়দুর্গা ব'লে কেন ডাকা তবে !
ললাটে লিখেছে বিধি, তাই বলবান যদি,
শিব তবে সত্যবাদী কেমনে সম্ভবে ॥

নরচন্দ্র রায় (কুমার)

১৮৪

সজল নয়নে ভাসি, চাও মা তারা মুক্তকেশী ।
ঘুচাতে হবে জননী, গলদেশে মায়া-ফাঁসী ॥
কঠিন সঙ্কটে ফেলে, কয়েদ কল্লি মায়া-জালে,
জালমালায় হয়ে বেষ্টিত, কাঁদব কত দিবানিশি ।
ভবে ত্রাসিত জননী, তারা তারা ডাকি আমি,
পতিতপাবনী নাম, পতিতোদ্ধার কর আসি ।
কা'রে দাও ইন্দ্র পদ, কা'রে কর তুচ্ছপদ,
এমন একচোকো মেয়ে, শিব ল'য়ে শ্মশানবাসী ।
সংকর্ণেতে সুখভোগী, পাপ কর্ণে চিররোগী,
ভাগ্য ফলতি কার্যে, সঙ্কে ফেরে দাস দাসী ।
দ্বিজ নবীন অতি দৈন্য, কি ভাবনা তারি জন্য,
যদি পাই গো শ্যামা-পদ, হই না ধনে অভিলাষী ॥

নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী

১২৫

১৮৫

পড়িয়ে ভব-সাগরে, ডুবে মা তনুর তরী।
 মায়া-বাড়, মোহ-তুকান ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করী ॥
 একে মন-মাঝি আনাড়ি, তাতে ছ'জন গোঁয়ার দাঁড়ি।
 কুবাতাসে দিয়ে পাড়ি, হাবুডুবু খেয়ে মরি ॥
 ভেঙ্গে গেল ভক্তির হাল, ছিঁড়ে গেছে শ্রদ্ধার পাল,
 তরী হ'ল বানচাল, বল কি করি !
 উপায় না দেখি আর, অকিঞ্চন ভেবে সার,
 তরঙ্গে দিয়ে সাঁতার, দুর্গা-নামের ভেলা ধরি ॥

রবুনাথ রায় (দেওয়ান)

১৮৬

কোথায় গো মা ভবদারা, ভবার্ণবে ডুবে মরি।
 দয়া করে দেও মা তারা, তোমার ঐ চরণ-তরী ॥
 তুমি মা ভগবদুর্গা, ভীমাকারা ভীমবগা,
 ডাকি গো মা, দুর্গা দুর্গা, দুর্গমে উপায় না হেরি।
 দয়াময়ী নাম ধর, কটাক্ষে সঙ্কট হর,
 হর গো মা দুঃখ হর, ক্ষমা-গুণে ক্ষেমকরী ॥

তিনকড়ি বিশুদ

১৮৭

চাই মা আমি বড় হ'তে।

আমি আর পারিনে থাকতে বাঁধা আমার অহং-শৃঙ্খলেতে।
 ক্ষুদ্র খাঁচায় আর থাকা দায়, নীলাকাশ ঐ সম্মুখেতে ;—
 যাহে নীলবরণী নৃত্য কর মা শশী-সূর্য ল'য়ে হাতে ॥

১২৬

ক্ষুদ্র অহমিকা আমার বন্ধ মা তোমার মায়াতে,
এখন তোমার মায়া তুমি লও মা, আমি ছড়িয়ে পড়ি সর্বভূতে ।
অদীম অনন্ত তুমি পরিব্যাপ্ত এ বিশ্বেতে,
হ'য়ে তোমার পুত্র আমি ক্ষুদ্র সন্তানের মা লজ্জা তাতে ॥

অজ্ঞাত

১৮৮

সারাদিন করেছি মাগো সঙ্গী লয়ে ধূলা-খেলা,
ধূলা ঝেড়ে কোলে নে মা, এসেছি গো সন্ধ্যাবেলা ।
কত ছাই-মাটি দেখে গায় ভরেছে, গা দিয়ে মা ঘাম ছুটেছে,
ধুরে দে মা ঠাণ্ডা জলে, পুছে দে মা গায়ের মলা ।
আমি নাকি অঞ্চলের নিধি, রাখ মা তোর অঞ্চলে বাঁধি,
চঞ্চল ছেলে কাছে রাখিস্ (মা), ছেড়ে দিস্নে রোদের বেলা ।
দুষ্ট ছেলে কষ্ট দেয় মা, মা বিনে কে কষ্ট সর মা,
তুই বিনে মোর কে আছে মা, কে দেখে মা ছেলেবেলা ॥

চন্দ্রনাথ দাস

১৮৯

চরণ ধ'রে আছি প'ড়ে, একবার চেয়ে দেখিস্ না মা ।
মত্ত আছি আপন খেলায়, আপন ভাবে বিভোর বামা ।
একি খেলা খেলিস্ ঘুরে, স্বর্গ মর্ত্য পাতাল জুড়ে,
ভয়ে নিখিল মুদে আঁখি, চরণ ধ'রে ডাকে 'মা' 'মা' ।

১২৭

শান্ত পদাবলী

হাতে মা তোর মহাপ্রলয়, পায়ে ভব আত্মহারা,
মুখে হা হা অটহাসি, অঙ্গ বেয়ে রক্তধারা ।
তারা, ক্ষেমকরী, ক্ষেমা, অভয়ে, অভয় দে মা,
কোলে তুলে নে মা শ্যামা, কোলে তুলে নে মা শ্যামা ।
আয় মা এখন তারা-রূপে স্নাতমুখে শুভ্র বাসে—
নিশার ঘন অঁধার দিয়ে উষা যেমন নেমে আসে !
এতদিন তো কালী, ভীমা—তোরই পূজা করেছি মা,
পূজা আমার সাক্ষ হোল, এখন মা তোর অসি নামা ।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

১৯০

অভয়ে ব্রহ্মময়ী ভবদে ভবানী, ভীত-ভয়নাশিনী ।
ভজন-বিহীন জনে, কৃপা কর ওগো মা তারিণী ॥
হৈমবতী হর-ঘরণী, হরতি দুর্গতি দুর্গে দুঃখনাশিনী,
মহিষাসুরমর্দিনী, মহেশ্বরী মম মন-মানস-পূর্ণ কারিণী ।
করুণাময়ী কাত্যায়নী, কমল ভৈরব-নাদিনী,
বিমলা পার্বতী মহেশ্বরী পরম-পদদায়িনী ।
সর্বাণী সর্বেশ্বরী শক্তি প্রকৃতি সাবিত্রী ।
দ্বিজ ব্রজকিশোর বলে, ভবার্ণব জলে,
তারিতে তারিণী চরণ-তরণী ॥

ব্রজকিশোর রায় (দেওয়ান)

১৯১

অনুদার দ্বারে আজি পাতকী পেতেছে পাত ।
 পলাইতে পারিবে না, পরশিতে হবে ভাত ॥
 চাই আমি সেই প্রসাদ, যাবে যাতে জনোর সাধ ।
 সে প্রসাদ পেয়ে শিব নাচে, হ'য়ে উর্দ্ধ হাত ॥

আশুতোষ দেব

১৯২

তারা, এবার আমারে কর পার ।
 তরঙ্গে পড়েছি শ্যামা, না জানি সাঁতার ॥
 একে দেহ জীর্ণ তরী, তাহে পাপে হইল ভারি,
 কি ধরি, কি করি, ভব-জলধি অপার ॥
 ভেবেছিলাম যাব কাশী, হয়ে রব কাশীবাসী,
 কাম-সিন্ধু-নীরে আসি, পশিলাম আবার ।
 এ-কূল ও-কূল হারা আমি, মাঝামাঝি মাঝি তুমি,
 কালীর ভরসা কেবল কালী কর্ণধার ॥

কালিদাস ভট্টাচার্য

১৯৩

তনয়ে তার তারিণি !
 ত্রিবিধ তাপেতে তারা, নিশিদিন হতেছি সারা,
 বার বার বৃথা আর কাঁদায়ে না অনিবার,
 অধম সন্তানের দুঃখ নাশ, ও মা দুঃখনাশিনি ॥

১২৯

সংসার-রাঙ্গাফলে ভুলিব না আর,
খাইয়া দেখেছি তাহে, কিছু নাহি স্মৃতার,
সে যে পূরিত গরলে, খাইলে কুফল ফলে,
খেলে জ্ঞানহার। হই, তোমা ভুলে রই,—
মা হ'য়ে সন্তানে কুফল দিও না জননি ॥

‘আমার’ ‘আমার’ ক’রে মত্ত হই মা অনিবার,
ইন্দ্রিয়-আদি, দারা-স্মৃতে সকলই ভাবি আমার;
কিন্তু ‘আমি’ কোন্‌খানে, ভাবিয়ে না পাই ধ্যানে,
কোন্‌ পথে গেলে ও মা ‘আমি’ মিলে দে মা ব’লে;
দীন রামে ভ্রমে আর রেখ না জননি ॥

রামলাল দাস দত্ত

১৯৪

তারিণি, ভবরোগে ব্যথিত জীবন, করি কি এখন?
কলুষ-পৈত্তিকে অঙ্গ করিছে দহন।
বাসনা-বাত প্রবল, টুটাইছে জ্ঞান-বল,
প্রবৃত্তি-কক্ষেতে কণ্ঠ করিছে রোধন ॥

বিষয়-কুপথ্য যত, আহাৰ করি সতত,
ক্রমশঃ রোগ বদ্ধিত, বিকার লক্ষণ,
আশা-রূপ-পিপাসায় অস্থির করিছে আমায়,
বুঝি এ বিষম দায় নাহি বিমোচন।

মোহ-তন্দ্রা প্রতিক্ষণ, প্রলাপ কু-আলাপন,
মায়া-রূপ ভ্রম ভীষণ, করি দরশন ;
তন্মাম অরুচিকর, জীবন রাখা দুষ্কর,
বুঝি মা কাল-কিঙ্কর করে আক্রমণ ।

যদি দোষ ক্ষমা করি, এ সময়ে ক্ষেমঙ্করি,
তব কৃপা-ধনুস্তরি কর মা প্রেরণ ;
তষে রাম মূঢ়মতি, এ রোগে পায় অব্যাহতি,
অনায়াসে করে গতি শান্তি-নিকেতন ।

রামচন্দ্র রায়

১৯৫

কোথা গো দক্ষিণে কালী কাল-ভয়-নিবারিণী ?
বারে বারে এত ডাকি মা, দয়া নাহি ত্রিলোচনী ॥
যদি ভক্ত জনে মুক্ত না করিবে নিস্তারিণী,
(তবে) দুঃখহরা তারা-নাম, কেউ লবে না তারিণী ॥
দ্বিজ কেদারের এই বাণী, ওগো শিবমন্মোহিনী,
বারেক কটাক্ষ কর মা, মোক্ষরূপা কাত্যায়নী ॥

কেদারনাথ চক্রবর্তী

১৯৬

কোথা আছ ও মা তারা, ভবের ঘরণী !
দুগ তিনাশিনী দুর্গা, উমা কাঞ্চনবরণী ॥

শান্ত পদাবলী

তব মানসে সম্ভব, ব্রহ্মা জনার্দন ভব,
বিশ্বমাতা নাম তব, শরণাগতপালিনী ॥

তুমি গো নিত্য প্রকৃতি, তোমাতেই সৃষ্টি স্থিতি,
তুমি বায়ু জল ক্ষিতি, অসুরদল-দলনী ॥
তুমি আকাশ-প্রকাশ, তুমি গো চপলা-হাস,
প্রলয়ে মা তুমি ভাস, হ'য়ে অনন্তশায়িনী ॥

গয়া গঙ্গা বারাণসী, কেতু তারা রবি শশী,
তুমি পক্ষ দিবা নিশি, মহেশী ঈশী সৰ্বাণী ॥
তুমি পুষ্প পরিমল, জঙ্গম জীবসকল,
রিপু ধাতু বুদ্ধি বল, সকলি তুমি জননী ॥

মূঢ় জীব জ্ঞান নাই, তোমায় ভিন্ন ভাবি তাই,
চন্দ্রে অন্তে দিও ঠাই, মা, পাই যেন পদ দু'খানি ॥

চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৯৭

দোষ কারো নয় গো মা,
আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা !
ঘড়্ রিপু হলো কোদণ্ডস্বরূপ,
পুণ্যক্ষেত্র-মাঝে কাটলাম কূপ,
সে কূপে ব্যাপিল,—কাল-রূপ জল—কাল-মনোরমা !

আমার কি হবে তারিণি, ত্রিগুণধারিণি !
 বিগুণ করেছি স্বগুণে ;
 কিসে এ বারি নিবারি,
 ভেবে দাশরথির অনিবারি বারি নয়নে,
 বারি ছিল চক্ষু, ক্রমে এলো বক্ষু,
 জীবনে জীবন নাহি হয় রক্ষু,
 তবে তরি,—চরণ-তরী দিলে ক্ষেমক্ষরি, করি' ক্ষমা ॥*

দাশরথি রায়

১৯৮

আমায় কি ধন দিবি, তোর কি ধন আছে ?
 তোমার কৃপাদৃষ্টি পাদপদ্ম, বাঁধা আছে হরের কাছে ॥
 ও চরণ-উদ্ধারের মা, আর কি কোন উপায় আছে ?
 এখন প্রাণপণে খালাস কর, টাটে বা ডুবায় পাছে ॥
 যদি বল অমূল্য পদ, মূল্য আবার কি তার আছে ?
 ঐ যে প্রাণ দিয়ে শব হয়ে, শিব (ও পদ) বাঁধা রাখিয়াছে ॥
 বাপের ধনে বেটার স্বত্ব, কাহার বা কোথা ঘুচেছে ।
 রামপ্রসাদ বলে, কপুত্র ব'লে আমায় নিরংশী করেছে ॥

রামপ্রসাদ সেন

* জীবনে জীবন কেমনে হয় মা রক্ষু,
 আছি তোর অপিক্ষে, দে মা মুক্তি ভিক্ষে
 কটাক্ষেতে ক'রে পার ।

কিঙ্করে করুণাময়ী, ধন দিবে মা কি ধন আছে !
যে বা ধন তোর রাঙ্গা চরণ, তা'ও বাঁধা হরের কাছে ।
যদি পাই মা যোগে যাগে, বিষ খেয়ে শিব আছেন জেগে,
ঘুম নাই তাঁর ধনের লেগে, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছে ॥

নরচন্দ্র রায় (কুমার)

অভয় পদ সব লুটালে,
কিছু রাখলে না মা তনয় ব'লে ॥
দাতার কন্যা দাতা ছিলে মা, শিখেছিলে মায়ের স্থলে ।
তোমার পিতামাতা যেমনি দাতা, তেমনি দাতা আমায় হ'লে ॥
ভাঁড়ার জিন্মা যাঁর কাছে মা, সে-জন তোমার পদতলে ।
ঐ যে ভাং খেয়ে শিব সদাই মত্ত, কেবল তুষ্ট বিল্বদলে ॥
জন্ম-জন্মান্তরেতে মা, কত দুঃখ আমায় দিলে ।
রামপ্রসাদ বলে, এবার মোলে ডাক্ব সর্বনাশা ব'লে ॥

রামপ্রসাদ সেন

আমায় দেও মা তবিলদারী,
আমি নিমক্‌হারাম নই শঙ্করী ।
পদ-রত্ন-ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সহিতে নারি ॥

ভাঁড়ার জিন্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি ।
 শিব আশুতোষ স্বভাব-দাতা, তবু জিন্মা রাখ তাঁরি ॥
 অর্দ্ধ-অঙ্গ জায়গির—মাগো, তবু শিবের মাইনে ভারি ।
 আমি বিনা-মাইনের চাকর, কেবল চরণ-ধূলার অধিকারী ॥
 যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি ।
 যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে তো মা পেতে পারি ॥
 প্রসাদ বলে, এমন বাপের* বালাই ল'য়ে আমি মরি ।
 ও পদের মত পদ পাইতো, সে পদ ল'য়ে বিপদ সারি ॥

রামপুসাদ সেন

২০২

কৰ্মদোষে জন্মভূমে এসে, বিষয়-বিষে অঙ্গ জরজর ।
 মগ্ন বিপদে, উপায় বলে দে, দুর্গা মা রক্ষিণী রক্ষা কর ।
 ব্রহ্মরূপা, ব্রহ্মময়ী, ব্রহ্ম সনাতনী ।
 ও মা, গৌরীরূপা গিরিপুত্রী, জগৎরূপা জগদ্ধাত্রী,
 সাবিত্রী গায়ত্রী গীতা, গণেশ-জননী ।
 অপণা পার্বতী দুর্গা, আপদ-উদ্ধারিণী, ও মা আপদ-উদ্ধারিণী,
 শুনি, দূরন্ত কৃতান্ত-ভয়ে দুর্গা বই কে রাখতে পারে ।
 দুর্গে, তোর দুর্গা-নামে দুঃখ নিবারে ;
 তাইতে বিপদকালে ডাকি মা তোরে ।
 ও মা কৃপা কর কাতরে ।

* এমন পদের ।

শাক্ত পদাবলী

ভ্রমে লোকে ভুলে তব, ভ্রমণ করে নানা তীর্থ,
 তব তব ভুলে, ও মা দুর্গা দুর্গা দুর্গা ও মা,
 জলে কি অনলে বনে, ইন্দ্র যদি বজ্র হানে,
 কা চিন্তা মরণে রণে, দুর্গা-নাম নিলে ।
 শুনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র অঞ্জলি দেয় চরণ 'পরে ।
 জগতে আছে বিখ্যাত, বিষ খেয়ে বিশ্বনাথ
 ক্ষীরোদ সিন্ধুর কূলে পড়েছিলেন চলে ;
 দারুণ বিষের জ্বালায় বাঁচল ভোলা
 দুর্গা-মন্ত্র সাধন ক'রে ।

পার্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

২০৩

শঙ্করি, করুণা কর, কিঙ্করে কেন বঞ্চনা !
 কামনা পূরাতে কালী, কল্পলতিকা কল্পনা ।
 অতি অসাধ্য সাধন, বিনাশিতে দশানন,
 পূজি জানকী-জীবন, পূরিল মন-বাসনা ।
 গোকুলে গোপিনী যত, করে কাত্যায়নী ব্রত,
 দিয়ে নারায়ণ ধন, ঘুচালে ব্রজ-ভাবনা ।
 শুভ্র নিশুন্তের রণে, রণশায়ী দৈত্যগণে,
 শবেরে শিবদ্ব দিলে, নাশিতে যম-যন্ত্রণা ॥

জগন্নাথপুসাদ বসু মল্লিক

২০৪

করুণা, কুরু মে করুণা ।

করুণা-দানে করুণাময়ী, কৃপণতা করো না ॥

যাত্রা কর্লেম দুর্গা। ব'লে, সুষাত্রায় কুষাত্রা ফলে,

তবে তোমায় দুর্গা। ব'লে, কেউ আর তারা ডাকবে না ।

বেদাগমে এই গুনি, দুর্গে দুর্গতিনাশিনী,

ও মা সিংহলে সিংহবাহিনী, যুচাও দাসের যন্ত্রণা ।

কালীদহে কাল জলে, কমলে কামিনী হ'লে,

নানা রূপ দেখাইলে, ক'রে কত ছলনা !

দ্বিজ কিশোর তোমার পুত্র, পুত্র বৈ আর নয় মা শত্রু,

যুচাও পুত্রের কর্ণসূত্র, শত্রু যেন হাসে না ॥

কিশোরীমোহন শর্মা

২০৫

দুর্গা। তোমার দুর্গা-দাসে দুর্গমেতে সহায় থেকো ।

ক'রে দয়া মহামায়া পদ-ছায়া দিয়ে রেখো ।

শঙ্কটে পড়িয়ে যখন, ভাবিব শ্রীঅভয়চরণ,

অভয়দাত্রী হ'য়ে তখন, মাঠেঃ মাঠেঃ ব'লে ডেকো ।

গৌরব করি লোকের কাছে, মা আমার স্বপক্ষ আছে,

সে গর্ব হয় খর্ব পাছে, এই বড় হয় মনের দুঃখ ।

দ্বিজ শম্ভুচন্দ্র ভাবে, শিবের বাক্য রেখো শিবে,

মানস পূর্ণ হয় মা তবে, কালকে ক'রে যাব ডেকো ।

শম্ভুচন্দ্র রায় (কুমার)

১৩৭

জয়া যোগেন্দ্রজয়া, মহামায়া মহিমা অসীম তোমার।
 একবার দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে যে ডাকে মা তোমায়,
 তুমি কর তায় ভবসিন্ধু পার।
 মা, তাই শুনে এ ভবের কূলে,
 দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে বিপদকালে
 ডাকি, দুর্গা কোথায় মা, দুর্গা কোথায় মা ;
 তবু সন্তানের মুখ চাইলে না মা,
 আমায় দয়া কোরলে না মা,
 পাষণে প্রাণ বাঁধলি উমা, মায়ের ধর্ম এই কি মা ?
 অতি কুমতি কুপুত্র ব'লে,
 আপনিও কুমাতা হ'লে—আমার কপালে !
 তোমার জন্ম যেমনি পাষণ-কূলে,
 ধর্ম তেমনি রেখেছ !
 দয়াময়ী, আজ আমায় দয়া কোরবে কি মা,
 কোন্ কালে বা কারে তুমি দয়া ক'রেছ !
 জানি তোমার চরণ সাধন করি
 ব্রহ্মা হ'লেন ব্রহ্মচারী—দণ্ডধারী ;
 দেখ, সকল ফেলে, ক্ষীরোদজলে ভাসলেন শ্রীহরি।
 আবার শূন্য ক'রে সোনার কাশী, ওগো শ্যামা সর্বনাশী,
 শিবকে ক'রে শ্মশানবাসী, সন্ন্যাসী তায় সাজিয়েছ।
 নাম কেবল করুণাময়ী, করুণাশূন্য হয়েছ।

মা তুমি দক্ষ-রাজকুমারী, দক্ষযজ্ঞে গমন করি,
যজ্ঞেশ্বরী যজ্ঞ হেরি নয়নে;
শিব-বিহনে, শিব-অপমানে,

মা সেই অভিমানে,

• এমন সাধের যজ্ঞে ভঙ্গ দিলি, দক্ষ রাজার নিদয় হলি—
আপনি মলি, তারেও মেলি,
পিতার দুঃখ ভাবলি নে।

• তখন যার অপমান শুনে কানে,
প্রাণ ত্যেজেছ বিষাদ মনে—দক্ষ-ভবনে,
আবার আপনি উমা কঠিন প্রাণে
তার বুকে পা দিয়েছ।

তুমি তার', তার' তার', না তার' না তার',
আপনার গুণে তরবো ;

দুর্গা-নাম-তরী, মস্তকেতে করি,
যতন করিয়ে রাখবো।

আমার অন্তে শমন এলে, অজপা ফুরালে,
দুর্গা দুর্গা ব'লে ডাকবো।

মা, অসাধ্য তোমার সাধন, কোরলে সাধন,
কেবল তার নিধন হ'তে হয়।

একবার তারা ব'লে যে ডেকেছে, সেই ডুবেছে,
তারা তোমার ধারা তো মায়ের ধারা নয়।

মা, রাবণরাজা অন্তিমকালে, রঘুনাথের রণস্থলে,
দুর্গা ব'লে ডেকেছিল বদনে ;

শান্ত পদাবলী

তবু তার পানে ফিরে চাইলি নে, তার দুঃখ ভাবলি নে,
তারে ধ্বংস ক'রে ভগবতী, নিদয় হলি ভক্তের প্রতি,
শেষকালে তার বংশে বাতি দিতেও কারে রাখলি নে ॥

আগে ছিল না তার কোন শঙ্কা,
বাজাতো জয় কালীর ডঙ্কা—অতি তেজ ডঙ্কা,
আবার ছল ক'রে তার সোনার লঙ্কা
দণ্ড ক'রে এসেছ ।

দয়াময়ী মাগো,
কোনকালে বা কারে তুমি দয়া করেছ ?

এণ্টনি সাহেব

২০৭

ঐ নমামি পরাংপরা পতিতপাবনী ।
কাতর কিঙ্করে হের হরমোহিনী ।
কঙ্কালী, করুণাময়ী, কুলকুণ্ডলিনী ঐয়ি,
গিরিজা গণেশ-জননী (মাগো) ।
ঐ হি শক্তি, ঐ হি মুক্তি, কলুষনাশিনী ।
শিবসীমন্তিনী, শিবাকার মঞ্চোপরে,
মহাকাল সমিভ্যারে, আনন্দে বিহারিণী ।
অভয়া অপরাজিতা কালবারিণী ।
অকূল ভব-সংসারে, তার তারা কৃপা ক'রে ।
গতি নাহি তোমা বিনা আর মাগো ।
পদ-তরী দেহ, তরি মহেশমোহিনী ।

দর্প নারায়ণ কবিরাজ

২০৮

বাঙ্গা-ফলদাত্রী, ভূধাত্রী, ব্রহ্মাণ্ডের কত্রী আপনি ।

ব্রহ্মরূপিণী, ব্রহ্মার জননী, ব্রহ্মরক্তবাসিনী ।

হয় ব্রহ্মজ্ঞানী যারা সব, তাদের নিরাকার তুমি ব্রহ্ম,

মা তুমি ধর্ম্মাধর্ম্ম, তারা কি মর্ম্ম জানে তার ;

হয় যে-মন্ত্রে যে জন দীক্ষিত, সেই মন্ত্র তারি পক্ষে,

হে দুর্গে আমি এই ভিক্ষে চাই—

যেন ভক্তি থাকে তোমার রাঙ্গা পায়,

আমার মুক্তি-পদেতে কাজ নাই ।

আমি শুনেছি শিব-উক্তি, সেবিব শিব-শক্তি,

কোরেছি মনে মনে যুক্তি তাই ।

ভবের ভাব্য ধন, শিবের সেব্য চরণ,

যেন জন্ম-জন্মান্তরে পাই ॥

চন্দনাক্ত রক্তজবা ল'য়ে,

কোরে শ্রীমন্ত্রে অভিষিক্ত, জাহ্নবী জলযুক্ত,

দিব আরক্ত পদদ্বয়ে ।

বলে নিব্বাণে কি আর হবে, বিজ্ঞান দেহি মা শিবে,

সজ্ঞানে এই ভবে আসি যাই ।

ও মা অলসনাশনা, রসনার বাসনা,

ঘোষণায় ঘুঘি তব নাম ;

ও মা শয়নে স্বপনে, জীবনে মরণে,

দুর্গা বোলে ডাকি অবিশ্রাম ।

ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ উপেক্ষ, দুর্গা-নাম উপলক্ষ যার—

শান্ত পদাবলী

নিত্য যেই জন, সত্য-আচরণ,
 তীর্থ-পর্যটন কি কার্য তার ।
 গয়া গঙ্গা ব্রজ বারাণসী,
 হয় ভ্রমণে ভ্রমতীর্থ, কাবেরী কুরুক্ষেত্র,
 ঐ পদে যত তীর্থ রাশি ।
 স্মরণ করিয়ে তারা, মুদিয়ে নয়নতারা,
 বদনে তারা তারা গুণ গাই ।

নীলু ঠাকুরের দলে গীত

২০৯

জননি, পদপঙ্কজ দেহি শরণাগত জনে
 কৃপাবলোকে তোরিণি ।
 তপন-তনয়-ভয়চয় বারিণি ।
 প্রণবরূপিণী সারা, কৃপানাথ-দারা তারা,
 ভব-পারাবার-তরণী ।
 সগুণা নির্গুণা স্থলা, সুক্ষ্মা মূলা হীনা মূলা,
 মূলাধার অমল কমলবাসিনী ॥
 আগমনিগমাতীতা, খিল মাতা খিল পিতা,
 পুরুষ-প্রকৃতিরূপিণী ।
 হংসরূপে সর্বভূতে, বিহরসি শৈলশ্রুতে,
 উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি, ত্রিধাকারিণী ॥

সুধাময় দুর্গানাম, কেবল কৈবল্যধাম,
অজ্ঞানে জড়িত যেই প্রাণী ।
তাপত্রেয়ে সদা ভজে, হলাহল-কূপে মজে,
ভণে রামপ্রসাদ তার বিফল জানি ॥

রামপ্রসাদ সেন

২১০

কি দিয়ে করিব পূজা, কি বল আছে আমার ?
তুমি গো অখিলেশ্বরী. সকলি যে মা তোমার ॥
করি নানা আকিঞ্চন, করেছি যে আয়োজন,
দেখছি ভেবে, তাতে আমার নাইত কোন অধিকার ।
(ও মা) যে সকল নিজস্ব ভাবা কেবলি মনের বিকার ॥
তোমার বস্তু তোমায় দিয়ে তুষ্ট হ'তে চায় না মন,
তাই মা তারা, ভেবে সারা, কি দিয়ে পূজি শ্রীচরণ !
না—না, ভক্তি আছে আমার, তাই দিব মা উপহার ।
প্রার্থনা আর কি করিব, কি চাহিতে কি চাহিব,
কি যে হিত, আর কি যে অহিত, আমি কিবা বুঝি তার ॥
তুমি মঙ্গলরূপিণী, বিশ্বহিত-বিধায়িনী,
যা ভাল হয়, তাই করো মা, তোমার পদে দিলাম ভার ।
(আর) আমার কথা শুনে যদি,
তবে ঘুচাও মনের অন্ধকার ॥

ত্রৈলোক্যনাথ কবিভূষণ

২১১

আমায় দে মা পাগল ক'রে (বৃক্ষময়ি) !
 আর কাজ নাই জ্ঞান-বিচারে ॥
 তোমার প্রেমের সুরা, পানে কর মাতোয়ারা,
 ও মা ভক্ত-চিত্তহরা, ডুবাও প্রেমসাগরে ॥
 তোমার এ পাগলা-গারদে, কেহ হাসে, কেহ কাঁদে,
 কেহ নাচে আনন্দ-ভরে ।

ঈশা মুসা শ্রীচৈতন্য, ও মা প্রেমের ভয়ে অচৈতন্য,
 হায়, কবে হব মা ধন্য, (ও মা) মিশে তার ভিতরে ॥
 স্বর্গেতে পাগলের মেলা, যেমন গুরু তেমনি চেলা,
 প্রেমের খেলা কে বুঝতে পারে ।

তুই প্রেমে উন্মাদিনী, ও মা পাগলের শিরোমণি,
 প্রেমধনে কর মা ধনী, কাঙ্ক্ষাল প্রেমদাসেরে ॥

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল

২১২

এবার যাব গো পাগল হ'য়ে ।
 আমার ভবের আগুন জ্বলছে মাথায়,
 আর কতদিন থাকবো স'য়ে !
 কামিনী কাঞ্চনে তারা,
 (আমায়) করেছে গো আত্মহারা,
 আমি খেটে খেটে হলেম সারা,
 ভূতের বোঝা মাথায় ব'য়ে ।

(ওমা) বহু কষ্টে যদি চিত,
তোমাতে হয় সমাহিত,
(তথায়) স্থির ভাবে থাকে না ত—
ক্ষিপ্ত হয় মা বিষয় ল'য়ে।

(ওমা) কাঙ্গাল দাস কাতরে ভণে,
ও তার আর কেহ নাই ত্রিভুবনে,
তার নিবেদন মা ওই চরণে,
যেন জনোঁর মতন যায় না বয়ে।

বীরেশ্বর চক্রবর্তী

২১৩

এমন দিন কি হবে তারা,
যবে তারা তারা ব'লে, তারা বেয়ে* পড়বে ধারা ॥
হৃদি-পদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়বো লুটে, তারা ব'লে হবে সারা ॥
তাজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ।
ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকার ॥
শ্রীরামপ্রসাদে রটে, মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে।
ওরে আঁখি অন্ধ দেখ মাকে, তিমিরে তিমির-হরা ॥

রামপ্রসাদ সেন

* দু নয়নে।

কবে সমাধি হবে শ্যামা-চরণে ।
 অহং-তত্ত্ব দূরে যাবে সংসার-বাসনা-সনে ।
 উপেক্ষিয়ে মহত্ত্ব, ত্যজি চতুর্বিংশ তত্ত্ব,
 সর্ব তত্ত্বাতীত তত্ত্ব, দেখি আপনে আপনে ।
 জ্ঞানতত্ত্ব ক্রিয়াতত্ত্বে, পরমাত্মা আত্ম-তত্ত্বে,
 তত্ত্ব হবে পর-তত্ত্বে, কুণ্ডলিনী জাগরণে ।
 শীতল হবে প্রাণ, অপানে পাইব প্রাণ,
 সমান উদান ব্যান ঐক্য হবে সংঘমনে ।
 কেবল প্রপঞ্চ পঞ্চ, ভূত পঞ্চময় তঞ্চ ।
 পঞ্চ পঞ্চেন্দ্রিয় পঞ্চ, বঞ্চনা করি কেমনে ।
 করি শিবা শিবযোগ, বিনাশিবে ভবরোগ,
 দূরে যাবে অন্য ক্ষোভ, ক্ষরিত সুধার সনে ।
 মূলাধারে বরাসনে, ঘড়্ দল ল'য়ে জীবনে,
 মণিপূরে হতাশনে, মিলাইবে সমীরণে ।
 কহে শ্রীনন্দকুমার, ক্ষমা দে হেরি নিস্তার,
 পার হবে ব্রহ্মদ্বার, শক্তি-আরাধনে ।*

নন্দকুমার রায় (দেওয়ান)

* কোনও কোনও সঙ্গীত-পুস্তকে এই গানটি মহারাজ নন্দকুমারের রচিত বলিয়া পুকাশিত হইয়াছে ।

২১৫

হবে কবে সেদিন ভবে—

ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মানন্দে বিভোর হৃদয় যবে ॥
 প্রাণ মাতিবে প্রেমরসে, মন চলিবে ভক্তিবশে ।
 মায়াভ্রান্তি ঘুচে শেষে, পাব বিবেক-বৈভবে ॥
 নয়নে হেরিব তারা, বদনে বলিব তারা,
 নৃসিংহের জীবন-ধারা, তারা মায়ে মিশে যাবে ॥

নৃসিংহদাস ভট্টাচার্য্য

২১৬

অতি দুরারাম্য তারা ত্রিগুণা-রজ্জু-রূপিণী ।
 না সরে নিঃশ্বাস-পাশ, বন্ধনে রয়েছে প্রাণী ॥
 চমকিত কি কুহক, অজিত এ তিন লোক ।
 অহংবাদী জ্ঞানী দেখে তমোরজোতে ব্যাপিনী ॥
 বৈষ্ণবী মায়াতে মোহ, সচৈতন্য নহে কেহ,
 শঙ্কর প্রভৃতি পদাযোনি ।

দিয়া সত্য জ্ঞানানুবোধ, কর দুর্গে দুর্গতি রোধ,
 এবার জনমের শোধ, মা বলে ডাকি জননী ॥

কৃষ্ণচন্দ্র রায় (মহারাজ)

২১৭

তোমারি অনন্ত মায়া কে জানে !
 অনন্ত মাহারি অন্ত না পায় ধ্যানে ॥

বাঞ্ছন-অগোচর নিরূপণ নাহি যার,
 বোধে না হয় প্রবেশ কেবল অনুমানে ।
 মা কি তব বিচিত্র মায়া, যার বশে মহামায়া,
 পশুদি কীট-পতঙ্গ মা ভ্রমে অচেতনে ॥
 সুরাসুর কিনুর, গন্ধর্ব্ব অপ্সর নর,
 মায়ায় মুগ্ধ চরাচর কেবা সচেতনে ॥
 আগম স্মৃতি বেদান্ত, সে মগ্ন জানিতে ভ্রান্ত,
 অচিন্ত্য পরম তত্ত্ব মা অব্যক্ত ভুবনে ॥
 চিন্ময়ী হ'য়ে প্রসন্ন, শ্রীশে দে মা চৈতন্য,
 যেন মন মগন সদা থাকে শ্রীচরণে ।

শ্রীশচন্দ্র রায় (মহারাজ)

২১৮

হয়ে মা তুমি গিরীন্দ্র-বালিকা, কোথা হবে মাগো ভুবনপালিকা,
 তা না হ'য়ে আজ নৃমুণ্ডমালিকা, বাম করে খর কৃপাণধরা ।
 কোথা মা মধুর বরণ তোমার, এ যে দেখি ঘন জলদ-আকার,
 করাল বদনে বিষম ছঙ্কার, পদ-ভরে করে টলমল ধরা ।
 ধক্ ধক্ বহি অলিছে নয়নে, ভক্ ভক্ রক্ত ঝরিছে বদনে,
 লক্ লক্ জিহ্বা নড়িছে সঘনে, সমরে মেতেছ—
 জগতজননি ! দেখ একবার, রসাতলে যায় জগত তোমার,
 সহে না বাসুকি শ্রীচরণ-ভার, ক্ষান্ত হও মাগো, হয়ো না অধীরা ।

হরিমোহন রায়

২১৯

বাজ্বে গো মহেশের হৃদে, আর নাচিস্ নে ফেপা মাগী ।
 মরে নাই শিব বেঁচে আছে, যোগে আছে মহাযোগী ॥
 যে দেখি তোর চরণের জোর, নাচলে শিবের ভাঙ্গবে পাঁজর ।
 বিষথেকো শিব নয় গো সজোর, তোর লাগি ওর মন বিরাগী ॥
 খেয়ে গরল হয় নাই মরণ, শিব ছল ক'রে মুদেছে নয়ন ।
 কপট* মরণ কর্ছে সাধন, ও চরণ তোর পাবার লাগি ॥
 ভাঙ খেয়ে ভাঙ্গরের মতি, শিব হ'য়ে আছে শবাকৃতি ।
 দীন রামপ্রসাদ কয়, এই মিনতি, নেবে নাচ মা শিব-সোহাগী ॥

রামপ্রসাদ সেন

২২০

হৃদয়-রাস-মন্দিরে দাঁড়াও মা ত্রিভঙ্গ হ'য়ে ।
 একবার হ'য়ে বাঁকা, দে মা দেখা,
 শ্রীরাধারে বামে ল'য়ে ।
 নর-কর কাটি বেড়া, খুলে পর মা পীতধড়া,
 মাথায় দে মা মোহনচূড়া, চরণে চরণ খুয়ে ।
 ত্যজি নর-শিরমালা, পর গলে বনমালা,
 একবার কালী ছেড়ে হও মা কালা,
 ওগো ও পাষণের মেয়ে ।

* ফাঁকির ।

শাক্ত পদাবলী

হৃদ-কমলে কাল শশী, আমি দেখতে বড় ভালবাসি,
একবার ত্যজে অসি, ধর মা বাঁশী,
ভক্ত-বাঞ্ছা পূরাইয়ে ॥

নবাই ময়রা

২২১

যশোদা নাচাতো গো মা ব'লে নীলমণি ;
সে বেশ লুকালে কোথা করালবদনী ?

একবার নাচ গো শ্যামা,—

হাসি বাঁশী মিশাইয়ে, মুণ্ডমালা ছেড়ে, বনমালা প'রে,
অসি ছেড়ে বাঁশী লয়ে, আড়-নয়নে চেয়ে চেয়ে,

গজমতি নাসায় দুলুক ;

যশোদার সাজানো বেশে, অলকা-আবৃত মুখে,
অষ্ট নায়িকা, অষ্ট সখী হোক ;

যেমন ক'রে রাসমণ্ডলে নেচেছিলি,

হৃদি-বৃন্দাবন-মাঝে, ললিত ত্রিভঙ্গ-ঠামে,

চরণে চরণ দিয়ে, গোপীর মন-ভুলানো বেশে,

তেমনি তেমনি তেমনি করে ;

(দেখে নয়ন সফল করি) বড় সাধ আছে মনে ;

তোর শিব বলরাম হোক, (হেরি নীলগিরি আর রজতগিরি)

একবার বাজা গো মা—সেই মোহন বেণু,

যে বেণু-রবে ধেনু ফিরাতিস্, যে বেণু-রবে যমুনায় উজান ধরিত ;

বাজুক তোর বেণু বলায়ের শিঙ্গে ।

শ্রীদামের সঙ্গে নাচিতে ত্রিভঙ্গে গো মা ;
তা থেইয়া তা থেইয়া, তা তা থেই থেই বাজত নূপুর-ধ্বনি ।
শুন্তে পেয়ে, আস্তো ধৈয়ে ব্রজের রমণী ॥ (গো মা)
গগনে বেলা বাড়িত, রাণী ব্যাকুল হইত ;
বলে ধর ধর ধর, ধর রে গোপাল, ক্ষীর সর ননী ।
এলাইয়ে চাঁচর কেশ রাণী বেঁধে দিত বেণী ॥

রামপুসাদ সেন

২২২

কর কর নৃত্য নৃত্যকালী, একবার মন-সাধে,
রণক্ষেত্রে—মা ! মোর হৃদয়-মাবো ।
দেহের ভেদী ছ-জন কু-জন,
এরা বাদী ভজন-পূজন-কাজে ।
জ্ঞান-অসিতে তার কর ছেদন,
নিব্রদন—চরণ-সরোজে,
আগে বধ ব্রহ্মময়ি, মোর কুমতি-রক্তবীজে,
ও তোঁর ভক্ত দাশরথি,
অনুরক্ত হয় ঐ পদাম্বুজে ॥

দাশরথি রায়

২২৩

কর গো দক্ষিণে কালী আমার হৃদয়ে বাস ।
চতুর্দলে শম্ভু-সহ পুরাও মন-অভিলাষ ॥

শান্ত পদাবলী

তুমি ত মা জগদ্ধাত্রী, ত্রাণ কর ত্রাণকত্রী,
মুক্তিপদ-প্রদায়িনী, ঘুচাও আমার ভবের ত্রাস।
যোগেন্দ্র ফণীন্দ্র ইন্দ্র, ধ্যানে না পায় পূর্ণ চন্দ্র,
তা জানিয়ে পদতলে পড়ে আছেন কৃতিবাস ॥
তত্ত্ব-জ্ঞান হয় না কেন, কুসঙ্গে নবীনের মজিল মন,
ভবদারা ওগো তারা, শ্রীচরণে কর দাস ॥

নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী

২২৪

শ্মশান ভালবাসিস্ ব'লে, শ্মশান করেছি হৃদি ;
শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচবি ব'লে নিরবধি ॥

আর কোন সাধ নাই মা চিতে,
চিতার আগুন জ্বলছে চিতে,
ও মা, চিতা-ভস্ম চারি ভিতে,
রেখেছি মা আসিস্ যদি ॥

মৃত্যুঞ্জয় মহাকালে, রাখিয়ে মা পদ-তলে,
নেচে আয় মা তালে তালে, হেরি আমি নয়ন মুদি' ॥

রানলাল দাস দত্ত

২২৫

নাচ গো আনন্দময়ী মম হৃদয়-মাঝার।
তুমি তো শ্মশানপ্রিয়—শ্মশান হৃদয় আমার ॥

স্বজন-বিয়োগ-চিত্তে, জলে সদা এই চিত্তে,
শোক-তাপ-দুখে আছে অবিরত অন্ধকার ।
তুমি বিরাজিত যথা, আঁধার থাকে না তথা,
তাই বলি এ শ্মশানে, এস, নাচ একবার ॥

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (মহারাজ)

২২৬

শ্মশান তো ভালবাসিস্ মাগো,
তবে কেন ছেড়ে গেলি ?
এত বড় বিকট শ্মশান এ জগতে কোথা পেলি ?
দেখসে হেথা কি হয়েছে,
ত্রিশ কোটি শব প'ড়ে আছে,
কত ভূত বেতাল নাচে, রঙ্গে ভঙ্গে করে কেলি ।
ভূত পিশাচ তাল বেতাল,
নাচে আর বাজায় গাল,
সঙ্গে ধায় ফেরুপাল, এটা ধরি, ওটা ফেলি ।
আয় না হেথা নাচবি শ্যামা,
শব হবে শিব পা ছুঁয়ে মা,
জগৎ জুড়ে বাজবে দামা,
দেখবে জগৎ নয়ন মেলি ।

অশ্বিনীকুমার দত্ত

কোলে তুলে নে মা কালী,
কালের কোলে দিস্ নে ফেলে !
বড় জ্বালায় জ্বলছি যে মা,
যেতে দে জয় কালী বোলে ॥
কাঁদতে ভবে পাঠিয়েছিলি,
কেঁদে কালী হলাম কালি ।
আমার ইহকালের সাধ মিটেছে,
রাখিস্ পায়ে পরকালে ॥

অতুলকৃষ্ণ মিত্র

অবেলায় হাট ভাঙলি শ্যামা, কি নিয়ে মা ঘরে ফিরি ।
যা ছিল, সকলই গেছে, মিছে শুধু ঘুরে মরি ।
ভরা হাটের হেটো যারা,
একে একে গেছে তারা,
আমি কৰ্ণ-দোষে রইনু বসে পাপের বোঝা শিরে ধরি ।
রবি যে বসেছে পাটে,
আমি কি করি এ ভাঙ্গা হাটে,
নে মা কোলে তুলে, অভাগারে দে মা তোর ঐ চরণ-তরী ।

অমৃতলাল বসু

২২৯

কালী এই ক'রো কাল এলে—
 কাল পেয়ে কাল ঘেরবে যখন, দেখা দিও হৃদ-কমলে ॥
 গুরু-দত্ত ধন যেন আমার মন,
 শমন দেখে না যায় ভুলে ।
 তারাদাস বলে, অন্তে গঙ্গাজলে,
 জিহ্বা যেন কালী কালী বলে ॥

অজ্ঞাত

২৩০

মনেরি বাসনা শ্যামা, শবাসনা শোন্ মা বলি ।
 অন্তিমকালে জিহ্বা যেন ব'লতে পায় মা কালী কালী ॥
 হৃদয়-মাঝে উদয় হ'য়ো মা, যখন কর্বে অন্তর্জলী ।
 তখন আমি মনে মনে, তুল্বে জবা বনে বনে,
 মিশা'য়ে ভক্তি-চন্দনে, পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি ॥
 অর্দ্ধ-অর্দ্ধ গঙ্গাজলে, অর্দ্ধ-অর্দ্ধ থাক্বে স্থলে,
 কেহ বা লিখিবে ভালে, কালী-নামাবলী—
 কেহ বা কর্ণকুহরে বল্বে কালী উচৈচঃস্বরে,
 কেহ ব'ল্বে হরে হরে, করে করে দিয়ে তালি ॥

দাশরথি রায়

১৫৫

মন যদি মোর ভুলে,
তবে বালির শয্যায় কালীর নাম দিও কর্ণমূলে ।
এ দেহ আপনার নয় রিপু-সঙ্গে চলে,
আনু রে ভোলা* জপের মালা, ভাসি† গঙ্গাজলে ।
ভয় পেয়ে রামকৃষ্ণ ভোলা-প্রতি বলে—
‘আমার ইষ্ট-প্রতি দৃষ্টি খাটো, কি আছে কপালে’ ॥

রামকৃষ্ণ রায় (মহারাজ)

* মহারাজ রামকৃষ্ণের ভৃত্যের নাম ছিল ভোলা ।

† ভাসাই ।

মনোদীক্ষা

২৩২

কালী-পদ-আকাশেতে মন-ঘুড়িখান্ উড়তে ছিল,
কলুষের কুবাতাস পেয়ে, গোঁজা খেয়ে প'ড়ে গেল।
মায়া-কান্না হ'ল ভারি, আর আমি উঠাতে নারি,
দারা-সুত কলের দড়ি, ফাঁসি লেগে সে ফেসে গেল।
জ্ঞান-মুণ্ড গেছে ছিঁড়ে, উঠিয়ে দিলে অমনি পড়ে,
মাথা নেই, সে আর কি উড়ে? সঙ্গের ছ'জন জয়ী হ'লো।
ভক্তি-ডোরে ছিল বাঁধা, খেলতে এসে লাগলো ধাঁধা,
নরেশচন্দ্রের কাঁদা-হাসা, না আসা এক ছিল ভাল।

নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

২৩৩

সাধের ঘুমে ঘুম ভাঙ্গে না।

ভাল পেয়েছ ভবে কাল-বিছানা ॥

এই যে সুখের নিশি, জেনেছ কি ভোর হবে না?

তোমার কোলেতে কামনা-কান্তা, তারে ছেড়ে পাশ ফের না ॥

আশার চাদর দিয়াছ গায়, মুখ ঢেকে তাই মুখ খুল না।

আছ শীত গ্রীষ্ম সমান ভাবে, রজক-ঘরে তাই কাচ না ॥

খেয়েছ বিষয়-মদ, সে মদের কি ঘোর ঘোচে না?

আছ দিবানিশি মা'তাল হ'য়ে, ব্রমেও কালী বল না ॥

শান্ত পদাবলী

অতি মৃঢ় প্রসাদ রে তুই, ঘুমায়ে আশা পূরে না ।

তোর ঘুমে মহা-ঘুম আসিবে, ডাকিলে আর চেতনা পাবে না ॥

রামপুসাদ সেন

২৩৪

মন কি ভুলে ভুলিয়াছ, ভুলে কি ভুলিতে নার !

ভুলে মূল হারাবে পাছে, মূলেরি সন্ধান কর ॥

ভাই বন্ধু দারা স্মৃত, পরিজন আছে যত,
যা'কে অতি ভালবাস, সে-রূপ ভাব মায়ের ॥

নিত্য বস্তু পরমাণু, যার চয়ে হয় তনু ;
সংযোগ হইলে ধ্বংস, ভেবে দেখ কেবা কার !

শ্রীরামদুলালে রটে, সদা ফেরে মাঠে ঘাটে,
ব্রহ্মময়ী সর্বঘটে, ভাব তুমি সেই সার ॥

রামদুলাল নন্দী (দেওয়ান)

২৩৫

মন, কালে কালে কাল গেল, কাল কবে আসিবে ।

কালী ব'লে না ডাকিলে, কাল কিসে জিনিবে ?

মন, তুমি হ'য়ে কাল, খোয়াইলে পরকাল,

আইলে দারুণ কাল, কাল কিসে জিনিবে ?

দ্বিজ কালিদাস

২৩৬

বুঝ না মন বুঝাইলে, পরমার্থ না চিন্তিলে,
 দিনান্তে মনের ভ্রান্তে, কালী বলে না ডাকিলে ।
 জঠরস্থ ছিলে যোগী, জন্মমাত্র কর্ম-ভোগী,
 শ্যামা-নামামৃত-ত্যাগী, বিষয়-সন্তোগী হ'লে ।
 অকিঞ্চনের সম্প্রতি, তাজ কামাদি সংহতি,
 ছয় জনার ছয় রীতি, সম্প্রতি তোমায় মজালে ।
 ইন্দ্রিয়-বলে ইন্দ্রিয় পেয়ে হয়েছ উন্মত্ত,
 প'ড়ে রবে সে ইন্দ্রিয়, দশেন্দ্রিয় অবশ হ'লে ॥

রঘুনাথ রায় (দেওয়ান)

২৩৭

ও মন, তোর ভ্রম গেল না ।
 পেয়ে শক্তি-তত্ত্ব হলি মত্ত,
 হরি হর তোর এক হলো না ।
 বৃন্দাবন আর কাশীধামের
 মূল কথা মনে বোঝা না ;
 কেবল ভবচক্রে বেড়াও ঘুরে
 ক'রে আত্ম-প্রতারণা ।
 অসি-বাঁশীর মর্ন্ত বুঝে
 (তোমার) কর্ম করা আর হ'লো না ।

যমুনা আর জাহ্নবীকে
একভাবে মনে ভাব না ।
প্রসাদ বলে, গগুগোলে
এ যে কপট উপাসনা ।

(তুমি) শ্যাম-শ্যামাকে প্রভেদ কর,
চক্ষু থাক্তে হ'লে কাণা ॥

রামপুসাদ সেন

২৩৮

মন, কি কর তব্ব তারে ।
ওরে উন্মত্ত, আঁধার ঘরে ॥

সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে ?
মন, অগ্রে শশী* বশীভূত কর তোমার শক্তি-সারে ।
ওরে কোঠার ভিতর চোর-কুঠরী, ভোর হলে সে লুকাবে রে ॥
ষড়্ দর্শনে দর্শন পেলেম না, আগম-নিগম তন্ত্রসারে ।
সে যে ভক্তিরসের রসিক, সদানন্দে বিরাজ করে পুরে † ॥
সে ভাব-লোভে পরম যোগী যোগ করে যুগ-যুগান্তরে ।
হ'লে ভাবের উদয় লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বকে ধরে ॥
প্রসাদ বলে, মাতৃভাবে আমি তব্ব করি যারে ।
সেটা চাতরে কি ভাঙ্গবো হাড়ি, বুঝ রে মন ঠারে-ঠোরে ॥

রামপুসাদ সেন

* শশী—কাম ।

† পুরে—আশ্রয় ।

২৩৯

মন, তোমার এই ভ্রম গেল না ।

কালী কেমন, তাই চেয়ে দেখলে না ॥

ওরে, ত্রিভুবন যে মায়েৰ মূৰ্ত্তি, জেনেও কি তাই জান না ?

মাটির মূৰ্ত্তি গড়িয়ে মন করতে চাও তাঁর উপাসনা ॥

জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা দিয়ে কত রত্ন সোনা ।

ওরে, কোন্ লাজে সাজাতে চাস্ তাঁয় দিয়ে ছার ডাকের গহনা ?

জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা সুমধুর খাদ্য নানা ।

ওরে, কোন্ লাজে খাওয়াতে চাস্ তাঁয়

আলোচাল আর বুট-ভিজানা ?

জগৎকে পালিচ্ছেন যে মা সাদরে তাই কি জান না ।

ওরে কেমনে দিতে চাস্ বলি মেঘ মহিষ আর ছাগল-ছানা ?

প্রসাদ বলে, ভক্তি-মন্ত্র কেবল রে তাঁর উপাসনা ।

তুমি লোক-দেখানো করবে পূজা,

মা তো আমার ঘঁষ খাবে না ॥

রামপুসাদ সেন

২৪০

মন, ভেব' নারে ডুবে ভব-নীরে,

ভব-ভাবিনীরে ভাব রে ।

মা ব'লে ভাষিবে, অমনি ভাসিবে,

অশিবে নাশিবে শিবে রে ॥

১৬১

শান্ত পদাবলী

কেন অহরহ বৃথা কাজে রহ,
 স্বরিতে তরিতে তরীতে আরোহ,
 তরণী তারিণী-পদ-সরোরুহ,
 তনুরুহকূপে যে ধরে ভবে রে ॥

যদি মন এবার, ভব-পারাবার চাহ তরিবার
 বলি বারেবার ছাড় পরিবার,
 দেহ অনিবার জননীতে ভার তারিতে কুমারে ॥

রামকুমার নন্দী মজুমদার

২৪১

মন, তোর এত ভাবনা কেনে !
 একবার কালী ব'লে বস্ রে ধ্যানে ॥
 জাঁক-জমকে করলে পূজা, অহঙ্কার হয় মনে মনে ।
 তুমি লুকিয়ে তাঁরে করবে পূজা, জান্বে না রে জগজ্জনে ॥
 ধাত-পাষণ মাটির মূর্তি, কাজ কি রে তোর সে গঠনে ?
 তুমি মনোময় প্রতিমা করি, বসাও হৃদি-পদ্মাসনে ॥
 আলোচাল আর পাকা কলা, কাজ কি রে তোর আয়োজনে ?
 তুমি ভক্তি-সুধা খাইয়ে তাঁরে, তৃপ্তি কর আপন মনে ॥
 ঝাড়-লঠন বাতির আলো, কাজ কি রে তোর সে রোসনায়ে !
 তুমি মনোময় মাণিক্য ছেলে দেও না, জলুক নিশিদিনে ॥
 মেঘ-ছাগল-মহিষাদি কাজ কি রে তোর বলিদানে,
 তুমি 'জয় কালী' 'জয় কালী' ব'লে, বলি দেও ঘড়্ রিপুগণে ॥

প্রসাদ বলে ঢাক ঢোল, কাজ কি রে তোর সে বাজনে ?
তুমি 'জয় কালী' বলি দেও করতালি,

মনে রাখ সেই শ্রীচরণে ॥

রামপ্রসাদ সেন

২৪২

ভাব না কালী, ভাবনা কিবা ।

ওরে.মোহময়ী রাত্রিগতা, সম্প্রতি প্রকাশে দিবা ।

অরুণ-উদয়-কাল, ঘুচিল তিমির-জাল ।

ওরে কমলে কমল ভাল, প্রকাশ করেছে শিবা ॥

বেদে দিলে চক্ষে ধূলা, ঘড়্ দর্শনের সেই অঙ্কগুলা

ওরে না চিনিল জ্যোষ্ঠানুলা,

খেলা-ধূলা কে ভাঙ্গিবা ॥

যেখানে আনন্দ-হাট, গুরু-শিষ্য নাস্তিপাঠ ।

ওরে যার নেটো তার নাট, তব্ব তব্ব কে পাইবা ।

যে রসিক ভক্ত শূর, সে প্রবেশে সেই পুর,

রামপ্রসাদ বলে ভাঙ্গলো ভূর,

আগুন বেঁধে কে রাখিবা ॥

রামপ্রসাদ সেন

২৪৩

বাসনাতে দাও আগুন জ্বলে, ক্ষার হবে তায় পরিপাটি ।

কর মনকে ধোলাই, আপদ্ বালাই, মনের ময়লা যাবে কাটি ॥

কালীদহের জলে চল, সে জলে ধোপ ধরবে ভাল ।

(আর) পাপ-কাষ্ঠের আখা জ্বালো, চাপাও রে চৈতন্য-ভাঁটি ॥

শান্ত পদাবলী

নীলাশ্বর নতী জেনেছে, মনকে আমার বলা মিছে ।
মনের পর কি শত্রু আছে, সেত হয়ত সোনা নয় ত মাটি ॥

নীলাশ্বর মুখোপাধ্যায়

২৪৪

মন, হারালে কাজের গোড়া ।

দিবানিশি ভাবছো বসি, কোথায় পাবে টাকার তোড়া ॥
চাকি কেবল ফাঁকিমাত্র, শ্যামা মা মোর হেমের ঘড়া ।
তুই কাচ-মূল্যে কাকুন বিকালি, ছি ছি মন, তোর কপাল-পোড়া ॥
কল্প-সূত্রে যা আছে মন, কেবা পাবে তার বাড়া ।
মিছে এ-দেশ সে-দেশ ঘুরে বেড়াও, বিধির লিপি কপাল-ঘোড়া ॥
কাল করিছে হৃদে বাস, বাড়ছে যেন শালের কোঁড়া ।
ওরে, সেই কালের কর বিনাশ, ন্যাস ধররে মন্ত্র ঘোড়া ॥
প্রসাদ বলে, মন রে তুমি, পাঁচ সওয়ারের তুর্কী ঘোড়া ।*
সেই পাঁচের আছে পাঁচাপাঁচি, তোমায় করবে তোলাপাড়া ॥

রামপুসাদ সেন

২৪৫

এমন করে আর কতদিন করবি রে মন আসা যাওয়া ।
পঞ্চ ভূতের মধ্যে থেকে, তুই কি হলি ভূতে পাওয়া ?
কালী মায়ের চরণ-পানে, একটি দিন হলো না চাওয়া ।
যাবি কবে পড়ে র'বে জমিখানি চোদ্দ পোয়া ॥

* প্রসাদ বলে, ভাবছ কি মন, পাঁচ সওয়ারের তুমি ঘোড়া ।

এখনো তোর এই জমিতে সাধন-বীজ হলো না রোয়া ।
 ক্রমে দেখি গুরু-মন্ত্র লাল্ললখানি যায় বা খোয়া ॥
 গমনের দিন আর বাকি নাই, কবে হবে ধরায় শোওয়া ।
 ওখানেতে চিত্রগুপ্ত বসে আছে মিলিয়ে রেওয়া ॥
 রসিক বলে, সুখের কাল তোর এবার হলো কালে খাওয়া ।
 এই বেলা মা কালীর কাছে, করে নে রে মুক্তির দাওয়া ॥

রসিকচন্দ্র রায়

২৪৬

মন, কবে সেবিবে কালী ?
 একাল ওকাল সেকাল ব'লে,
 সকল কালই গেল চলি ।

তবু বিষয়-মদে মত্ত হ'য়ে তত্ত্ব-জ্ঞান রইলে ভুলি ।
 কালাকাল বিচার নাই কালের,
 সদাকাল 'সে' ঘুরছে খালি,
 এসে গলায় ফাঁসি, লাগায় কসি,
 দয়া নাই দীন-দুঃখী বলি ॥

কালে যখন যাবে, কালের ব্রুকুঞ্জে, জীবন চলি,
 তখন রক্ষা কে করিবে মন,
 বিনা সেই রক্ষাকালী ।

দেখে নিত্য সব অনিত্য,
তবু নেশায় আছ ঢলি—
হয় না একটু ভ্রূক্ষেপ, এই তো আক্ষেপ,
নিজের দোষে মজে গেলি ॥

রোহিণীকুমার বিদ্যাভূষণ

২৪৭

যায় যায় দিন, কালী বল মন ।
একবার ত্য'জে মায়া-নিদ্রা মেল রে নয়ন ॥
দিনে দিনে দিন যায় রে হেলায়,
ভুলে র'লে মিছা ভবেরি খেলায়,
থাকিতে সময় বল এ বেলায়—
কালী কালী কালী, এড়াবে শমন ॥
দেখ দেখি বাকি আছে কি সময়,
বৃথা কাজে গত হলো যে সময়,
পারি না পারি না আর সে সময়
ক'রে বিনিময় রজত-কাঞ্চন ॥
কহে সকাতরে শ্রীরামকুমার,
মনে ভেবে মন দেখ একবার ,
যত পরিবার ম'লে কেবা কা'র,
(হবে) সব অন্ধকার, মুদিলে নয়ন ॥

রামকুমার নন্দী মজুমদার

২৪৮

তুমি কার কথায় ভুলেছ রে মন, ওরে আমার গুরাপাখী !
 আমারি অন্তরে থেকে, আমাকে দিতেছ ফাঁকি ॥
 কালী-নাম জপিবার তরে, তোরে রেখেছি পিঞ্জরে পুরে মন,
 ও তুই আমাকে বঞ্চনা ক'রে, ঐরি-সুখে হ'লি সুখী ॥
 শিব দুর্গা। কালী নাম, জপ কর অবিশ্রাম,
 মন, ও তোর জুড়াবে তাপিত অঙ্গ, একবার শ্যামা বল রে দেখি ॥

রামপুসাদ সেন

২৪৯

সাধন-রূপ গ্রাবু খেলা এই বেলা মন খেলিয়ে নে রে ।
 জিৎ হবে ভবের বাজি, কালী-নামের টেকা মেরে ॥
 শ্রদ্ধা-নওলা খেলায় দিয়ে, বসুবি ভক্তি-গোলাম নিয়ে,
 গোলাম দেখে গোলাম হ'য়ে কৃতান্ত কাঁপিবে ডরে ॥
 ভাবের বিস্তি ধ'রে নিবি, তবেই যমকে ফাঁকি দিবি,
 সমাধি-ছক্কা দেখাবি, ছয় রিপুকে ভ্যাস্তা ক'রে ॥
 এগ্নি খেলা খেলবি কসে, বে-রং যাবে রংয়ে মিশে,
 মুক্তি-পঞ্জা ধ'রে শেষে, জয়ী করবি রসিকেরে ॥

রসিকচন্দ্র রায়

১৬৭

মন রে কৃষি-কাজ জান না ।

এমন মানব-জমিন রইলো পতিত, আবাদ করলে ফলতো সোনা ॥

কালীর নামে দেও রে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না ।

সে যে মুক্তকেশীর (মন রে আমার) শক্ত বেড়া,

তার কাছেতে যম ঘেঁসে না ॥

অদ্য অব্দ-শতান্তে বা, বাজাপ্ত হবে জান না ।

এখন আপন ভেবে, (মন রে আমার) যতন করে,*

চুটিয়ে ফসল কেটে নে না ॥

গুরু রোপণ করেছেন বীজ,† ভক্তি-বারি তায় সঁচ না ।

ওরে একা যদি না পারিস্ মন, রামপ্রসাদকে ডেকে নে না ॥

রামপ্রসাদ সেন

মন রে তোরে বলি আমি,

ও কার জমা-খরচ লেখ তুমি ।

হিসাবের মুহুরি হ'য়ে পরের হিসাব লেখছ তুমি ।

ক'রে নিজের হিসাব দেখলে না রে লাভ খেসারত ফাজিল কমি ॥

দিনে দিনে হচেছ যে তোর খরচা অধিক জমায় কমি ;

আর তো নাই অবকাশ, কর নিকাশ, হ'য়ে এল সাল-তামামি ॥

* আছে এস্তারে মন, এই বেলা তুই ।

† গুরু-দত্ত বীজ রোপণ ক'রে ।

কমার বলে ঠিক থেক মন, না হ'লে হবে বদনামী ;
দেখ লাভে মূলে হেরে পাছে কালের কাছে হও আসামী ॥

রামকুমার নন্দী মজুমদার

২৫২

এই বেলা মন নে রে ডেকে নীলাজবরণী মাকে ;
নিলাম নিলাম কচেছ শমন, কখন নেবে নিলাম ডেকে ।
কাল নিলে নিলামে ডেকে, কার শক্তি কে রাখবে ডেকে !
ল'য়ে যাবে ডাকে ডাকে, তখন আর কি হবে ডেকে ?
জাতি-বন্ধুগণে ডেকে, কায়াটা কাপড়ে ঢেকে,
কাঁদবে সবে ডেকে ডেকে, সাড়া কেউ পাবে না ডেকে ।
চুল পেকেছে, দাঁত পড়েছে, পরমায়ুর মেয়াদ গিয়েছে,
পরোয়ানা দেখ এসেছে, অতএব বলি তোকে ॥

প্যারীমোহন কবিরত্ন

২৫৩

মন, কেন রে ভাবিস্ এত—

যেমন মাতৃহীন বালকের মত ?

ভবে এসে ভাবছো ব'সে, কালের ভয়ে হ'য়ে ভীত ।
ওরে কালের কাল মহাকাল, সে-কাল মায়ের পদানত ॥
ফণী হ'য়ে ভেকের ভয়—এ যে বড় অদ্ভুত ।
ওরে তুই করিস্ কি কালের ভয়, হ'য়ে ব্রহ্মময়ী-স্মৃত ॥

এ কি ভাস্ত নিতান্ত তুই, হ'লি রে পাগলের মত ।
 ও মন, মা আছেন যার ব্রহ্মময়ী, কার ভয়ে সে হয় রে ভীত ॥
 মিছে কেন ভাব দুঃখে, দুর্গা বল অবিরত ।
 যেমন 'জাগরণে ভয়ং নাস্তি'—হবে রে তোর তেম্নি মত ॥
 দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, মন কর রে মনের মত ।
 ও মন, গুরু-দত্ত তত্ত্ব কর, কি করিবে রবি-সুত ॥

রামপ্রসাদ সেন

২৫৪

মন-সেতারে বাজা রে তার, তারা তারা ব'লে ।
 কাল বন্ধন করিতে তোরে, আসে রজ্জু নিয়ে করে ॥
 তোমার দেহরূপী লাউ ছিল, বহুদিনে জীর্ণ হ'লো,
 জ্ঞান-পর্দা ছিন্ন ভিন্ন হ'লো তোর দোষে ॥
 ভৈরবী রাগিণী ধ'রে বসাও পর্দা স্তরে স্তরে,
 বাজা রে গৎ মধুর স্বরে, হবে পার ভব-দুস্তরে ।
 নইলে নিস্তার না দেখি তোর দুস্তর জলধি-নীরে ॥
 সু-তানে গৎ বাজা রে মুক্তকেশীর বাজারে,
 ঘেরিতে কাল নাহি সাধ্য মায়ের বাজারে ॥
 মাগো, ভিক্ষে চরণ-ধূলা, দোকানদার আছে তোলা,
 হ'লো শেষ ভবেরই খেলা, বাঁধ রে নামেরি ভেলা,
 নইলে ডুবে মরবে গোবর্দ্ধন ভব-সিন্ধু-নীরে ॥

গোবর্দ্ধন চৌধুরী

২৫৫

মন, ভেবেছ কপট ভক্তি করি' শ্যামা-মাকে পাবে ?
 এ ছেলের হাতের নাড়ু নয় যে ভোগা দিয়ে খাবে !
 সাত গেঁয়ে আর মাম্দোবাজি, কেবা করে ফাঁকি দেবে ।
 সে কড়ার কড়া তস্য কড়া, আপন গণ্ডা বুঝে ল'বে ॥
 আইন সুরত গঙ্গাজলী ভেবেছ সাবধান হবে,
 তুমি মধ্য মধ্য মুখ মুছে খাও এ কথা কি জান্তে রবে ?
 কমলাকান্তের মন এখন কি উপায় করিবে,
 কালী-নাম লও সত্বর হ'য়ে, নামের গুণে তরে যাবে ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

২৫৬

মন, থাক তুমি চুপটি ক'রে !
 তোমায় তারা-পাখী দিচ্ছি ধ'রে ॥
 চতুর্দলে ফাঁদ পেতে মন, বসে থাক ঘাপটি মেরে ।
 কেবল আড়-নয়নে দৃষ্টি রেখো, যেমন আসবে, টানবে জোরে ।
 হৃদ-পিঞ্জরে ক'রে ঘেরাও, বলবে সুখে “কালি, তরাও” ;
 সে ত সকল ভাষা বুঝে, আশার মত দিবানিশি পড়ে ।
 সযতনে ভক্তি-ডোরে, পায়ে ধ'রে বাঁধবে তারে ;
 নৈলে একস্থানে থাকে না সে যে,
 জলে স্থলে সমান ফেরে ॥

কৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায়

আয় মন, বেড়াতে যাবি।

কালী-কল্পতরু-তলে গিয়া চারি ফল কুড়ায়ে খাবি ॥
 প্রবৃতি নিবৃতি জায়া, তার নিবৃতির সঙ্গ ল'বি।
 ওরে বিবেক-নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র, তত্ত্ব-কথা তায় সুধাবি ॥
 অশুচি শুচিকে ল'য়ে, দিব্য ঘরে কবে শুবি।
 যখন দুই সতীনে প্রীতি হবে, তখন শ্যামা মাকে পাবি ॥
 অহঙ্কার অবিদ্যা তোর, পিতামাতায় তাড়ায়ে দিবি।
 যদি মোহ-গর্ভে টেনে লয়, ধৈর্য্য-খোঁটা ধ'রে র'বি ॥
 ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজ্ঞা, তুচ্ছ হাড়ে বেঁধে থুবি।
 যদি না মানেন নিষেধ, তবে জ্ঞান-খড়্গে বলি দিবি ॥
 প্রথম ভাষ্যার সন্তানেরে দূরে র'ইতে বুঝাইবি।
 যদি না মানেন প্রবোধ, জ্ঞান-সিন্ধু মাঝে ডুবাইবি ॥
 প্রসাদ বলে, এমন হ'লে, কালের কাছে জবাব দিবি।
 তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর, মনের মতন মন হ'বি ॥

রামপুসাদ সেন

মন পবনের নৌকা বটে, বেয়ে দে শ্রীদুর্গা বোলে।
 মন মহামন্ত্র যন্ত্র যার, স্রবাতাসে বাদাম তুলে ॥
 মহামন্ত্র কর হাল, কুণ্ডলিনী কর পাল;
 স্রুজন কুজন আছে যারা, তাদের দে রে দাঁড়ে ফেলে ॥

কমলাকান্তের নেয়ে, নন্দর তোল্ দুর্গা কোয়ে ;
পড়িবি তুফানে যখন, সারি গাবি সবাই মিলে ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

২৫৯

শুনরে মন-জমিদার ;

ভাল এবার কর্‌লি রে তুই জমিদারি !

যত সব জুয়াচোরে আমলা করে' উসুল তহশীল দিলি ছাড়ি ;

তা'রা সব লুটে খেলে, তোমায় দিলে জমার ঘরে শূন্য ধরি ।

দেওয়ান* তোর নষ্টের গোড়া-সৃষ্টিছাড়া, সাবেক জমি কর্‌লে চুরি ;

ঝাণে ঝাণে করছে ভারি, বন্ধক করি দেওয়ান-বাবুর ছয় মুহুরি ।

ভুবন কহে তাহত বাকি, আর ভাব্‌ছ কি, হ'য়ে গেছে নুটিশ জারি ।

সর্ব্বস্ব নিলাম হবে, জেলে যাবে, ভাঙ্গতে হবে বাবুগিরি ।

অজ্ঞাত

২৬০

শোন্ রে মন তোরে বলি, ভজ কালী,

ইচ্ছা হয় যেই আচারে ।

মুখে গুরু-দত্ত মন্ত্র পড়, দিবানিশি কর ধ'রে ॥

শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান,

ওরে নগরে ফির, মনে কর, প্রদক্ষিণ করি শ্যামা মারে ॥

* দেওয়ান—অহঙ্কার ।

শান্তি পদাবলী

যত শোন কর্ণপুটে, সকলি মায়ের মস্ত বটে,
কালী পঞ্চাশৎ-বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম শোন রে ॥
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে ।
ওরে আহা কর, মনে কর আছতি দিই শ্যামা মারে ॥

রামপ্রসাদ সেন

২৬১

পাবি না ক্যাপা মায়েরে, ক্যাপার মত না ক্ষেপিলে ।
শেয়ান পাগল বুচকি আগল, কাজ হবে না ওরূপ হ'লে ॥
শুনিস্ নে তুই ভবের কথা, ও যে বন্ধ্যার প্রসব-ব্যথা ।
সার ক'রে শ্রীনাথের কথা, চোখের ঠুলি দে না খুলে ॥
মায়া মোহ ভোগ তৃষ্ণা দেবে তোরে যত তাড়া ।
বোবার মতন থাকবি ব'সে, সে কথায় না দিয়ে সাড়া ॥
নিবৃত্তিরে ল'য়ে সাথে ভ্রমণ কর তত্ত্ব-পথে ।
নৃত্য কর প্রেমে মেতে, সদা কালী কালী ব'লে ॥
মজা আছে এ পাগলে, জান্‌বি আসল পাগল হ'লে ।
'আয় রে পাগল ছেলে' ব'লে, পাগলী মায়ে নেবে কোলে ॥
ফুরাবে পাগলের রেলা, ঘুচিবে ত্রিতাপের জ্বালা ।
শান্তিধামে করবি লীলা, এ যুক্তি প্রেমিক বলে ॥

মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (প্রেমিক)

২৬২

মন, ক'রো না ঘেঘাঘেঘি,
যদি হবি রে বৈকুণ্ঠবাসী ॥

আমি বেদাগম পুরাণে করিলাম কত খোঁজ-তালাসি ।

ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম—সকল আমার এলোকেশী ।

শিব-রূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণ-রূপে বাজাও বাঁশী ।

ও মা, রাম-রূপে ধর ধনু, কালী-রূপে করে অসি ॥

দিগম্বরী দিগম্বর, পিতার চরণবিলাসী ।

শ্মশানবাসিনী বাসী, অযোধ্যা-গোকুল-নিবাসী ॥

ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে, শিশু-সঙ্গে এক বয়সী ।

যেমন অনুজ ধানুকী সঙ্গে, জানকী পরম রূপসী ॥

প্রসাদ বলে, ব্রহ্ম-নিরূপণের কথা দেঁতোর হাসি ।

আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব-ঘটে—পদে গয়া গঙ্গা কাশী ॥

রামপুসাদ সেন

২৬৩

হৃৎ-কমলে চিন্তা কর বরাভয়-কর শিবা ।

বৃথা বিষয় ভাবিয়ে, বল তব ফল কিবা !

যাঁর কৃপা-কণা-বলে, দুর্লভ জন্ম লভিলে,

উচিত কি নয় তাঁর ধ্যান করা নিশি-দিবা ?

শান্তি পদাবলী

নিদ্রারূপে যাঁর কোলে, সুখে নিশি পোহাইলে,
 চৈতন্য-রূপিণীর কৃপায় পুনঃ প্রাতে চেতন পেলো,
 এ হেন পরম ধনে, মানসিক আয়োজনে,
 ভক্তি-ভাবে দৃঢ় মনে, কর মুঢ় তাঁর সেবা ।
 সমাগত-প্রায় শমন, করিবে মহাশয়ন,
 আর কি এ দেহে চেতন পেয়ে, কবের তাঁর কীর্তন ॥
 বিষয়-মদে সদা মত্ত, দ্বিজ জগদ্বন্ধুর চিত্ত,
 কালী-নাম কর পথ্য, পুনঃ তবে না ফিরিবা ॥

জগদ্বন্ধু তর্কবাগীশ

২৬৪

ডুব দে মন কালী ব'লে,
 হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে ।

রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দু-চার ডুবে ধন না পেলো,
 তুমি দম-সামর্থ্য এক ডুবে যাও, কুল-কুণ্ডলিনীর কূলে ॥
 জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝে রে মন, শক্তি-রূপা মুক্তা ফলে ।
 তুমি ভক্তি-করে কুড়ায়ে পাবে, শিব-যুক্তি-মতন চাইলে ॥
 কামাদি ছয় কুন্তীর আছে, আহার-লোভে সদাই চলে ।
 তুমি বিবেক-হৃদি গায় মেখে যাও,

ছোঁবে না তার গন্ধ পেলো ॥

রতন-মাণিক্য কত পড়ে আছে সেই জলে ।

রামপ্রসাদ বলে, বাঁপ দিলে মন, মিলবে রতন ফলে ফলে ।

রামপ্রসাদ সেন

২৬৫

আপনারে আপনি দেখ, যেও না মন, কারু ঘরে ।
 যা চাবে, এইখানে পাবে, খোঁজ নিজ-অন্তঃপুরে ।
 পরম ধন পরশমণি—যে অসংখ্য ধন দিতে পারে,
 এমন কত মণি পড়ে আছে, চিন্তামণির নাচদুয়ারে ॥
 তীর্থ-গমন দুঃখ-ভ্রমণ, মন, উচাটন হ'য়ো না রে,
 তুমি আনন্দ-ত্রিবেণীর স্নানে, শীতল হও না মূলাধারে ।
 কি দেখ কমলাকান্ত, মিছে বাজি এ সংসারে,
 ওরে, বাজিকরে চিন্তে না, সে তোমার ঘটে বিরাজ করে ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

২৬৬

দিবা-নিশি ভাব রে মন, অন্তরে করালবদনা ।
 নীল কাদম্বিনী-রূপ মায়ের, এলোকেশী দিগ্‌বসনা ॥
 মূলাধারে সহস্রারে বিহরে সে, মন জ্ঞান না ।
 সদা পদ্যবনে হংসীরূপে আনন্দরসে মগনা ॥
 আনন্দে আনন্দময়ী হৃদয়ে কর স্থাপনা ।
 জ্ঞানাগ্নি জ্বালিয়া কেন ব্রহ্মময়ী-রূপ দেখ না ॥
 প্রসাদ বলে, ভক্তের আশা পুরাইতে অধিক বাসনা ।
 সাকারে সাযুজ্য হবে, নিব্বাণে কি গুণ বল না ॥

রামপুসাদ সেন

১৭৭

শান্ত পদাবলী

২৬৭

আদর ক'রে হৃদে রাখ, আদরিণী শ্যামা মাকে ।
 তুমি দেখ, আমি দেখি, আর যেন ভাই, কেউ না দেখে ॥
 কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, এস তোমায় আমায় জুড়াই আঁখি ।
 রসনারে সঙ্গে রাখি,—সে-ও যেন 'মা' ব'লে ডাকে ॥
 অজ্ঞান কুমন্ত্রী দেখ, তারে নিকট হ'তে দিও নাকো ;
 জ্ঞানেরে প্রহরী রাখ, খুব যেন সাবধানে থাকে ॥
 কমলাকান্তের মন ভাই, আমার এক নিবেদন,
 দরিদ্র পাইলে ধন, সে-ও কি অন্যান্তরে রাখে ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

২৬৮

এবার কালী কুলাইবো ।
 কালী ভেবে, কালী হোয়ে,
 কালী ব'লে, কাল কাটাইবো ।
 আমি কালাকালে কালের মুখে—
 কালী দিয়ে চ'লে যাবো ।
 সে যে নৃত্যকালী কি অস্থিরা,
 কেমন কোরে তায় রাখিবো ।
 আমার মন-যন্ত্রে বাদ্য করি হৃদি-পদো নাচাইব ॥
 কালী-পদের পদ্ধতি যা, মন তোরে তা জানাইব ।
 আছে আর যে ছটা, বড় ঠেঁটা, সে কটাকে কেটে দিব ॥

প্রসাদ বলে আর কেন মা, আর কত গো প্রকাশিব ।
আমার কিল খেয়ে কিল চুরি,
তবু কালাকাল বাৎ না ছাড়িব ।

রামপ্রসাদ সেন

২৬৯

মন-গরীবের কি দোষ আছে !

তুমি বাজিকরের মেয়ে শ্যামা, যেমনি নাচাও তেমনি নাচে ॥
তুমি কৰ্ম্ম ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম, মৰ্ম্ম-কথা বুঝা গেছে ।
ও মা, তুমি ক্ষিতি, তুমি জল, ফল ফলাচছ ফলা গাছে ॥
তুমি শক্তি, তুমি ভক্তি, তুমিই মুক্তি শিব বলেছে ।
ও মা, তুমি দুঃখ, তুমিই সুখ, চণ্ডীতে তা লেখা আছে ॥
প্রসাদ বলে, কৰ্ম্ম-সূত্র, সে সূতার কাটনা কেটেছে ।
ও মা, মায়া-সূত্রে বেঁধে জীব, ক্ষেপা ক্ষেপি খেল খেলিছে ॥

রামপ্রসাদ সেন

২৭০

মন-গরীবের কি দোষ আছে, তারে কেন নিন্দা কর মিছে ?
বাজিকরের মেয়ে তারে যেমন নাচায় তেমনি নাচে ॥
শুনেছ দীন দয়াময়ী, লোকে বলে বেদে আছে ।
আপনাকে যে আপনি ভোলে, পরের বেদন কি তার কাছে ॥

শান্ত পদাবলী

আপনি যেমন শঠের মেয়ে, তেমনি সঙ্গ ভাল মিলেছে ।
সে লেংটা থাকে, ভঙ্গ মাখে, লোকে ভাল বলে পাছে ॥
তবে যে কমলাকান্ত ও চরণে প্রাণ সঁপেছে—
তাতে ভিন্ন, নাহি অন্য, নৈলে কেন সার করেছে ॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

ইচ্ছাময়ী মা

২৭১

শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি,
ভব-সংসার-বাজারের মাঝে।

ঐ যে মন-ঘুড়ি, আশা-বায়ু, বাঁধা তাহে মায়া-দড়ি ॥
কাক গত্তী মত্তী গাঁথা, তাতে পঙ্করাদি নাড়ি।
ঘুড়ি স্বপ্নে নির্মাণ করা, কারিগরি বাড়াবাড়ি ॥
বিষয়ে মেজেছে মাঞ্জা, কর্কশা হয়েছে দড়ি।
ঘুড়ি লক্ষে দুটা-একটা কাটে, হেসে দেও মা হাত-চাপড়ি ॥
প্রসাদ বলে, দক্ষিণা বাতাসে ঘুড়ি যাবে উড়ি।
ভব-সংসার-সমুদ্র-পারে, পড়বে যেয়ে তাড়াতাড়ি ॥

রামপুসাদ সেন

২৭২

ইচ্ছাময়ী তারা গো, তোর ইচ্ছা কে বুঝিতে পারে।
যখন যারে ইচ্ছা কর, হয় ডুবাও, নয় নে যাও পারে ॥
একবার মুখে দুর্গা ব'লে, কালকেতু তোর চরণ পেলে।
কেউ বা যোগ-সমাধি-ফলে, পায় না দেখা যুগান্তরে ॥
শ্রীমন্তে কমল-বনে দেখা দিয়া দাও শূশানে,
আবার দয়া ক'রে পরক্ষণে, চরণে রেখেছ তারে।
তোমার ইচ্ছা জগৎ কর, আমার ইচ্ছা অতি অল্প,
শ্রীচরণে দিব তল্ল, জীবনের শেষ-বাসরে ॥

রসিকচন্দ্র রায়

১৮১

সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কৰ্ম তুমি কর মা, লোকে বলে 'করি আমি'।
পক্ষে বন্ধ কর করী, পক্ষুরে লজ্জাও গিরি;
কারে দেও মা ইন্দ্র-পদ, কারে কর অধোগামী ॥
যে বোল বলাও তুমি, সেই বোল বলি আমি;
তুমি যন্ত্র, তুমি মন্ত্র, তন্ত্রসারের সার তুমি ॥*

রামদুলাল নন্দী (দেওয়ান)

জগত তোমাতে, তোমারি মায়াতে,
মোহিত জগত-জন।
রবি শশী তারা, আজ্ঞাকারী তারা,
সদা নিয়ম করে পালন।
সংসার-খেলনা দারা-সুত ল'য়ে,
ভুলায়ে রেখেছ মা মোহিত করিয়ে!
তুমি দিয়েছ যে খেলা, আমি খেলি মা দু' বেলা।
তাইতে করি হেলা নিত্যধন।

* 'সঙ্গীত-সন্দর্ভ' নামক পুস্তকে এই গানটি কুমার নরচন্দ্রের রচনা বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু সাধারণের নিকটে ইহা রামদুলালের গান বলিয়াই প্রচলিত।

ইচ্ছাময়ি, তব ইচ্ছায় সব হয়,
কিছুই জানি না মা তব মহিমায়।
তুমি নিয়ে যাও যে পথে, আমি যাই মা সে পথে,
মোহে অন্ধ অনুক্ষণ ॥

অস্ত্রোত্ত

করুণাময়ী মা

২৭৫

মা তোমা নিদয়া ব'লে কোন্ জন নিন্দা করে !
 তোমারই করুণামৃতে ভুবন জীবন ধরে ।
 মাতৃবক্ষে স্তন্য-সিন্ধু তোমারি করুণা-বিন্দু,
 অনুপানে নেহারি তোমারে ।
 তৃপ্তি-হেতু জল তুমি, বিশ্বাধার তুমি ভূমি,
 স্নেহে অন্ধে ধর চরাচরে ।
 তনয়-শমন-ভয়নাশী অসি করে রয়,
 বরাভয় দুই দক্ষ করে ।
 অশ্বরে করিতে মুক্ত, তার কর-শিরোরক্ত
 ধর অঙ্গে, তার শ্রেয়ঃ তরে ।
 তাহে সেই ভাগ্যবান্, লভি দৈত্য দিব্যজ্ঞান
 অনায়াসে যায় মোক্ষপুরে ॥
 ভীমকান্ত তব আস্যে বিশ্বব্যাপী অটহাস্যে,
 তা'তেও কৃপা-মাধুরী নিঝরে ।
 এমন করুণাময়ী কে আছে মা বিশ্বময়ী,
 তোমা সম ভুবন-ভিতরে ॥

পঞ্চানন তর্করত্ন

২৭৬

কুপুত্র কই আমার মত ?

কেবল তুই 'মা' ব'লেই মা সহিস্ এত !

যেমন বুকে থেকেই বুক খুঁড়ে খায় কর্কটিকার ছানা যত,
 তেমনি তোর বুকেই থেকে দংশি তোর বুকেই মা অবিরত ।
 তুই কুলীরক দিয়ে দেখাইলি মাতৃস্নেহ অতুলিত—
 আর তার ছানা দিয়ে দেখাইলি পুত্রাধম প্রসন্ন কত !

পুসনুকুমার চট্টোপাধ্যায়

২৭৭

বার বার যে দুঃখ দিয়েছ দিতেছ তারা,
 সে কেবল দয়া তব, জেনেছি গো দুঃখহরা ।
 সন্তান-মঙ্গল-তরে, জননী তাড়না করে,
 তাই বহিতেছি স্নেহে, শিরে দুঃখের পশরা ।
 জিনি অমূল্য রতন, ব্রহ্মময়ী-নাম-ধন,
 তারা ব'লে ডাকি যখন, হই গো আপন-হারা ।
 তুমি গো দীন-তারিণী, শরণাগতপালিনী,
 আমি ঘোর পাতকী ব'লে, তোমাতে হয়েছি হারা ।
 আমি তব পোষা পাখী, যা শিখাও তাই যে শিখি,
 রামে শিখায়েছ তারা বুলি, তাই বলি 'তারা' 'তারা' ॥

রামলাল দাস দত্ত

১৮৫

তোমায় কি মা দুঃখতে পারি ?

আমি আপন-দোষে আপনি মরি ।

কুকুর যেমন প্রভু ছেড়ে ঘোরে ময়রার দ্বারে লোভে পড়ি,
তেমনি ভবে ফিরি সুখের লোভে তোমাকে উপেক্ষা করি !
তুমি টেনে নিতে চাও সন্মুখে, আমি পাঁঠার মত খুঁটি ধরি ।
লাগে গলায় ফাঁস, আর ভ্যা ভ্যা করি ; তবু সোজা পথে

চলতে নারি ।

পাঁঠার তো পাঁঠায়েই সুখ, মা, সে নরত্ব পাবে কি করি ?
তুমি প্রসন্নো প্রসন্না বড়, তাই নর-সমাজে চরি ।
প্রসন্ন তোর বোকা ছেলে,—কথার ভট্‌চায় কাজে নড়ি* ।
তারে চুলে ধ'রে শাসন কর মা, (ঘাড়ে) দিয়ে দুটো জুতোর বাড়ি ।

প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়

কে তুমি শিয়রে ব'সে জাগিতেছ গো জননি !
নিদ্রা নাই কি মা তোর চোখে, ও প্রসন্নবদনি ?
সকলেই মা এ জগতে, অচেতন ঘোর নিদ্রাতে,
স্বপ্নপু সন্তানের কাছে, কেন তুই মা একাকিনী ?
অধম তনয়ে মাগো, কেন তোর এত করুণা,
সতত নিকটে ব'সে থাক অকারণে ।

* নড়ি—কিছু নয় ।

বুঝেছি, বুঝেছি আমি, স্বাভাবিক স্নেহ-বশে,
 বিচর মা সদাকাল সন্তান-সাথে আপনি।
 বলিহারি দয়া তব, মো সম যে কত সব
 অগণ্য তনয়-পাশে জাগিছ একা।
 পাষণ হৃদয় গ'লে যায় মা স্মারিলে করুণা তব,
 করুণার নাহি পার, ওগো সন্তানতোষিণি।

পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়

২৮০

কেঁদেছি আপন দোষে, বেজেছে মায়ের প্রাণে।
 মা বলে 'আয়রে কোলে,' মুখ মুছিয়ে কোলে টেনে ॥
 পেয়েছি অভয়ারে, আর কিরে ভয় করি কারে?
 মা ব'লে বারে বারে চেয়ে রব চরণ-পানে ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

২৮১

মা আমার ভক্ত বই আর জানে না।
 হৃদয় খুলে ডাক মা ব'লে, পূর্বে মনের বাসনা ॥
 মা ব'লে ডাকলে পরে, তাপিত-প্রাণে বারি বারে,
 প্রেমময়ী প্রেমের ভরে, ডাকছে রে ভাই শোন না!

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

কালভয়হারিণী মা

২৮২

তুই যা রে, কি করিবি শমন, শ্যামা মাকে কয়েদ করেছি।
 মন-বেড়ি তাঁর পায়ে দিয়ে, হৃদ-গারদে বসিয়েছি ॥
 হৃদি-পদ্ম প্রকাশিয়ে, সহস্রারে মন রেখেছি।
 কুলকুণ্ডলিনী শক্তির পদে, আমি আমার প্রাণ সঁপেছি।
 এমনি করেছি কায়দা, পালাইলে নাইকো কায়দা।
 হামেশা রুজু ভক্তি-প্যায়দা, দু'নয়ন দারোয়ান দিয়েছি ॥
 মহাজ্বর হবে জেনে, আগে আমি ঠিক করেছি।
 তাই সর্বজ্বরহর-লৌহ গুরু-তত্ত্ব পান করেছি ॥
 শ্রীরামপ্রসাদ বলে, তোর জারি ভেঙ্গে দিয়েছি।
 মুখে 'কালী' 'কালী' 'কালী' ব'লে, যাত্রা করে ব'সে আছি ॥

রামপ্রসাদ সেন

২৮৩

যা রে শমন এবার ফিরি।
 এসো না মোর আঙ্গিনাতে, দোহাই লাগে ত্রিপুরারি।
 যদি কর জোর-জবরি, সামনে আছে জজ-কাছারি,
 আইনের মত রসিদ দিব, জামিন দিব ত্রিপুরারি।
 আমি তোমার কি ধার ধারি,
 শ্যামা মায়ের খাস তালুকে বসত করি।

১৮৮

বলে মৃজা হসেন আলী, যা করেন মা জয়কালী,
পুণ্যের ঘরে শূন্য দিয়ে, পাপ নিয়ে যাও নিলাম করি।

মৃজা হসেন আলী

২৮৪

আমায় ছুঁয়োনা রে শমন, আমার জাত গিয়েছে—
যে দিন রসনা আমার কালী বলেছে ॥
আমি ছিলাম গৃহবাসী,
শ্যামা সর্বনাশী আমায় সন্ত্যাসী করেছে ॥
মন রসনায় যুক্তি ক'রে, কালী-নামে একটা দল বেঁধেছে;
ও তাই শুনে রিপু ছয়, পেয়ে ভয়, সেই দিনে ছেড়েছে ॥
একে মরি পুড়ে, তাহে চাকলা জুড়ে,
অনাহত একটা রব উঠেছে,
সাকিম জামদো, নরচন্দ্র কালী-নামে ভেক ল'য়েছে ॥

নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

২৮৫

ভয় কি শমন তোরে,
এলোকেশী শ্যামানবাসী যার হৃদে বিরাজ করে।
'কালী' 'কালী' বলবো সদা, পার্বি না তায় দিতে বাধা,
কালী-নামে মেরে ডঙ্কা, যমের শঙ্কা রাখবো দূরে ॥
যমের তলব আসবে যখন, কালী-সহি-চিঠি দেখাব তখন,
চিঠির মর্গ পেল পেরে, আস্তে আস্তে যাবে ফিরে।

শান্ত পদাবলী

দ্বিজ নবীন কালী-পুত্র, মা হ'য়ে মা হ'য়ো না শত্রু,
মায়ের কোলে থাক্বো ব'সে, ল'য়ে যেতে কেবা পারে ॥

নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী

২৮৬

আমি ফেমার খাস্ তালুকের প্রজা ।
ফেমাকরী আমার রাজা ।
চেন না আমারে শমন, চিন্লে পরে
হবে সোজা ।

আমি শ্যামা মার দরবারে থাকি,
অভয় পদের বইরে বোঝা ।
ফেমার খাসে, আছি ব'সে, নাই
মহলে শুকা-হাজা ।

দেখ বালি-চাপা, সিকন্ত নদী,
তাতেও মহল আছে তাজা ।
প্রসাদ বলে শমন তুমি, বোয়ে বেড়াও
ভূতের বোঝা ।

ওরে যে পদে ও পদ পেয়েছ,
জান না সে পদের মজা ॥

রামপুসাদ সেন

২৮৭

কাল-ভয়ে কি ভয় আছে আমার !
 কাল-নিবারিণী কালী হৃদয়ে জাগিছে ।
 পদতলে চিরকাল পড়ে যার মহাকাল,
 কি করিবে তুচ্ছ কাল, কালান্ত কালীর কাছে ?
 শ্যামা-পদে পঙ্কানন ক'রে আশ্র-সমর্পণ,
 শমনে জ্ঞান করে তৃণ, মরণে জয় করিয়াছে ॥

পঙ্কানন বন্দ্যোপাধ্যায়

২৮৮

তাই বলি মন জেগে থাক, পাছে আছে রে কাল-চোর ।
 কালী-নামের অসি ধর, তারা-নামের ঢাল,
 ওরে, সাধ্য কি শমনে তোরে করতে পারে জোর ?
 কালী-নামে নহবৎ বাজে করি মহা সোর ।
 ওরে, শ্রীদুর্গা বলিয়া রে রজনী কর ভোর ॥
 কালী যদি না তরাবে, কলি মহাঘোর ।
 কত মহাপাপী ত'রে গেল, রামপ্রসাদ কি চোর ?

রামপ্রসাদ সেন

২৮৯

মিছা কাল আর মরছ ঘুরে,
 কে কি আমার করতে পারে ?

বক বেঁধে বসেছি আমি কালী-নামের কেলা মেরে ।

দেখরে যাই ছেড়েছি খাঁই, কেটেছি তাই ভক্তির খাঁই,
 পার হবার যোটি রাখি নাই, প্রেমের বেড়া চারিধারে ।
 ভক্ত যদি কোন মতে, পরে শান্ত বিপদেতে
 মুক্তকেশী দ্রুত পদে, মুক্ত আসি করেন তারে ।
 করে অসি-চন্দ্র ধরা, কিবা বন্ধপরিকরা,
 দনুজদলনী তারা, পাহারা ঐ দেন দ্বারে ।
 জগত সহায় হ'লে, কে জিনে শ্যামায় বলে,
 করাল কবলে কালে, কালী কালে গ্রাস করে ।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

২৯০

মা আমার আনন্দময়ী, আমি নিরানন্দে যাব কেনে ।
 তাঁর আনন্দ-সাগরের জলে ডুবেছি শীতল জেনে ।
 শ্যামা-রূপ (আহা মরি, শ্যামা জলদবরনী রূপে) চক্ষু ভরা,
 তাইতে এত বহে ধারা, চিন্তে নারি এ সব কারা,
 এখন মিশেছে তারা তারার সনে ॥
 ভব-বন্ধন সকল বৃথা, যে থাকবার সে থাকলো হেথা,
 চলো কেদার মা তারা যেথা, সার কথা শুন রে দক্ষিণে ।*

কেদারনাথ রায়

* কথিত আছে, মৃত্যুর পূর্বাবস্থায় কবির চক্ষে জল দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি সমীপস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে পুত্র দক্ষিণারঞ্জনকে উদ্দেশ্য করিয়া এই গান করিয়াছিলেন ।

লীলাময়ী মা

২৯১

সাবাস্ মা দক্ষিণা কালী, ভুবন ভেলিক লাগিয়ে দিলি,
(তোর) ভেলিকর গুটি চরণ দুটি ভবের ভাগ্যে ফেলে দিলি।
এমন বাজিকরের মেয়ে, রাখলি বাবারে পাগল সাজিয়ে,
নিজে গুণময়ী হ'য়ে পুরুষ প্রকৃতি হলি।
মনেতে তাই সন্দ করি, যে চরণ পায়নি ত্রিপুরারি,
প্রসাদ রে সেই চরণ পাবি?—তুইও বুঝি পাগল হলি।

রামপ্রসাদ সেন

২৯২

মন, তুমি কি পাগল হ'লে?
নইলে বলবে কেন, মা আমার দাঁড়ায়ে পতির বক্ষঃস্থলে!
পতি-নিন্দা শুনে যে মা, প্রাণ ত্যজেছেন যজ্ঞস্থলে,
সেই সতী মা কি রাখতে পারেন, পতিদেবে চরণ-তলে?
পঞ্চতপা করেছেন মা, রাখি যাঁয় সহস্রদলে,
পতির বুকে দাঁড়ায়ে তিনি, বল্লে তুমি কিসের বলে?
মাকে আমার দোষ দিও না, দোষ দাও তাঁর চরণ-তলে,
যার পরশেতে শব শিব হ'য়ে, মায়ের দোষ ঘটালে।
ভাবুক বলে, দোষ নয় রে গুণ সে চরণ-তলে,
নইলে পিতা শিব নিশিদিন রাখবেন কেন হৃদ-কমলে?

১৯৩

শান্ত পদাবলী

চরণ বলে, 'বটে বটে, এ কথা ঠিক নাহি হ'লো,
যার কপালে আগুন, নাহি কোন গুণ,
মা কেন বল তার কপালে?'

শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়

২৯৩

তুমি কখন কি রঙ্গে থাক শ্যামা সুধা-তরঙ্গিণী,
মা তোমার মায়াজাল ভাল নৃকপাল-মালা-বিভূষণী।
কভু লঙ্কে ঝাম্পে কম্পে ধরা, অসিধরা কপালিনী,
কভু অঙ্গে ভঙ্গে অপাঙ্গে, অনঙ্গে ভঙ্গ দাও জননী।
অচিন্ত্য অব্যক্তরূপা গুণাত্মিকা নারায়ণী,
কভু ত্রিগুণা ত্রিপুরা তারা ভয়ঙ্করা কাল-কামিনী,
সাধকের বাসনা পূরাও হ'য়ে নানা রূপধারিণী।
কভু কমলের কমলে থাক পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনী।

অজ্ঞাত*

২৯৪

শিব যদি মা তোমার স্বামী, লোটায় কেন পদ-তলে?
বুক পেতে দে' ভয়ে ভয়ে, চায় মা তোর মুখমণ্ডলে!
চরণ দুটি মনোরমা, তাই বুকে কি নেছে শ্যামা?
তোর আবার কি স্বামী ও মা, মা তুমি, 'মা' সবাই বলে।
ধরা কাঁপে পদ-ভরে, বাজে না কি বুকে ধ'রে?
নইলে বল, কেমন ক'রে শিব ধরেছে হৃদ-কমলে!

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

* কেহ কেহ বলেন, ইহা রামপুসাদের রচনা।

২৯৫

মা* কি শুধুই শিবের সতী ?
 যারে কালের কাল করে প্রণতি ॥
 ঘট্চক্রে চক্র করি' কমলে করে বসতি ।
 সে যে সর্বদলের দলপতি,
 সহস্রদলে করে স্থিতি ॥
 ন্যাংটা-বেঁশে শত্রু নাশে, মহাকাল-হৃদয়ে স্থিতি ।
 বল দেখি মন, সে বা কেমন, নাথের বুকে মারে লাথি ?
 প্রসাদ বলে, মায়ের লীলা সকলই জেনো ডাকাতি ।
 ওরে সাবধানে মন কর যতন, হবে তোমার শুদ্ধ মতি ॥

রামপুসাদ সেন

২৯৬

শ্যামা মা কি এক কল করেছে, কালী মা কি এক কল করেছে ।
 এই চোদ্দ পোয়া কলের ভিতর কত রঙ্গ দেখাতেছে ॥
 আপনি থাকি কলের ভিতরে, কল ঘুরায় ধ'রে কল-ডুরি,
 কল বলে আপনি ঘুরি, জানে না কে ঘুরাতেছে ।
 যে কলে জেনেছে তাঁরে, কল হ'তে আর হবে না তারে ।
 কোন কলের ভক্তি-ডোরে, আপনি শ্যামা বাঁধা আছে ॥

* সে ।

শান্ত পদাবলী

যতক্ষণ কালী কলে রয়, কলের কল সব স্ববশে রয় ।
কমল বলে, কালী গেলে, কেউ না যায় সেই কলের কাছে ॥

অজ্ঞাত*

২৯৭

ও মা কালী চিরকালই সং সাজালি সংসারে ।
এ সং-সাজায় নাইকো মজা, সাজা পাই যে অন্তরে ॥ •
ও মা কভু ভূতলে অনিলে, কভু ব্যোম রসাতলে,
কভু বারিধি-সলিলে সাজাও নানা আকারে ॥
আমি ভ্রমিয়া অশেষ দেশ ধরিলাম অশেষ বেশ,
তবুও না হ'ল শেষ—বলিহারি মা তোমারে !
প্রেমিক বল্ছে, আমার মন যে পাজী,

তাইতো প্রলোভনে মজি ।

নইলে তোমার এ কারসাজি খাটুত কি বারে বারে !

মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (প্রেমিক)

২৯৮

এ সব ক্লেপা মায়ের খেলা ।
যার মায়ায় ত্রিভুবন বিভোলা ॥

* কেহ কেহ বলেন, এই গানটি কমলাকান্তের রচনা ; কিন্তু 'কমলাকান্ত-পদাবলী'র মধ্যে ইহা নাই ।

মাগীর আগুতাবে গুপ্ত লীলা—

সে যে আপনি ক্লেপা, কর্তা ক্লেপা, ক্লেপা দুটা চেলা ॥
 কি রূপ, কি গুণ-ভঙ্গী, কি ভাব, কিছুই যায় না বলা ।
 যার নাম জপিয়ে কপাল পোড়ে, কণ্ঠে বিঘের আলা ॥
 সগুণে নিগুণে বাঁধিয়ে বিবাদ, ঢালা দিয়ে ভাঙছে ঢালা ।
 মাগী সকল বিষয়ে সমান রাজী, নারাজ কেবল কাজের বেলা ॥
 প্রসাদ বলে, থাকো বসে ভবানীবে ভাসিয়ে ভেলা ।
 যখন আসবে জোয়ার উজিয়ে যাবে, তাঁটিয়ে যাবে তাঁটার বেলা ॥

রামপুসাদ সেন

ব্রহ্মময়ী মা

২৯৯

কে জানে গো কালী কেমন !
 ঘড়্দর্শনে না পায় দরশন ॥
 কালী পদ্যবনে হংস-সনে, হংসীরূপে করে রমণ ॥
 তাঁকে সহস্রারে মূলাধারে,* সদা যোগী করে মনন ।
 আত্মারামের আত্মা কালী, প্রমাণ প্রণবের মতন ।
 তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন ॥
 মায়ের উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জান কেমন !
 মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্গ, অন্য কেবা জানে তেমন ॥
 প্রসাদ ভাষে, লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু-তরণ !
 আমার মন বুঝেছে, প্রাণ বুঝে না,† ধরবে শশী হ'য়ে বামন ॥

রামপুসাদ সেন

৩০০

কে জানে মা তব তত্ত্ব, মহৎ-তত্ত্ব-প্রসবিনী,
 মহতে ত্রিগুণ দিয়া নিগুণা হ'লে আপনি ।

* মূলাধারে সহস্রারে ।

† আমার প্রাণ বুঝেছে, মন বুঝে না ।

তুমি চিৎ-অভিমুখী, কার্য্য-হেতু চিৎ-বিমুখী,
 চিদানন্দে পিছে রাখি, চিত্তানন্দে উন্মাদিনী ॥
 ত্যজ্য করি নিব্বিকারে, মহৎ হ'তে অহঙ্কারে,
 সৃষ্টি কর সবিকারে, বিকাররূপিণী ।
 সেই হ'তে তিন শক্তি, তিন কার্য্যে এক যুক্তি,
 তিনে এক হ'য়ে মুক্তি রসিকে দিও জননি ॥

রসিকচন্দ্র রায়

৩০১

ভুবন ভুলাইলি মা, হরমোহিনী ।
 মূলাধারে মহোৎপলে, বীণাবাদ্যবিনোদিনী ॥
 শরীর শারীরযন্ত্রে, স্ফুটাদিত্রয় তন্ত্রে ।
 গুণভেদ মহামন্ত্রে, তিন গ্রাম-সংস্কারিণী ॥*
 আধারে ভৈরবাকার, ঘড়্দলে শ্রীরাগ আর ।
 মণিপুরেতে মল্লার, বসন্তে হৃৎ-প্রকাশিনী ॥
 বিশুদ্ধ হিল্লোল সুরে, কর্ণাটক আজ্ঞাপুরে,
 তান লয় মান সুরে, ত্রিসপ্ত সুরভেদিনী ॥
 মহামায়া মোহ-পাশে, বদ্ধ কর অনায়াসে ।
 তত্ত্ব ল'য়ে তত্ত্বাকাশে স্থির আছে সৌদামিনী ॥

* গুণভেদে মহামন্ত্রে, গুণত্রয়বিভাগিনী ।

শ্রীনন্দকুমারে কয়, তব না নিশ্চয় হয়,
তব তব গুণত্রয়, কাকী-মুখ-আচছাদিনী ॥*

নন্দকুমার রায় (মহারাজ)

৩০২

হৃৎ-কমল-মধ্যে দোলে করালবদনী শ্যামা ।
মন-পবনে দুলাইছে দিবস-রজনী ও মা ॥
ইড়া পিঙ্গলা নামা, সুষুম্না মনোরমা,
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা, ব্রহ্মসনাতনী ও মা ॥
আবির রুধির তায়, কি শোভা হয়েছে গায়,
কাম-আদি মোহ যায়, হেরিলে অমনি ও মা ॥
যে দেখেছে মায়ের দোল, সে পেয়েছে মায়ের কোল ।
রামপ্রসাদের এই বোল, চোলমারা বাণী ও মা ॥

রামপ্রসাদ সেন

৩০৩

এবার আমি ভাল ভেবেছি ।
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি ॥
যে দেশেতে রজনী নাই, সেই দেশের এক লোক পেয়েছি ।
আমার কিবা দিবা, কিবা সন্ধ্যা, সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছে ॥

* কোনও কোনও সঙ্গীত-পুস্তকে এই গানটি দেওয়ানজির রচনা বলিয়া
প্রকাশিত হইয়াছে ।

ঘুম ছুটেছে, আর কি ঘুমাই, যুগে যুগে জেগে আছি।
 এবার যার ঘুম তারে দিয়ে, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি ॥
 সোহাগা গন্ধক মিশায়ে, সোনাতে রং ধরায়েছি।
 মণি-মন্দির মেজে দিব, মনে এই আশা করেছি ॥
 প্রসাদ বলে, ভক্তি মুক্তি উভয়কে মাথে ধরেছি।
 আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মগ্ন, ধর্মাদ্বৈত* সব ছেড়েছি ॥†

রামপ্ৰসাদ সেন

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস বলিতেন—“এখানে ‘ধর্ম’ মানে বৈধী ধর্ম। যেমন দান কর্ত্তে হবে, শ্রাদ্ধ, কাঙ্গালীভোজন, এই সব। এই ধর্মকেই বলে কর্মকাণ্ড।”—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথানুত।

গীতাতেও শ্রীভগবান্ ধর্ম-শব্দটি এই অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন—
 ‘সকল ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া এক আমার শরণ গ্রহণ কর—“সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং বুজ”। ১৮।৬৬

† এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে, ধর্ম কর্ম সব ছেড়েছি।

মাতৃপূজা

৩০৪

শ্যামাপূজা, কালীপূজা, শক্তিপূজা কথার কথা নয়।
যদি কথার কথা হতো, চিরদিন ভারত শক্তি পূজে,
শক্তিহীন হতো না।

কেবল ডাকের গয়নায়, ঢাকের বাজনায়, শক্তিপূজা হয় না।
এক মনোবিল্বদল, ভক্তি-গঙ্গাজল, শতদল দিলে হয় সাধনা।
(হৃদয়)।

দিলে আতপ অনু, কি মিষ্টান্ন, মায়ে তাতে ভোলেন না ;
কেবল জ্ঞান-দীপ জ্বলে, একান্ত ধূপ দিলে, ব্রহ্মময়ী পূর্ণ
করেন কামনা। (ওরে)

বনের মহিষ-অজা, মায়ের বাছা, মা সে বলি লন না ;
যদি বলি দিতে আশ, স্বার্থ কর নাশ, বলিদান কর
বিলাস-বাসনা। (ওরে)

কাদ্মাল কয় কাতরে, জাতি-বিচারে, শক্তিপূজা হয় না ;
সকল বর্ণ এক হয়ে, ডাক মা বলিয়ে, নইলে মায়ের দয়া
কতু হবে না। (ওরে) ॥

হরিনাথ মজুমদার (কাদ্মাল ফিকিরচাঁদ)

৩০৫

বল মা তোমায় কি দিয়ে পূজি গো ব্রহ্মময়ী !
আমি দেখি না ব্রহ্মাণ্ডে কিছু আছে যে মা তোমা বৈ ॥

ব্রহ্ম হ'তে পরমাণু, সকলি তোমার তনু,
মাগো, অন্য বস্তু ত্রিভুবনে তুমি বিনে আছে কৈ ॥
বাঞ্ছা ছিল হৃদিপুরে, মানসিক উপচারে, পূজিব তোমাতে ভবদারা,
আবার মনে মনে দেখলেম ভেবে, সে সকলও তুমি শিবে,
কিছুই যে নহে তুমি ছাড়া ।

এই হৃদি-পদ্যাসন তোমার চির-আসন,
মাগো, বল তবে অন্যাসন অন্বেষণে পাব কৈ ॥
কিসে হবে আচমন, কি দিয়ে করাব স্নান,
পাদ্য-অর্ঘ্য দিব কিসে আমি ।

সহস্রার-চ্যুতামৃত তব পদ-বিগলিত, তাহে স্নান করিবে কি তুমি ?
তোমার চরণামৃতে তোমাতে দিব কিমতে মাগো,
কৈরে গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে ফলভাগী কিসে হই ॥
আকাশাদি পঞ্চ তত্ত্ব, তুমি প্রাণ তুমি চিত্ত, ধূপ-দীপ-আদি দিব কিসে ।
অমায়াদি পুষ্প যত, আছে সদা মুকুলিত, এ দেহ ত কভু না বিকাশে ।
কাম-ক্রোধ দুই বলী, কেমন ক'রে দিব বলি, মাগো,
তা'রা আমা হ'তে মহাবলী, আমি তাদের সনে পারি ?
কমার বলে, আমার ভাগ্যে পূজাতো হ'ল না দুর্গে,
বাহ্য কি মানস-উপচারে ।

এখন আছি কিনা আছি আমি, মনে ভেবে দেখ তুমি,
কে তবে পূজিবে মা তোমাতে ॥
আমার দেহ দেহী সকল তুমি, তবু কি আর র'লেম আমি মাগো,
মিছা করি 'আমি' 'আমি', আমিও মা আমি নই ॥

রামকুমার নন্দী মজুমদার

হৃৎ-কমল-মঞ্চাসনে বসায় শ্যামা মায়েরে,
 প্রেমানন্দে পদারবিন্দে পূজ মানসোপচারে ॥
 সহস্রার-চ্যুতামৃতে, পাদ্য দিয়ে চরণেতে,
 পূজ যথাবিধি মতে, অর্ঘ্য দিয়া মনেরে ।
 তদামৃতে আচমন, তদামৃতে করাও স্নান,
 আকাশ কর ভূষণ, গন্ধাত্মক চন্দন ;
 চিত্ত পুষ্প, প্রাণ ধূপ, তেজেতে জ্বালাও প্রদীপ,
 ক'রে নৈবেদ্যস্বরূপ দেও অমৃত অম্বুধিরে ॥
 অনাহত ঘণ্টা কর, বায়ুকে কর চামর,
 সহস্রার-পদ্ম ছত্র ক'রে শিরে ধর :—
 শব্দ-তত্ত্ব কর জ্ঞান, নর্তকী ইন্দ্রিয়গণ,
 কাম-ক্রোধ বলিদান (দেও) জ্ঞান-অসি করে ধ'রে ॥
 যেই রূপ আছে তত্ত্ব, রসনা করহ যত্ন,
 কালীর নাম মহামন্ত্র জপ দূত ক'রে ।
 শ্রীরামকুমারের উক্তি, শুন জীব এই যুক্তি,
 এইরূপে পূজ শক্তি, মুক্তিলাভ হবে অচিরে ॥

রামকুমার পত্রনবিশ

শক্তিমান মহামন্ত্র কর রে আশ্রয় ।
 শক্তিতে হইলে ভক্তি, মুক্তি হবে স্ননিশ্চয় ॥

मातृपूजा

শান্ত পদাবলী

৩০৯

জেনেছি জেনেছি তারা, তুমি জান ভোজের বাজি,
যে তোমায় যে ভাবে ডাকে, তাতে তুমি হও মা রাজী।
মগে বলে ফরাতারা, গড় বলে ফিরিঙ্গী যারা মা,
খোদা বলে ডাকে তোমায় মোগল পাঠান সৈয়দ কাজী।
শান্তে বলে তুমি শক্তি, শিব তুমি শৈবের উক্তি মা,
সৌরী বলে সূর্য তুমি, বৈরাগী কয় রাধিকাজি।
গাণপত্য বলে গণেশ, যক্ষ বলে তুমি ধনেশ মা,
শিল্পী বলে বিশ্বকর্মা, বদর বলে নায়ের মাঝি।
শ্রীরামদুলাল বলে, বাজি নয় এ জেনো ফলে,
এক ব্রহ্ম দ্বিধা ভেবে, মন আমার হয়েছে পাজী ॥

রামদুলাল নন্দী (দেওয়ান)

৩১০

দে মা তারা সাধন-রাজ্যের কার্যে অধিকার।
দেখবো তবে ছয় রিপুতে কি করে আমার?
মনকে বাঁধি ভক্তি-ডোরে, হাজির করি' দিব তোরে,
অমনি যেন দিস্ মা তারে চরণ-কারাগার ॥
ল'য়ে কালী-নাম-দণ্ড, দিব ছয় রিপুকে দণ্ড,
যমের আশা করতে খণ্ড, বিবেকের সে ভার।
ক'রে দিবে ভজন-পেয়াদায়, পুণ্য-রূপ রাজকর আদায়,
রসিকচন্দ্রে ক'রে দিস্ তায় ভবসিদ্ধি পার ॥

রসিকচন্দ্র রায়

সাধন-শক্তি

৩১১

হেলায় আমি যাব ত'রে,—মাগো,
তোমার ভক্তির ভেলা দূত ধ'রে ।
আমার ভাঙ্গা হালে, ছেঁড়া পালে,
ভয় করি না এ দুষ্টরে ।
আমি তরঙ্গের সঙ্গে স্নেহে,
ভাস্বো তোমার কৃপা স্মরে ।
যদি হাবুডুবু খাই গো কখন,
ডাক্বো তোমায় উচৈচঃস্বরে ।
তখন দেখা দিও—দয়াময়ি,
দেখ্বো তোমায় আঁখি ভ'রে ॥

কালীপুসনু ঘোষ

৩১২

এবার আমি বুঝব হরে !

মায়ের ধরব চরণ ল'ব জোরে ॥

ভোলানাথের ভুল ধরেছি—ব'লবো এবার যারে-তারে ।
সে যে পিতা হ'য়ে মায়ের চরণ হৃদে ধরে কোন্ বিচারে ?
পিতা পুত্রে এক ক্ষেত্রে দেখা-মাত্রে ব'লবো তারে,—
ভোলা মায়ের চরণ ক'রে হরণ, মিছে মরণ দেখায় কারে ?

শান্ত পদাবলী

মায়ের ধন সন্তানে পায়, সে ধন নিলে কোন্ বিচারে ?
 ভোলা আপন ভাল চায় যদি সে, চরণ ছেড়ে দিক আমারে ॥
 শিবের দোষ বলি যদি, বাজে আপন গা'র উপরে ।
 রামপ্রসাদ বলে, ভয় করিনে, মা'র অভয় চরণের জোরে ॥

রামপ্রসাদ সেন

৩১৩

আর ভুলালে ভুলবো না গো ।
 আমি অভয় পদ সার করেছি, ভয়ে হেলবো দুর্বো না গো ॥
 বিষয়ে আসক্ত হ'য়ে, বিষের কূপে উলবো না গো ।
 সুখ দুঃখ ভেবে সমান, মনের আগুন তুলবো না গো ॥
 ধন-লোভে মত্ত হ'য়ে, দ্বারে দ্বারে বুলবো না গো ।
 আশা-বায়ুগ্রস্ত হ'য়ে, মনের কথা খুলবো না গো ॥
 মায়া-পাশে বদ্ধ হ'য়ে, প্রেমের গাছে বুলবো না গো ।
 রামপ্রসাদ বলে, দুখ খেয়েছি, ঘোলে মিশে ঘুলবো না গো ॥

রামপ্রসাদ সেন

৩১৪

আমি কি আটাশে ছেলে ?
 ভয়ে ভুলব না কো চোখ রাঙ্গালে ॥
 সম্পদ আমার ও রাঙ্গা-পদ, শিব ধরে যা' হৃদ-কমলে ।
 ও মা, আমার বিষয় চাইতে গেলে, বিড়ম্বনা কতই ছলে ॥

শিবের দলিল সহি মোহরে, রেখেছি হৃদয়ে তুলে ।
 এবার করবো নালিশ নাথের আগে, ডিক্রী লব এক সওয়ালে ॥
 জানাইব কেমন ছেলে, মোকদ্দমায় দাঁড়াইলে ।
 যখন গুরু-দত্ত দস্তাবেজ, গুজরাইব মিছিল-কালে ॥
 মায়ে-পোয়ে মোকদ্দমা, ধূম হবে 'রামপ্রসাদ বলে ।
 আমি ক্ষান্ত হব, যখন আমায় শান্ত ক'রে লবে কোলে ॥

রামপ্রসাদ সেন

৩১৫

আমি নই তোর ও রূপ ছেলে ।
 আমি ভয় করি নে রাগ করিলে ॥
 ভবের ঘাটে আনিয়ে, দিচ্ছে আমায় স্রোতে ফেলে ।
 আমি হাবুডুবু খেয়ে মরি, কর্ণধারের বাক্য ভুলে ।
 মায়ে-পোয়ে বিবাদ যে মা, 'ত্রাহি মা ' গুরুদাস বলে ।
 আমি ধরেছি ছাড়িব না চরণ, যাব না বিমাতার কোলে ॥

গুরুদাস চক্রবর্তী

৩১৬

ফাঁকি দিবে কি আমারে, ও মা ভেবেছ কি তুমি ?
 আমি সিদ্ধ-সেবায় বদ্ধ আছি, অসিদ্ধ কে করে ?
 জ্ঞান ভাল সারতে পরে, না জান মা আপ্ত সারে ।
 আমি মূল ধ'রে টান দিব যখন, থাকবে কেমন ক'রে ?

২০৯

শান্ত পদাবলী

ঐ পদে জোর ক'রে ফিরি, থাকি জোরে জোরে ।
জানি মুক্ত হওয়া সহজ কথা, আর কি দিবে মোরে ॥
প্রসাদ বলে, হৃদ-কমলে বেঁধেছি তোমারে ।
তুমি ছাড়াও দেখি, পার কেমন রামপ্রসাদের গিরে ॥

রামপ্রসাদ সেন

৩১৭

আয় মা সাধন-সমরে,
দেখবো, মা হারে কি পুত্র হারে !
আরোহণ করিয়ে কালী-সাধন-রথে,
তপ জপ দুটা অশ্ব যুতে তা'তে,
দিয়ে জ্ঞান-ধনুকে টান, ভক্তি-ব্রহ্ম-বাণ বসেছি ধ'রে ॥
মা, দেখবো তোমায় রণে, শঙ্কা কি মরণে,
ডঙ্কা মেরে লব মুক্তি-ধন ।
তাতে রসনা বাঁকায়ে, কালী নাম হুঁকারে,
কার সাধ্য আমার রণে র'ন ॥
বারে বারে রণে তুমি দৈত্য-জয়ী,
এই বার আমার রণে এসো ব্রহ্মময়ী,
ভক্ত রসিকচন্দ্র বলে, মা তোমারি বলে,
জিন্বে তোমারে ॥

রসিকচন্দ্র বার

এবার কালী তোমার খাব,
খাব খাব গো দীন দয়াময়ি !
তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার ॥

গণ্ডযোগে জনমিলে, সে হয় যে মা-খেকো ছেলে ।

এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা, দুটার একটা ক'রে যাব ॥

ডাকিনী যোগিনী দিয়ে, তরকারী বানায়ে খাব ।

তোমার মুণ্ডমাল কেড়ে নিয়ে, অন্ধলে সন্তার চড়াব ॥

হাতে কালী, মুখে কালী, সর্বদা কালী মাখিব ।

যখন আসবে শমন বাঁধবে ক'শে, সেই কালী তার মুখে দিব ॥

খাব খাব বলি মাগো, উদরস্থ না করিব ।

এই হৃদি-পদ্মে বসাইয়ে, মনোমানসে পূজিব ॥

যদি বল, কালী খেলে কালের হাতে ঠেকা যাব,

আমার ভয় কি তা'তে, কালী ব'লে কালেরে কলা দেখাব ।

কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ, ভাল মতে তাই জানাব,

তা'তে মস্তুর সাধন শরীর পতন, যা হবার তাই ঘটাইব ॥

রামপ্রসাদ সেন

নাম-মহিমা

৩১৯

কে জানিবে তারা-নাম-মহিমা গো !

ভীম ভ'জে নাম ভীমা গো ॥

আগমে নিগমে, পুরাণ নিয়মে, শিব দিতে নারে সীমা গো ।

ধর্ম অর্থ কাম, মোক্ষধাম নাম শিবের সেই সে অণিমা গো ॥

নিলে তারা-নাম, তরে পরিণাম, নাশে কলির কালিমা গো ।

ভারত কাতর, কহে নিরন্তর, কি কর কৃপাবক্রিমা গো ॥

ভারতচন্দ্র রায়

৩২০

দুর্গা-নামে রয় না জীবের ভয়-ভাবনা ।

ভয়-ভাবনা যম-যাতনা রয় না, ও নাম নাও রসনা ।

নন্দী বলে, আমার শত্রু যেন রজতগিরি,

জয়া বলে, গৌরী আমার স্তবর্ণ-বল্লরী,

রূপে জগৎ আলো ।

নন্দী বলে, আমার প্রভুর শিরে কাল-ফণী,

জয়া বলে, মা'র নূপুরে ফণীর মাথার মণি,

শোভা বলবো কত ।

নন্দী বলে, আমার শিবের ভঙ্গ্য গায়ে মাখা,

জয়া বলে, পাবে ব'লে আমার মায়ের দেখা,

ভোলা তাই উদাসী ।

নন্দী বলে, শোভা পঞ্চ-বদনমণ্ডলে,
জয়া বলে, দুর্গা-নামের গুণ গাইবে বাঁলে,
পাগল পঞ্চানন।

নন্দী বলে, আমার প্রভু জগতের পতি,
জয়া বলে, জগৎপতির মা আমার প্রসূতি,
আদ্যাশক্তি যে মা।

নন্দী বলে, রুদ্র আমার মহা-ত্রিশূলধারী,
জয়া বলে, ধরবে ব'লে মায়ের কাশীপুরী,
নৈলে থাকবে কোথা।

নন্দী বলে, আমার প্রভু সংসার সংহারে,
জয়া বলে, প্রকৃতি মা'র আঞ্জা-অনুসারে,
শিব কর্বে বা কি।

নন্দী বলে, আমার শিবের কুবের ভাণ্ডারী,
জয়া বলে, মা'র দ্বারেতে সেই শিব ভিখারী,
অনুপূর্ণ। যে মা।

নন্দী বলে, আমার শত্রু গরল খেয়েছিল,
জয়া বলে, দুর্গা-নামের গুণে বেঁচে গেল,
নীলকণ্ঠ তোদের।

নন্দী বলে, মহাকাল প্রভু যে আমার,
জয়া বলে, মহাকালী বুকের উপর তার,
শিব শবের আকার।

নন্দী বলে, শিব আমার শব কেন হইল,
জয়া বলে, মা যে শিবের শক্তি হ'রে নিল,
ইকার থাকলো না যে।

জয়ার কথা শুনে নন্দী স্তব্ধ হ'য়ে রয়,
 পরিব্রাজক বলে, গাও সকলে দুর্গা-নামের জয়,
 —যাবে রোগ শোক ভয় ॥
 কৃষ্ণপুস্প সেন (পরিব্রাজক)

৩২১

জানি না কি ব'লে ডাকি তোরে (শ্যামা মা) !
 কখন শঙ্কর-বামে, কতু হর-হৃদি 'পরে ।
 কখন বিশ্ব-জননী, পঞ্চভূত-নিবাসিনী,
 কতু কুলকুণ্ডলিনী, সহস্রদল-পদ্মা 'পরে ।
 কখন বিশ্বরূপিণী, কতু বামা উলঙ্গিনী,
 কতু শ্যাম-সোহাগিনী, কতু রাধার পায়ে ধরে !
 যে যা বলে শুনিল না, মা-নামের নাই তুলনা ;
 তাই ডাকি মা, ব'লে 'মা' 'মা', তোর অভয়-পদ পাবার তরে ॥

অঙ্গাত

৩২২

কালী কালী বল রসনা রে ।
 ও মন, ঘটচক্র-রথ-মধ্যে শ্যামা মা মোর বিরাজ করে ॥
 তিনটে কাছি কাছাকাছি, যুক্ত বাঁধা মূলাধারে ।
 পাঁচ ক্ষমতায় সারথি তায়, রথ চালায় দেশ-দেশান্তরে ॥
 জুড়ি ঘোড়া দোড়-কুচে, দিনেতে দশ কুশী মারে ।
 সে যে সময়-শির নাড়িতে নারে, কলে বিকল হ'লে পরে ॥

তীর্থে গমন, মিথ্যা ভ্রমণ, মন উচাটন করো না রে ।
 ও মন, ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈস, শীতল হবে অন্তঃপুরে ॥
 পাঁচ জনে পাঁচ স্থানে গেলে, ফেলে রাখবে প্রসাদেরে ।
 ও মন, এই ত সময়, মিছে কাল যায়, যত ডাকতে পার
 দু' অক্ষরে ॥

রামপ্রসাদ সেন

৩২৩

উপায় তাঁর নাম ।

নামেরই ভরসা কেবল শ্যামা গো তোমার ।
 কাজ কি আমার কোশাকুশি দেঁতোর হাসি লোকাচার ।
 নামেতে কাল-পাশ কাটে; জটে তা দিয়েছে রটে ;
 আমি তো সেই জটের মুটে, হয়েছি, আর হব কার ?
 নামেতে যা হবার হবে, মিছে কেন মরি ভেবে,
 নিতান্ত করেছি শিবে, শিবের বচন সার ।

অজ্ঞাত

৩২৪

আর কি তারা ভয় বিপদে,
 আমি নাম নিয়ে তোর বাঁপ দিয়েছি দুর্গম দুঃখেরি হৃদে ।
 নামেতে হৃদয় মত্ত, দেহ পদে সমর্পিত,
 দুঃখ তোর ভাঙারে কত, দে গো মা মনেরি সাধে ॥

২১৫

শান্তি পদাবলী

কালী-নাম সার করি, সায়রে ভাসাইলাম,
 যা করাও মা তাই করি, তুচ্ছ এই বিষয়-সম্পদ ।
 সলিলে যে ঘর করেছে, শিশিরে তার কি ভয় আছে ?
 বিষয়-সুখ সব ত্যাগ হয়েছে, কালী-রূপ লেগেছে হৃদে ॥

ঈশ্বরচন্দ্র দাস

৩২৫

ও মা কালী মুণ্ডমালী, আমায় কি ভাব দেখাইলি ।
 'মা' বলতে মা শিখাইয়ে, 'মা' বলতে মা মাতিয়ে দিলি ॥
 এমন সুধা-ভরা নামটি তোমার বল মা তারা কোথায় পেলি ?
 ভবের লোকে আমায় দেখে প্রেমিক পাগল বলে খালি ।
 ঘরে স্বজন আছে য-জন, তারাই আবার দেবে গালি ॥
 তা ব'লে কি ও মা শ্যামা তাদের কথায় কি আমি টলি ?
 যে যা খুসি বলে বলুক, আমি সদাই বলব কালী কালী ॥
 মান অপমান সবই সমান মায়ায় দিয়ে জলাঞ্জলি ।
 সার করেছি রাঙ্গা চরণ ভবের কথায় আর কি ভুলি ?

মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (প্রেমিক)

৩২৬

মা হরারাদ্যা তারা তোমার নাম,
 মোক্ষধাম তস্ত্রে শুনতে পাই ।
 তাইতে তারা, তোমায় তারা, তারা তারা তারা বোলে
 ডাকছি মা সদাই ।

তুমি তারা, স্বং ত্রিগুণধরা, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের তারা,

তোমায় ধরা, সে ত' বিষম দায়।

তারা গো মা, কেবল ভক্তির ফল সাধনার ফলে,

ডাকি দুর্গা দুর্গা বোলে—

ধরেছিল ব্যাধের ছেলে, কালকেতু তোমায়।

এবার বেঁধেছি মন অঁটাঅঁটি, কোরেছি মন খুব খাঁটি,

তারা গো মা, এবার ধোরেছি পাষাণের বেটি,

আর পালাতে পারবি নে।

তারা গো, আজ তারা-ধরা ফাঁদ পেতেছি মা, হৃদয়-কাননে।

আমায় বোলেছে সেই মহাকাল,

আছে গুরু মহাযন্ত্র-জাল,

সাধন-পথে সেই জাল পেতে থাকবো কিছু কাল—

এখন ভক্তি-ডোর কোরেছি হাতে,

তারা যদি যাস্ সে পথে,

ধোরবো মা তোর হাতেনতে, বাঁধবো দুটি চরণে।

মন-কারাগারে তোমায় রাখবো মা অতি যতনে।

তোমায় লোকে দেয় নানা পূজা, ঘোড়শোপচারে পূজা,

তেমন পূজা কোথা পাব বল,

তারা গো মা, কেবল গঙ্গাজল অঞ্জলি কোরে,

মানসে নৈবেদ্য কোরে, দিব মা তোর চরণ ধোরে,

নির্মল গঙ্গাজল।

আমি কোথা পাব অন্য বলি, মহিষাদি অজ বলি,

দিব ছয় রিপুকে নর-বলি, 'দুর্গা' বোলে বদনে।

মা, এবার পালাবার পথ তোমার নাই,
উপায় নাই, সন্ধান নাই।

তারা ধোরবো বোলে তারা, মুদিয়ে পাপ-চক্ষের তারা,
রেখেছি জ্ঞান-চক্ষের তারা প্রহরী সদাই।

মা কে জানে তোমার লীলে,
কি ছলে কোন্ ভাবেতে রও?
কোরে যতন বহু যতন,

ধন-ধান্য নানা রতন, দিলেও তুষ্ট নও।
তোমার রাবণ সেই লঙ্কাপুরে, অতি যত্নে যত্ন কোরে,
পূজা কোরে সবংশেতে যায়।

তারা গো, আবার শ্রীমন্তে প্রসন্ন হোয়ে,
বিনা পূজায় আপনি গিয়ে, মশানেতে অভয় দিয়ে,
রক্ষা করলি তায়।

এখন পরমার্থ পরম ধনে, আছি' মা তুই পরম-ধনে,
তারা গো, তোমায় যে ভজেছে, সেই পেয়েছে,
ব্যাস লিখেছেন পুরাণে ॥

নীলমণি পাটনীর দলে গীত

৩২৭

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাকী কেবা চায়।
কালী কালী ব'লে আমার অজ্ঞপা যদি ফুরায় ॥
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে, কভু সন্নি নাহি পায় ॥

দান ব্রত যজ্ঞ আদি, আর কিছু না মনে লয় ।
 মদনের যাগ যজ্ঞ—ব্রহ্মময়ীর রাজ্য পায় ॥
 কালী-নামের এত গুণ কেবা জান্তে পারে তায় ।
 দেবাদিদেব মহাদেব যার পঞ্চ মুখে গুণ গায় ॥

মদন মাষ্টার

৩২৮

‘জয় কালী’ ‘জয় কালী’ ব’লে যদি আমার প্রাণ যায়,
 শিবদ্ব হইব প্রাপ্ত, কাজ কি বারানসী তায় ।
 অনন্তরূপিণী কালী, কালীর অন্ত কেবা পায় ?
 কিঞ্চিৎ মাহাত্ম্য জেনে শিব পড়েছেন রাজ্য পায় ॥

রামকৃষ্ণ রায় (মহারাজ)

চরণ-তীর্থ

৩২৯

ভবে সেই সে পরমানন্দ, যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে ।
 সে যে না যায় তীর্থ-পর্যটনে, কালী-কথা বিনা না শুনে কানে,
 সন্ধ্যা পূজা কিছু না মানে,
 যা করেন কালী ভাবে সে মনে ॥
 যে জন কালীর চরণ করেছে স্থল,
 সহজে হয়েছে বিষয়ে ভুল, ভবার্ণবে পাবে সে কুল,
 বল সে মূল হারাবে কেমনে ।
 রামকৃষ্ণ কয়, তেমনি জনে, লোকের নিন্দা শুনিবে কেনে,
 আঁখি ঢুলু ঢুলু রজনী-দিনে,
 কালী-নামামৃত পীযুষ পানে ॥

রামকৃষ্ণ রায় (মহারাজ)

৩৩০

যে ভাবে তারা-পদ, ঘটে কি তার আপদ,
 সে পদ ব্রহ্মপদ, মুক্তিপদ-প্রদায়িনী ।
 কি আর করিবে কালে, মহাকাল যার পদ-তলে,
 ডাকিলে 'জয় কালী' ব'লে, কাল ভয়ে পলায় অমনি ।
 মায়ের মায়া অনন্ত, অনন্ত না পায় অন্ত,
 কাল-হরা কালী-মন্ত্র তারিণী ত্রিগুণধারিণী ।

মা আমার দক্ষিণে কালী, কখন বা হন করালী,
কখন হন বনমালী, কভু রাধা মন্দাকিনী ॥

দাশরথি রায়

৩৩১

তীর্থবাসী হওয়া মিছে, তীর্থবাসী হওয়া মিছে।
শ্যামার চরণ বিনে রে মন, কোন্ তীর্থ কোথায় আছে ?
জেনেছি রে লোকে বলে, অযোধ্যা-নগরে গেলে,
দেখিলে সে রামলীলে, সকল পাপ ঘুচে।
পুন মুনি লিখেন বেদে, সেই রাম প'ড়ে বিপদে,
দিয়ে রক্তজবা কালী-পদে, তবে ত রাবণ বধেছে।
দ্বারকা মথুরাপুরী, শ্রীবৃন্দাবন-আদি করি
কৃষ্ণ যথা লীলাকারী লীলা করেছে।
সেই কৃষ্ণের জন্ম যখন, কংস রাজা বধে জীবন,
মায়া-রূপা হ'য়ে তখন কৃষ্ণের জীবন বাঁচিয়েছে।
শিবের কৃত কাশীক্ষেত্র, সকল তীর্থের সার-তীর্থ,
যে দেখেছে সেই তীর্থ, মুক্তি পেয়েছে।
শম্ভু ভাবে দিবানিশি, যার কৃত সেই কাশী,
আপনি হ'য়ে শ্মশানবাসী, শ্রীচরণ হৃদে ধরেছে ॥

শম্ভুচন্দ্র রায় (কুমার)

৩৩২

আর কাজ কি আমার কাশী ?
মায়ের পদ-তলে প'ড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাণসী।

শান্ত পদাবলী

হৃৎ-কমলে ধ্যান-কালে আনন্দ-সাগরে ভাসি ।
 ওরে কালীর পদ-কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি ॥
 কালী-নামে পাপ কোথা—মাথা নাই তার মাথা-ব্যথা ।
 ওরে, অনলে দাহন যথা হয় রে তুলারশি ॥
 গয়ায় করে পিণ্ডদান, বলে পিতৃধ্বংসে পাবে ত্রাণ ।
 ওরে, যে করে কালীর ধ্যান, তার গয়া শুনে হাসি ॥
 কাশীতে ম'লেই মুক্তি—এ বটে শিবের উক্তি ।
 ওরে, সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় (মন) তার দাসী ॥
 নিব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল ।
 ওরে, চিনি হওয়া ভাল নয় (মন) চিনি খেতে ভালবাসি ।
 কোতুকে প্রসাদ বলে, করুণানিধির বলে—
 ওরে, চতুর্বর্গ করতলে, ভাবিলে রে এলোকেশী ॥

রামপ্রসাদ সেন

৩৩৩

তীর্থে কি হইবে ফল, ভোলা মন তোর লাভি কেনে ।
 কোটিকল্প তীর্থের ফল শ্যামা মায়ের শ্রীচরণে ॥
 জ্ঞান-গঙ্গাতে কর স্নান, দেহ-কাশী কর ধ্যান,
 বিশ্বসংসার-তারিণী আত্মরূপ ভাব মনে ।
 ঘোড়শদল উপরে, বিশেষুর বিরাজ করে,
 মূলধার হ'তে তারা, হের সহস্রার পানে ॥

ঈশ্বরচন্দ্র দাস

৩৩৪

মন, যেতে চাও কেন কাশী ?

ও মন, পারি রে সকল ঘরেতে বসি' ।

দেখ না হৃদে, নয়ন মুদে, শ্যামা-পদে বারাগসী ;

বহে তিনটি ধারা সরিষরা, জাহ্নবী বরুণা অসি ।

ওরে পাগল, সারুপ্য ফল, কেন তার অভিলাষী ?

ও সে 'মুক্তি-ফল' অবিরল ফল্বে পদে রাশি রাশি ।

পুণ্য-বলে জীবন গেলে, তবে হবি ব্যোমকেশী ;

আছে অপবর্গের উপসর্গ, হ'লেই হয় না কাশীবাসী ।

প্রেমিক বলে, মন তোমারি রকম দেখে পায় যে হাসি ।

ও তোর কাশীর রাজার বৃকের উপর দাঁড়িয়ে আমার এলোকেশী ॥

মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (প্রেমিক)

৩৩৫

কাজ কি রে মন যেয়ে কাশী ।

কালীর চরণে কৈবল্যরাশি ॥

সাক্ষি ত্রিশ কোটি তীর্থ মায়ের ও চরণ-বাসী ।

যদি সন্ধ্যা জান, শাস্ত্র মান, কাজ কি হ'য়ে কাশীবাসী ?

হৃৎ-কমলে ভাব ব'সে চতুর্ভুজা মুক্তকেশী ।

রামপ্রসাদ এই ঘরে বসি' পাবে কাশী দিবানিশি ॥

রামপ্রসাদ সেন

সমাপ্ত

গীত-রচয়িতাদিগের নাম-তালিকা

[অকারাদি-ক্রমে]

[কোন্ সংখ্যার গান কাহার রচিত, তাহা রচয়িতার নামের পার্শ্বে উল্লিখিত হইল।]

অ

অক্ষয়চন্দ্র সরকার—২৬।

অজ্ঞাত—৫, ৬, ৩০, ৩৩, ৩৯, ৭২, ৭৮, ৮৬, ৯৪, ১১৩,
১৮৭, ২২৯, ২৫৯, ২৭৪, ২৯৩, ২৯৬, ৩২১, ৩২৩।

অতুলকৃষ্ণ মিত্র—২২৭।

অন্ধ চণ্ডী—২৩, ৭৬।

অম্বিকাচরণ গুপ্ত—৬৯।

অমৃতলাল বসু—২২৮।

অশ্বিনীকুমার দত্ত—২২৬।

আ

আশুতোষ দেব—১৯১।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—২৮৯।

ই

ইশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—১৫, ১৭, ১৯, ৩৭, ১৩৬।

ইশ্বরচন্দ্র দাস—৩২৪, ৩৩৩।

উ

উদয়চাঁদ বৈরাগী—৫৮।

শাক্ত পদাবলী

এ

এণ্টানে সাহেব—২০৬।

ক

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য—৯, ১০, ১৬, ১৮, ২০, ২২, ২৯, ৩১,
৩৪, ৩৬, ৩৮, ৪৬, ৫১, ৫২, ৬৮, ৮৭, ৯২, ৯৫,
৯৮, ১০০, ১৩৪, ১৪০, ১৪৫, ১৪৯, ১৫২, ১৫৮,
১৬১, ২৫৫, ২৫৮, ২৬৫, ২৬৭, ২৭০।

কালিদাস (দ্বিজ)—২৩৫।

কালিদাস চট্টোপাধ্যায় (কালী মির্জা)—৪, ১০৬, ১৫৩।

কালিদাস ভট্টাচার্য—১৯২।

কালীনাথ রায়—৩২।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ—৩১১।

কিশোরীমোহন শর্মা—২০৪।

কৃষ্ণচন্দ্র রায় (মহারাজ)—২১৬।

কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (পরিব্রাজক)—১৫৫, ৩২০।

কেদারনাথ চক্রবর্তী—১৯৫।

কেদারনাথ রায়—২৯০।

কৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায়—২৫৬।

গ

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ (দেওয়ান)—৫৭।

গীত-রচয়িতাদিগের নাম-তালিকা

গদাধর মুখোপাধ্যায়—৫৪।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—১৩, ৬৬, ৬৭, ৭৯, ৮০, ৮৩, ৮৪, ১০৫,
১০৯, ১১১, ১১২, ১১৮, ১২২, ১৩৭, ১৭৭, ২৮০,
২৮১, ২৯৪।

গুরুদাস চক্রবর্তী—৩১৫।

গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—৬১।

গোবিন্দ চৌধুরী—২৫৪।

গোবিন্দ চৌধুরী—৮, ১১০, ১৪২।

গৌরমোহন রায়—১০৭।

চ

চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়—১৯৬।

চন্দ্রনাথ দাস—১৮৮।

জ

জগদ্বন্ধু তর্কবাগীশ—২৬৩।

জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক—৩৫, ২০৩।

জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—৬২।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় (কাব্যতীর্থ)—১০১।

ঠ

ঠাকুরদাস দত্ত—৪২।

শাক্ত পদাবলী

ত

তারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষী—১৫০।

তিনকড়ি বিশ্বাস—১৮৬।

ত্রৈলোক্যনাথ কবিভূষণ—২১০।

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল—২১১।

দ

দর্পনারায়ণ কবিরাজ—২০৭।

দাশরথি রায়—১১, ৪০, ৪৮, ৬৪, ৮১, ৯৯, ১৯৭, ২২২,
২৩০, ৩৩০।

দুর্গাপ্রসন্ন চৌধুরী—৮৫।

দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার—১৭৫।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—১৮৯।

ন

নন্দকুমার রায় (মহারাজ)—১৩৯, ১৬৬, ৩০১।

নন্দকুমার রায় (দেওয়ান)—২১৪।

নবাই ময়রা—২২০।

নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী—১১৬, ১৮৪, ২২৩, ২৮৫।

নবীনচন্দ্র সেন—৪৭, ৮৯।

নরচন্দ্র রায় (কুমার)—১৭৪, ১৭৯, ১৮০, ১৮৩, ১৯৯।

নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য—২৩২, ২৮৪।

গীত-রচয়িতাদিগের নাম-তালিকা

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়—৭৭।

নীলমণি পাটনী—৩২৬।

নীলাক্ষর মুখোপাধ্যায়—১৬৪, ২৪৩।

নীলু ঠাকুর—২০৮।

নৃসিংহদাস ভট্টাচার্য—২১৫।

প

পঞ্চানন তর্করত্ন—২৭৫।

পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়—২৮৭।

পার্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—২০২।

পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়—২৭৯।

পুলিনবিহারী লাল—৩০৮।

প্যারীমোহন কবিরত্ন—২৮, ১৬৮, ২৫২।

প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়—২৭৬, ২৭৮।

ব

বনোয়ারীলাল রায়—৪৫।

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়—৮২, ১৭৬।

বীরেশ্বর চক্রবর্তী—১৫৪, ২১২।

ব্রজকিশোর রায় (দেওয়ান)—১৯০।

ব্রজমোহন রায়—৪৪।

ভ

ভারতচন্দ্র রায়—৩১৯।

শান্ত পদাবলী

ম

মদন মাষ্টার—৫৬, ৩২৭।

মধুসূদন দত্ত—৮৮।

মনোমোহন বসু—২৫।

মহাত্মা চাঁদ (মহারাজ)—১২০, ১২৩, ১২৫, ১২৬, ১২৭,
১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১।

মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (প্রেমিক)—১১৫, ১৭২, ১৭৩, ২৬১,
২৯৭, ৩২৫, ৩৩৪।

মহেন্দ্রলাল খান (রাজা)—৫৯।

মৃজা হুসেন আলী—২৮৩।

য

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (মহারাজ)—১০৪, ২২৫।

র

রঘুনাথ রায় (দেওয়ান)—১১৯, ১৪১, ১৮৫, ২৩৬।

রজনীকান্ত সেন—১৬৯।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—১০৮।

রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়—২৭।

রসিকচন্দ্র রায়—৪১, ৭৫, ৯৬, ২৪৫, ২৪৯, ২৭২ ৩০০, ৩১০,
৩১৭।

রাজকৃষ্ণ রায়—৬৫।

রাধিকাপ্রসন্ন—৩।

রামকৃষ্ণ রায় (মহারাজ)—১৬২, ২৩১, ৩২৮, ৩২৯।

গীত-রচয়িতাদিগের নাম-তালিকা

রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—২৪, ৪৩।

রামচন্দ্র মালী—৭৩।

রামচন্দ্র রায়—১৯৪।

রামকুমার নন্দী মজুমদার—২৪০, ২৪৭, ২৫১, ৩০৫।

রামকুমার পত্রনবিশ—৩০৬।

রামদুলাল নন্দী (দেওয়ান)—২৩৪, ২৭৩, ৩০৯।

রামনিধি গুপ্ত (নিধু বাবু)—২১।

রামপ্রসাদ সেন—১, ২, ৭, ৪৯, ৫০, ৯৭, ১০৩, ১৩২, ১৩৩,
১৪৩, ১৪৪, ১৪৭, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৯, ১৬০, ১৬৩,
১৬৫, ১৬৭, ১৭১, ১৮১, ১৮২, ১৯৮, ২০০, ২০১,
২০৯, ২১৩, ২১৯, ২২১, ২৩৩, ২৩৭, ২৩৮, ২৩৯,
২৪১, ২৪২, ২৪৪, ২৪৮, ২৫০, ২৫৩, ২৫৭, ২৬০,
২৬২, ২৬৪, ২৬৬, ২৬৮, ২৬৯, ২৭১, ২৮২, ২৮৬,
২৮৮, ২৯১, ২৯৫, ২৯৮, ২৯৯, ৩০২, ৩০৩, ৩১২,
৩১৩, ৩১৪, ৩১৬, ৩১৮, ৩২২, ৩৩২, ৩৩৫।

রাম বসু—১৪, ৫৫, ৬৩, ৭১, ৭৪।

রামলাল দাস দত্ত—১৪৬, ১৪৮, ১৯৩, ২২৪, ২৭৭।

রূপচাঁদ পক্ষী—৯১।

রোহিণীকুমার বিদ্যাভূষণ—২৪৬।

শ

শম্ভুচন্দ্র রায় (কুমার)—১৫১, ১৭০, ১৭৮, ২০৫, ৩৩১।

শিবচন্দ্র রায় (মহারাজ)—১২১, ১৩৫।

শান্ত পদাবলী

শিবচন্দ্র সরকার—১২৪।

শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়—২৯২।

শ্যামাচরণ ব্রহ্মচারী—১১৭, ৩০৭।

শ্রীধর কথক—৭০।

শ্রীশচন্দ্র রায় (মহারাজ)—২১৭।

হ

হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ)—৯০, ৯৩, ১০২,
১১৪, ৩০৪।

হরিমোহন রায়—২১৮।

হরিশচন্দ্র মিত্র—১২, ৫৩।

হরু ঠাকুর—৬০।

হরেন্দ্রনারায়ণ রায় (মহারাজ)—১৩৮।

গ্রন্থ-পঞ্জী

বর্ণানুক্রমিক

- ১। আগমনী (গীতাভিনয়)—হরিশচন্দ্র মিত্র-প্রণীত।
- ২। আন্দুল-কালী-কীর্তন (১ম ও ২য় ভাগ)—মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কবিরত্ন-বিরচিত।
- ৩। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী (১ম ও ২য় খণ্ড)—মণীন্দ্র-কৃষ্ণ গুপ্ত-সম্পাদিত।
- ৪। কমলাকান্ত পদাবলী—শ্রীকান্ত মল্লিক কর্তৃক প্রকাশিত।
- ৫। গিরিশ-গীতাবলী—অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়-সম্পাদিত।
- ৬। গীতমালা (১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ)—বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।
- ৭। গীতরত্ন গ্রন্থ—রামনিধি গুপ্ত-প্রণীত।
- ৮। গীতাবলী—প্যারীমোহন কবিরত্ন-বিরচিত।
- ৯। গীতি-লহরী (কালী মির্জার গীতাবলী-সংগ্রহ)।
- ১০। গুপ্ত রত্নোদ্ধার বা প্রাচীন কবি-সঙ্গীত-সংগ্রহ—কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত।
- ১১। গৌরী-গীতিকা—ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং কর্তৃক প্রকাশিত।
- ১২। জন্মভূমি (মাসিক পত্রিকা)—১৩০০ সাল।
- ১৩। তারিণী-তত্ত্ব-সঙ্গীত—তারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষী-বিরচিত।
- ১৪। দাশরথি রায়ের পাঁচালি—হরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত।

শান্ত পদাবলী

- ১৫। দুর্গেৎসব-তত্ত্ব—অশ্বিনীকুমার দত্ত-বিবৃত।
- ১৬। নীলকণ্ঠ-পদাবলী—নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।
- ১৭। পরমার্থ সঙ্গীত (রামকুমার নন্দী-মজুমদার-প্রণীত)।
- ১৮। পাঁচালী (রসিকচন্দ্র রায়-প্রণীত)—শরৎচন্দ্র সোম কর্তৃক প্রকাশিত।
- ১৯। প্রসাদ-প্রসঙ্গ—দয়ালচন্দ্র ঘোষ-প্রণীত।
- ২০। প্রাচীন ওস্তাদী কবির গান—মন্মথলাল মিশ্র কর্তৃক সংগৃহীত।
- ২১। প্রাচীন কবি-সংগ্রহ।
- ২২। বঙ্গভাষার লেখক—হরিনোহন মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।
- ২৩। বঙ্গীয় সঙ্গীত রত্নমালা—আশুতোষ ঘোষাল কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত।
- ২৪। বাঙ্গালীর গান—দুর্গাদাস লাহিড়ী-সম্পাদিত।
- ২৫। বিজয়া (মাসিক পত্রিকা)—১৩২১ সাল।
- ২৬। বিবিধ ধর্ম-সঙ্গীত—প্রসন্নকুমার সেন কর্তৃক সংকলিত।
- ২৭। ব্রজ রায়ের পাঁচালী—দুর্গাদাস লাহিড়ী-সম্পাদিত।
- ২৮। ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী—বিহারীলাল সরকার কর্তৃক প্রকাশিত।
- ২৯। মনোমোহন-গীতাবলী—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত।
- ৩০। মূল সঙ্গীতাদর্শ—রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত।
- ৩১। রাম বসু, হরু ঠাকুর প্রভৃতি কবিওয়ালাদের গীত-সংগ্রহ —১২৬২ সাল।

- ৩২। শ্যামা-সঙ্গীত—রসিকচন্দ্র রায়-প্রণীত।
 ৩৩। শ্রীধর কথক—‘বঙ্গবাসী’ কার্যালয় হইতে প্রকাশিত।
 ৩৪। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ—শ্রীম-
 লিখিত।
 ৩৫। সঙ্গীতকোষ।
 ৩৬। সঙ্গীত-মুক্তাবলী—নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।
 ৩৭। সঙ্গীত-সন্দর্ভ—নীলমণি মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত
 ও প্রকাশিত।
 ৩৮। সঙ্গীতানন্দ লহরী—মাধবচন্দ্র চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত।
 ৩৯। সাধক-সঙ্গীত (২য় ভাগ)—কৈলাসচন্দ্র সিংহ কর্তৃক
 সম্পাদিত।
 ৪০। সাধারণী (সাপ্তাহিক পত্রিকা)—১২৮১ সাল।
 ৪১। সাহিত্য (মাসিক পত্র)—১৩০০ সাল।
 ৪২। সৌরভ (মাসিক পত্র)—১৩৪৫ সাল।
 ৪৩। হরিমোহন রায়ের সঙ্গীত-সংগ্রহ।

অশুদ্ধি-সংশোধন

গীত-সংখ্যা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬৫	১	কেমনে না	কেমনে মা
৭৮	৩	কপূর-বাসিত	কপূর-বাসিত
১২৪	১	মার রূপে	মার রূপের